উত্তর-চরিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

শুদ্ধি-পত্র।

২৯ পৃষ্ঠার শেষভাগে "সাজন" ইহার স্থলে "সাধুজন" হইবে।

৬৯ পৃষ্ঠায়, "কার করস্পর্শে পুন অকস্মাৎ হইনু জীবিত" ইহার স্থলে "কার করস্পর্শে পুন হইনু জীবিত' হইবে।

৮৫ পৃষ্ঠায় "হা আমি বড় নিষ্ঠুর হইয়াছি" ইহার পূর্ব্বে "জনক।—" হইবে।

MOHAMAJAN LIBRARY
30 MAI 1913

উত্তর-চরিত।

প্রস্তাবনা।

নান্দী।

বাল্মীকি আদিগুরু
যাঁ হতে ছন্দের স্বুরু
প্রণমিয়া তাঁর পদে এ মোর মিনতি
যেন দেবী বাগ্‌বাদিনী
ব্রহ্ম-অংশ সনাতনী
বিতরেন আমা পরে কৃপা এক রতি॥

সূত্রধার।—বাহুল্য কথায় প্রয়োজন নাই। অত্ত ভগবান কাল-প্রিয়নাথের মহোৎসব। অতএব আমি সভাস্থ তাবৎ গণ্য মান্ত মহোদয়দের নিবেদন করচি, আপনারা সকলে অবধান করুন। অসাধারণ কবিত্বগুণে বাগ্‌দেবী যাঁর কণ্ঠে নিয়ত বাস করেন, সেই শ্রীকণ্ঠপদ-উপাধিধারী, শব্দ-বিত্থা-পারদর্শী, জাতুকর্ণীতনয়, কশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত মহাকবির নাম ভবভূতি।

বাগ্‌দেবী যে দ্বিজের হয়ে আজ্ঞাকারী
সতত সেবায় রত যেন বশ্যা নারী
তাঁহারই প্রণীত এই উত্তর-চরিত
আজি এই রঙ্গভূমে হবে অভিনীত॥

আমি অভিনয়ের অনুরোধে, রামচন্দ্রের সমকালিক একজন অযোধ্যাবাসী সেজে এখানে উপস্থিত হয়েছি। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) ওহে পুরবাসিগণ! শোনোদিকি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—রাবণ-কুলের যিনি প্রলয়-ধূমকেতু, সেই রাজা রামচন্দ্রের এই অভিষেক-সময়; এখন দেখ, আনন্দ-নান্দী চতুর্দ্দিকে দিবারাত্রি ধ্বনিত হচ্চে, তবে আজ এই সকল অঙ্গনভূমিতে নটদের গীত-বাদ্য শোনা যাচ্চে না কেন বল দিকি?

নটের প্রবেশ।

নট।—মহারাজের অভিষেক হবে শুনে, অভিনন্দনের জন্য, লঙ্কা-সমর-সহায় যে সকল বানর ও রাক্ষস এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং দিগ্‌দিগন্ত পবিত্র করে' যে সকল ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি নানা দেশ হতে সমাগত হয়েছিলেন, মহারাজের নিকট তাঁরা আজ বিদায় নিয়ে স্বস্ব গৃহে ফিরে গেলেন। এঁদেরই অভ্যর্থনার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত উৎসব হচ্চিল। আবার সম্প্রতি

অরুন্ধতি বশিষ্ঠের সঙ্গে মাতৃগণ
যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে গেলা জামাতৃ-ভবন॥

সূত্রধার।—হাঁ তাই বটে।

নট।—আমি বিদেশী লোক, এখানকার কাহাকেও চিনি না, রাজমাতাদের জামাতা আবার কে বলুন দিকি?

সূত্রধার।—

মহারাজা দশরথ
শান্তা নামে দুহিতারে লোমপাদে করেন অর্পণ।
লোমপাদ নৃপবর
পালিতা তনয়ারূপে কন্যাটিরে করেন পালন॥

তার পর, বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে বিবাহ করেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিই দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। যদিও বধূমাতা জানকী এখন পূর্ণগর্ভা, তবু তাঁকে গৃহে রেখে অন্তঃপুরের গুরুজনেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জামাতার আশ্রমে যাত্রা করেছেন। তা, সে যাই হোক্, আমাদের জাতি-ব্যবসা রাজার স্তুতিবাদ করা, তা এখন চল, সেই কাজে আমরা রাজদ্বারে উপস্থিত হইগে।

নট।—আচ্ছা মহাশয়, রাজার সমক্ষে পাঠ করা যেতে পারে এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্তুতিবাদ-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে' দিন দিকি।

সূত্রধার।—দেখ নটবর, তোমরা কোন আশঙ্কা কোরো না।

যথারুচি কথা রচি' কোরো স্তুতিগান
লোক-বাক্যে কিছুমাত্র দিওনাকো কাণ।
দোষ-শূন্য যত কেন হোক্ না রচনা
তবু দোষ-দর্শী করে দোষের সূচনা।
যতই বিশুদ্ধ হোক্ স্ত্রীজন-চরিত,
তবুও দুর্জন করে দোষ উদ্ভাবিত॥

নট।—মশায়, দুর্জন বল্লে যথেষ্ট হয় না, ওরূপ লোককে অতিদুর্জন বলাই উচিত। কেন না,

এমন যে সীতাদেবী তারও প্রতি লোক
কত মন্দ কথা বলি' করে দোষারোপ।
বলে—"করেছিল সীতা রক্ষ-গৃহে বাস
অগ্নিশুদ্ধি হইলেও নাহিক বিশ্বাস"॥

সূত্রধার।—এই জনরবের কথা যদি মহারাজ আবার শুনতে পান্ তাহলে মহা বিপদ উপস্থিত হবে।

নট।—দেবতা ও ঋষিগণ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করবেন—তাঁরাই এই বিপদ নিবারণ করবেন। (পরিক্রমণ করিয়া) ওহে তোমরা বল্‌তে পার, মহারাজ এখন কোথায় ? (কর্ণপাত করিয়া) ও! লোকে এই কথা বল্‌চে:—

অভিনন্দনের তরে জনক ভূপতি
কিছুদিন হেথা আসি' করেন বসতি।
উৎসব-সময় হেথা করিয়া যাপন
আজ তিনি স্বনগরে করিলা গমন।
তাই সীতাদেবী আজ অতীব বিমনা।
রাজা রামচন্দ্র তাঁরে করিতে সান্ত্বনা
ধর্ম্মাসন তেয়াগিয়া, ছাড়ি' সর্ব্বকাজ
প্রবেশিলা এইমাত্র অন্তঃপুর-মাঝ॥

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

রাম ও সীতা আসীন।

রাম।—দেবি বৈদেহি! শান্ত হও। গুরুজনেরা আমাদের ছেড়ে কখনই চিরকাল থাক্‌তে পারবেন না। তবে কি না

অগ্নিহোত্রী গৃহস্থের
কত কর্ম্ম আছে দিবারাত
গৃহ ছাড়ি থাকিলে যে
হয় তাহে বিষম ব্যাঘাত।
তাই তাঁরা হেথা হতে
করেছেন স্বগৃহে গমন
পাছে কোন ত্রুটি হয়
অনুষ্ঠিতে গৃহস্থ ধরম॥

সীতা।—তা জানি নাথ, তবু কি জানি কেন, আত্মীয় জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেই মনে কেমন একটা বিষম কষ্ট উপস্থিত হয়।

রাম।—সে কথা সত্য। এই গুলিই সংসারের মর্ম্মভেদী কষ্ট। আর এই জন্যই মনীষীরা সংসারে বিরক্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে’ অরণ্যে গিয়ে বিশ্রাম করেন।

রাম।—(সহর্ষ সলজ্জ সস্মিত) তাই হবে। ভগবান বশিষ্ঠদেব আমার প্রতি কি কিছু আদেশ করেন নি?

অষ্টাবক্র।—শুনুন। তিনি আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেছেন।—

জামাতৃ-যজ্ঞেতে মোরা বদ্ধ আছি সবে,
তরুণ বালক তুমি, নব তব রাজ্য;
প্রজানুরঞ্জনে সদা তৎপর হবে,
পাবে যশ—রঘুকুল-পরম-ঐশ্বর্য্য।

রাম।—ভগবান বশিষ্ঠদেবের আদেশ শিরোধার্য্য।

স্নেহ দয়া আত্মসুখ, এমন কি, প্রাণের সীতায়
অক্লেশে ত্যজিতে পারি তুষিবারে সকল প্রজায়॥

সীতা।—নাথ এই জন্যই লোকে তোমাকে রাঘব-ধুরন্ধর বলে।

রাম।—কে আছ, মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

অষ্টাবক্র।—(উঠিয়া পরিক্রমণ) এই যে কুমার লক্ষ্মণ আস্‌চেন।

(অষ্টাবক্রের প্রস্থান)

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যের জয় হোক্! সেই চিত্রকর আমাদের আদেশমত এই চিত্রপটে আপনার কার্য্যগুলি সমস্ত চিত্র করেছে—এই দেখুন।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ, কি উপায়ে সীতাদেবীর মনঃকষ্ট নিবারণ করতে হয় তা তুমিই ভাল জান। তা, এতে কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হয়েছে?

লক্ষ্মণ।—দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম।—

পবিত্র উৎপত্তি যার
কিবা কাজ অপর পাবনে!
কে শুদ্ধ করিতে পারে
তীর্থ জল আর হুতাশনে?

দেবি! অগ্নিপরীক্ষার কথা মনে করে’ আমার প্রতি আর অপ্রসন্ন হয়ো না। হায়! আমারই অবিবেচনা-দোষে দেখ্‌ছি তোমার এই অপবাদটি যাবজ্জীবন স্থায়ী হতে চল্ল। দেবি, পবিত্র যজ্ঞভূমিতে তোমার উৎপত্তি, তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কি কারও সন্দেহ হতে পারে? তবে কি না

কুলকীর্ত্তি রক্ষা হেতু কুলমানী জন
কষ্ট হইলে-ও করে লোকানুরঞ্জন।
তারি লাগি মন্দ কথা বলেছি তোমায়
তুমি তার নহ যোগ্য—ক্ষম গো আমায়।

শিরে-ই সুরভিপুষ্প রাখা স্বাভাবিক
এ কথা প্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বলোক মাঝে।
চরণে দলিত করা নহে কভু ঠিক্,
এ হীনতা কিছুতেই তারে নাহি সাজে॥

সীতা।—সে যা হবার তা হয়েছে, ও কথায় আর কাজ নেই। এসো এখন চিত্রগুলি দেখা যাক্। (উত্থান করিয়া পরিক্রমণ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-মণ্ডপ।

লক্ষ্মণ।—এই সেই চিত্রপট।

সীতা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উপরে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে কে ওরা আর্য্যপুত্রকে স্তব করচে ?

লক্ষ্মণ।—ওগুলি সেই মন্ত্রপূত জৃম্ভক নামে দিব্য অস্ত্র। অস্ত্রগুলি প্রথমে বিশ্বামিত্র কৃশাশ্বের কাছ থেকে পান—তার পর তিনিই আবার তাড়কা বধের সময় আর্য্যকে প্রসাদ স্বরূপ দান করেন।

রাম।–দেবি, এই দিব্যাস্ত্রগুলিকে প্রণাম কর।

ব্রহ্মা আদি পূর্ব্বগুরু বেদরক্ষাতরে
বহুকাল তপ করি' পাইলেন পরে
এই সব দিব্য অস্ত্র, তপতেজোময়
—তপস্যা-প্রত্যক্ষ-ফল এই সমুদয়॥

সীতা।—এঁদের নমস্কার।

রাম।—দেখ দেবি, এই অস্ত্রগুলি পরে তোমার পুত্রেতে গিয়ে বর্ত্তাবে।

সীতা।—অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ আর্য্যে, মিথিলা-বৃত্তান্ত এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—ওমা তাই তো। উনি যে সময় অবলীলাক্রমে হরধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন, এ যে সেই সময়কার চিত্র দেখ্‌ছি। নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত কেমন শ্যামল বর্ণ—দেহটি কেমন সুন্দর, কোমল হৃষ্টপুষ্ট—আর, কাকপক্ষ থাকার দরুন মুখের কেমন

শোভা হয়েছে। আবার পিতা আর্য্যপুত্রের সৌম্য মুখশ্রী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে দেখ্‌ছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—

বশিষ্ঠাদি কুটুম্বেরে, পিতা তব করিছেন সেবা সমুচিত
রয়েছেন সঙ্গে তাঁর শতানন্দ ঋষি নিজ কুল-পুরোহিত॥

রাম।—এই চিত্রটি দ্রষ্টব্য বটে।

জনক রঘুর কুলে এ সম্বন্ধ কার্ নহে প্রিয়
দাতা ও গৃহীতা যেথা বিশ্বামিত্র ঋষি পূজনীয়।

সীতা।—এই তোমরা চার ভাই, গোদানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা করে' বিবাহে দীক্ষিত হয়েছ। কি আশ্চর্য্য! মনে হচ্চে, যেন সেই সময়ে ও সেই স্থানে এখনই আমি উপস্থিত।

রাম।—

তাই বটে প্রিয়ে, মনে হতেছে আমার,
ফিরে যেন সে সময় আসিল আবার
যবে শতানন্দ ঋষি লয়ে পাণি তব
(কঙ্কণ-ভূষিত কিবা – সাক্ষাৎ উৎসব)
সঁপিলেন সযতনে আমার এ করে,
নিরখি প্রত্যক্ষ যেন এবে চিত্র পরে॥

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এইটি তোমার ছবি—এইটি আর্য্যা মাণ্ডবীর, আর এইটি বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তির।

সীতা। —আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কে বল দিকি?

লক্ষ্মণ।—(সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া স্বগত) ও! উনি উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন। এই বেলা চিত্রের অন্য

অংশ এঁদের দেখাই। (প্রকাশে) আর্য্যে আর একটি চিত্র দেখ—এটিও দ্রষ্টব্য। এই ভগবান ভার্গব পরশুরাম।

সীতা।—উঃ! মহর্ষে নমস্কার।

রাম।—মহর্ষে নমস্কার।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—আর্য্য পরশুরামকে যুদ্ধে—— (অর্দ্ধোক্তি)

রাম।—(ঈষৎ তিরস্কারের ভাবে) আঃ! আরও তো অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে।—অন্য কিছু দেখাও না ভাই।

সীতা।—(রামকে প্রীতি ও বহুমান সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) নাথ! এই বিনয়গুণেই যেন তোমাকে আরও ভাল দেখাচ্চে।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, আমরা যখন অযোধ্যায় এলেম, তারই এই চিত্র।

রাম।—(সজল নেত্রে) হা! সমস্ত মনে পড়চে—সমস্ত মনে পড়চে।

পিতা আছেন জীবিত, মোরা নব বিবাহিত,
লালিত পালিত সবে মাতৃগণ কাছে।
সেকালের কথা সব, মনে পড়ে অভিনব,
সে দিন গিয়াছে হায় সেদিন গিয়াছে॥

এই সময়ে জানকীর

অনতি-নিবিড়-সূক্ষ্ম কিবা চারু কেশ
শোভিতো ও ললাটের দুই প্রান্তদেশ।
মুকুল-দশন-পাঁতি, মুগ্ধ রুচি মুখ,
হেরি' মাতাদের মনে হত কত সুখ,
নিরমল সুললিত জোছনার সম
মধুর শৈশব-অঙ্গে অশিক্ষ-বিভ্রম।

অপ্রাপ্ত যৌবনা সীতা স্নেহের পুতলী
মাতৃগণ দেখিতেন হয়ে কুতূহলী ॥

লক্ষ্মণ।—এই মন্থরা।

রাম।—(উত্তর না দিয়া অন্যত্র দেখাইয়া)

শৃঙ্গবেরপুরে যেথা গুহসনে হয় সম্মিলন
এই সে ইঙ্গুদি-তরু সীতাদেবি কর নিরীক্ষণ ॥

লক্ষ্মণ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেছি, মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর বৃত্তান্তটা আর্য্য ইচ্ছা করে'ই ছেড়ে যাচ্চেন।

সীতা।—ওমা! এই যে, ওঁদের জটাবন্ধনের চিত্র।

লক্ষ্মণ।—

বৃদ্ধকালে পুত্রে রাজ্য করি সমর্পণ
ইক্ষ্বাকুরা করিতেন অরণ্যে গমন।
কিন্তু দেখ এই ব্রত পুণ্য-আচরণ
বাল্যকালে-ই আর্য্য করিলা পালন ॥

সীতা।- এই প্রসন্ন পুণ্য সলিলা ভগবতী ভাগীরথী।

রাম।—দেবি, তুমি রঘুকুলদেবতা, তোমাকে নমস্কার।

সগরের অশ্বমেধে তাঁর পুত্রগণ
অশ্ব-অন্বেষণে ধরা ভেদিল যথন,
কপিলের রোষে তারা হল ভস্মসাৎ।
না গনিয়া কিছুমাত্র দেহের নিপাত,
করিয়া কঠোর তপ বহুকাল ধরি',
ভগীরথ আনিলেন তোমা হেথা পরি,

তোমার পবিত্র পুণ্য সলিল-পরশে
পিতামহগণে তুমি উদ্ধারিলে শেষে॥

তাই বলি মাতঃ, তুমিও অরুন্ধতীর ন্যায় তোমার এই পুত্রবধূ সীতার শুভানুধ্যায়িনী হও।

লক্ষ্মণ।—ভরদ্বাজ মুনি-নির্দ্দিষ্ট চিত্রকূট পর্ব্বতের পথে যমুনাতীরস্থ এই সেই শ্যামবট নামে বনস্পতি।

সীতা।—নাথ! এই স্থানটি কি তোমার স্মরণ হয়?

রাম।—প্রিয়ে এ স্থানটি কখন কি ভুলতে পারি?

যেথা তব ক্লান্ত তনু পথশ্রমে ঈষৎ কম্পিত
গাঢ় আলিঙ্গনভরে তনু মোর করিত মর্দ্দিত;
দলিত মৃণালসম ক্ষীণ ক্লান্ত চারু অঙ্গুলি
মম বক্ষোপরে রাখি' নিদ্রা যেতে শ্রম-কষ্ট ভুলি'॥

লক্ষ্মণ।—বিন্ধ্যাটবী প্রবেশকালে এই স্থানে সেই বিরাধ নামে রাক্ষস আমাদের পথরোধ করেছিল।

সীতা।—ও যাক্। এই দেখ, দক্ষিণারণ্যে যাবার সময় আর্য্য-পুত্র তালপাতার ছাতা আমার মাথার উপর ধরে' রৌদ্র আট্‌কাচ্চেন।

রাম।—এই দেখ
এই সেই তপোবন
পল্লবত-নির্ঝরিণী-তট-কিনারায়
যেথায় করেন বাস
বাণপ্রস্থ মুনিগণ তরুর ছায়ায়।

গৃহস্থ সুজন যাঁরা সংসারে বিরাগী
করেন যেথায় বাস সকল তেয়াগি'
আতিথ্য পরম ধর্ম্ম করিয়া পালন
মুষ্টিমাত্র ধান্যে প্রাণ করেন ধারণ॥

লক্ষ্মণ।—

এই সেই "জনস্থান"-অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী "প্রস্রবণ" নামে পর্ব্বত। অরণ্যটি দেখ কেমন স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজিতে আচ্ছন্ন—অরণ্যের প্রান্তদেশ দিয়ে গোদাবরী নদী কলকলস্বরে প্রবাহিত হচ্চে। আর, উপরে মেঘের আবির্ভাব হওয়ায়, পর্ব্বতের নীলিমা যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রাম। - প্রিয়ে

ওই গিরি পরে সুখে ছিলাম কেমন
লক্ষ্মণের সেবাগুণে হয় কি স্মরণ ?
স্মরণ হয় কি রম্য গোদাবরী তীর ?
তার সেই নিরমল সুশীতল নীর ?
স্মরণ হয় কি,—ওই গিরি-প্রান্তদেশে
ভ্রমিতাম কিবা মোরা মনের হরিষে ?

আরও মনে আছে ?

পাশাপাশি দুই জনে করিয়া শয়ন
কপোলে কপোল লগ্ন—আনন্দিত মন
গাঢ় আলিঙ্গনদানে বাহুলতা দিয়া
সুখভরে পরস্পরে আছি জড়াইয়া

ছিন্ন ছিন্ন মৃদু মন্দ গদগদ বাণী,
কথন্ পোহায় নিশি কিছুই না জানি ॥

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, পঞ্চবটীতে সূর্পণখা।

সীতা।—হা নাথ! এইখানেই তোমার সঙ্গে বুঝি আমার শেষ দেখা।

রাম।—কেন প্রিয়ে? আবার বিচ্ছেদের আশঙ্কা হচ্চে না কি? ভয় নাই, এটি চিত্রমাত্র।

সীতা।—যাই হোক, দুর্জ্জনের নাম শুন্‌লেই কেমন ভয় হয়।

রাম।—হায়! জনস্থানের সেই ঘটনাটি এখনও যেন বর্ত্তমানের মত মনে হচ্চে।

লক্ষ্মণ।—

স্বর্ণ মায়া-মৃগ রচি' দুষ্ট রক্ষোগণ
কি বঞ্চনা আমাদের করিল তখন!
যদিও হয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ
তবুও স্মরিলে এবে হয় কষ্টবোধ।
সে বিজনে আর্য্যের সে বিলাপ শুনিয়া
পাষাণ রোদন করে, ফাটে বজ্র-হিয়া ॥

সীতা।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) হা! দেব রঘুনন্দন, আমার জন্য তুমি কতই ক্লেশ পেয়েছ।

লক্ষ্মণ।—(রামকে দেখিয়া—মৎলব করিয়া) আর্য্য একি!

যদিও শোকাশ্রু তব নেত্র হতে পড়ি'
ছিন্ন-হার-মুক্তাসম নহে ছড়াছড়ি,

ওষ্ঠ নাসাপুট তব হেরি' কম্পমান
হৃদয়ে আবেগ রুদ্ধ, হয় অনুমান ॥

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ
সুতীব্র বিরহ-দুঃখ সয়েছি তখন
বৈর-প্রতিশোধে করি' হৃদয়ে ধারণ।
আবার উঠেছে জ্বলি যেন সে ভাবনা
হৃদি মর্ম্মব্রণ সম দিতেছে যাতনা ॥

সীতা।—হায় একি হল! আমারও যেন মনে হচ্চে আমি আবার পতিহীনা অনাথা হয়েছি।

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) এখন চিত্রের অন্য কোন বিষয়ে এঁদের চিত্ত আকর্ষণ করি। (চিত্র দেখিয়া প্রকাশে) মন্বন্তরের আরম্ভে যে পূজ্যপাদ গৃধ্ররাজ জটায়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর চরিত্র ও বিক্রমের কথা এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—হা তাত! তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ক'রে অপত্যস্নেহের চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছ।

রাম।—হা তাত পক্ষিরাজ কাশ্যপনন্দন! তীর্থের ন্যায় পবিত্র তোমার মত সাধু ব্যক্তি কি আর কোথাও সম্ভব?

লক্ষ্মণ।—এই সেই জনস্থানের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী দনু 'নামক কবন্ধের আবাস-স্থান—চিত্রকুঞ্জবান নামে দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। এর পর, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে এইটি সেই মতঙ্গ মুনির আশ্রম। এই শ্রমণা নামে সিদ্ধ-শবরীর ছবি। আর এই পম্পা নামে সরোবর।

সীতা।—এই 'খানে আর্য্যপুত্র ক্রোধ ধৈর্য্য সব পরিত্যাগ করে' মুক্ত কণ্ঠে কেঁদেছিলেন।

রাম।—দেবি, এই সরোবরটি অতীব রমণীয়।

ক্রীড়ায় হইয়া মত্ত কলধ্বনি করে হংসকুল
পক্ষের অনিল ভরে কম্পিত সনাল পদ্ম ফুল।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম কত স্থানে হেরি সরোবরে
যখনি একটু থামে অশ্রুবারি সেই অবসরে॥

লক্ষ্মণ।—এই আর্য্য হনুমান।

সীতা।—ইনিই কি সেই মহাত্মা মারুতি যিনি চিরসন্তপ্ত প্রাণীদের উদ্ধার করে' মহৎ উপকার সাধন করেছিলেন?

রাম।—যাঁর বীর্য্যে উপকৃত সকল ভুবন
সেই এই মহাবাহু অঞ্জনা-নন্দন॥

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কোন্ পর্ব্বত?—এই যেখানে, কদম গাছে ফুল ফুটে আছে—ময়ূরেরা নেচে নেচে বেড়াচ্চে। এই দেখ, উনি দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যাচ্চেন, আর তুমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ওঁকে ধরে' গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ। আহা ওঁর মুখটি মলিন হয়ে গেছে—সব গেছে, কেবল আগেকার তেজটুকুমাত্র রয়েছে।

লক্ষ্মণ।—মাল্যবান গিরি এই অর্জ্জুন-কুসুম-সুরভিত
স্নিগ্ধ নীল নব মেঘে শৃঙ্গ যার সতত আবৃত॥

রাম।—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
এ দৃশ্য যে দেখিতে পারি না আমি আর
জানকী বিরহ-দুখ
বুঝিবা হৃদয়ে ফিরি' আসিল আবার॥

লক্ষ্মণ।—এর পর, আর্য্যের, আর, এই সকল কপি রাক্ষসদের অসংখ্য অদ্ভুত কার্য্য যা পর-পর হয়েছে, সেগুলি সমস্তই চিত্রিত

হয়েছে। আর্য্য! দেখ্‌ছি শ্রান্ত হয়েছেন—আর কাজ নেই, এইবার তবে বিশ্রাম করুন।

সীতা।—এই সব চিত্র দেখে আমার একটি সাধ গেছে—বল্‌ব কি?

রাম।—আজ্ঞা কর।

সীতা।—আমার ইচ্ছে করে, আবার সেই প্রশান্ত গম্ভীর বনে বেড়িয়ে বেড়াই, আর, ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র সুন্দর শীতল জলে অবগাহন করি।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ।—এই যে আমি, আজ্ঞা করুন।

রাম।—গুরুজনেরা এইমাত্র বলে পাঠিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর মনে যে কোন সাধ হবে, তখনি যেন তা পূর্ণ করা হয়। তা দেখ, যাতে ঝাঁকানি না লাগে, আর বেশ আরামে যাওয়া যায়, এইরূপ একটি রথ সাজিয়ে শীঘ্র আন্‌তে বল দিকি।

সীতা।—নাথ, তুমিও সেখানে আমার সঙ্গে যাবে তো?

রাম।—কঠিন-হৃদয়ে! এও কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?

সীতা।—তাহলেই আমি সুখী হই।

লক্ষ্মণ।—যে আজ্ঞা, আমি তবে রথ প্রস্তুত করতে বলি গে।

(লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

রাম।—প্রিয়ে এস, আমরা এই গবাক্ষের পাশে নির্জনে একটু শয়ন করি।

সীতা।—আচ্ছা চল। আমিও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—ঘুমে যেন আমার অঙ্গ অবশ হয়ে আস্‌ছে।

রাম।—প্রিয়ে! আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে' এইখানে তবে শোও।

চন্দ্রকান্ত-হার যথা কিরণ-চুম্বিত
দ্রব হয়ে বিন্দু বিন্দু হয় বিগলিত
ওই তব বাহুযুগে স্বেদবিন্দু-রেখা
সাধ্বস-শ্রমের লাগি যাইতেছে দেখা।
ওই বাহু মোর কণ্ঠে করিয়া অর্পণ
দাও প্রিয়ে শ্রান্ত দেহে নূতন জীবন॥

(ঐরূপ করিলে পর সানন্দে) প্রিয়ে এ কি!

এসুখ না দুঃখ, কিছু না পাই ভাবিয়া,
নিদ্রায় মগন কিম্বা রয়েছি জাগিয়া!
বিষে জরজর কিম্বা মদে মাতোয়ারা
চিত্তের বিকার মোর এ কেমন ধারা?
প্রত্যেক পরশে মুগ্ধ ইন্দ্রিয়-নিচয়
ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান-হারা, ক্ষণে জ্ঞানোদয়॥

সীতা।—(হাসিয়া) নাথ! আমার পরে তোমার অটল ভালবাসা। এর চেয়ে আমার আর কি সুখ হতে পারে?

রাম।—প্রিয়ে তোমার এই কথাগুলিতে

জীবন-কুসুম-ম্লান হয় বিকসিত
সকল ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত বিমোহিত।
কর্ণে হয় সুমধুর অমৃত-বর্ষণ
মনের ঔষধি ও যে মৃত-সঞ্জীবন॥

সীতা।—নাথ! তুমি এমন মিষ্টি করে' বল্‌তে পার। এইবার তবে নিদ্রা যাই। (ইতস্ততঃ শয্যা অন্বেষণ)

রাম।—কি আবার অন্বেষণ করছ বল দেখি প্রিয়ে?

বিবাহের পর হতে যে বাহু যতনে
বনে গৃহে সর্ব্বঠাঁই, শৈশবে যৌবনে,
উপাধান হইয়াছে শয়নে তোমার
সেই বাহু-পরে মাথা রাখো গো আবার॥

সীতা।—(শয়ন করিয়া) তাই বটে নাথ, তাই বটে। (নিদ্রিতা)

রাম।—আমার প্রিয়বাদিনী কি বক্ষঃস্থলেই নিদ্রিতা হলেন? (সস্নেহে অবলোকন)

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর
নয়নের অমৃত-অঞ্জন,
ও-অঙ্গ-পরশে গাত্রে
মাখা হয় স্নিগ্ধ চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর
মুক্তাহার-মসৃণ-শীতল,
প্রিয়ার যা সবই প্রিয়
অসহ্য সে বিরহ কেবল॥

প্রতীহারী।—মহারাজ! সে এসেছে।

রাম।—কে এসেছে?

প্রতীহারী।—মহারাজের আসন্ন-পরিচারক দুর্মুখ।

রাম।—(স্বগত) আমি অন্তঃপুরচারী দুর্মুখকে পাঠিয়েছিলেম যে সে গ্রাম ও নগরবাসীদের মনের ভাব গুপ্তভাবে সব জেনে আসে। (প্রকাশে) আচ্ছা, তাকে আসতে বল।

(প্রতীহারীর প্রস্থান।)

দুর্মুখের প্রবেশ।

দুর্মুখ।—(স্বগত) হা! সীতা দেবীর এই অচিন্তনীয় লোকাপবাদের কথা কিরূপে মহারাজের সম্মুখে বলি। না বলেই বা কি করি, এ অভাগার কাজই তো এই।

সীতা।—(স্বপ্নে রোদন করিয়া) হা নাথ! সৌম্য! কোথায় তুমি?

রাম।—আহা! চিত্রগুলি দেখে উৎকট বিরহ-ভাবনায় দেবীর মন স্বপ্নাবস্থাতেও উদ্বিগ্ন হয়েছে। (সস্নেহে হাত বুলাইয়া)

সুখে দুঃখে সমরূপ
অনুকূল সর্ব্ব অবস্থায়
হৃদয়-বিশ্রাম-স্থল
জরাতেও যা নাহি শুথায়
কাল ক্রমে রূপ-মোহ
আবরণ হইয়া বিগত
রসটুকু মরি' যাহা
স্নেহ-সারে হয় পরিণত
সেই সে পবিত্র প্রেম
পুণ্য-বলে কদাচ কথন
বহু সজ্জনের মাঝে
কারও ভাগ্যে হয় সংঘটন॥

দুর্মুখ।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাম।—কি জান্‌তে পেরেছ বল।

দুর্মুখ।—সকলেই আপনার স্তুতিবাদ করে, আর এই কথা বলে যে, রামচন্দ্রকে পেয়ে আমরা দশরথকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি।

রাম।—এ তো গেল প্রশংসার কথা। দোষের কথা যদি কিছু শুনে থাকো তো বল, তাহলে তার প্রতীকার করা যায়।

দুর্ম্মুখ।—(সাশ্রু লোচনে) শুনুন মহারাজ। (কাণে কাণে) এই—

রাম।—কি প্রচণ্ড বজ্রাঘাত! (মূর্চ্ছা)

দুর্ম্মুখ।—মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

রাম।—(চেতনা পাইয়া)

ধিক্ ধিক্! পরগৃহ-বাস-দোষ সীতা-আচরিত
অলৌকিক উপায়ে তা লঙ্কাদ্বীপে হইল খণ্ডিত।
দৈব দুর্বিপাকবশে সে কলঙ্ক দেখি যে আবার
কুকুরের বিষ সম সর্ব্বত্র হইল সঞ্চার॥

হতভাগ্য আমি এ অবস্থায় কি করি? (চিন্তা করিয়া করুণ ভাবে) এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

সজ্জনের ব্রত এই
করিবেক কায়মনে লোকানুরঞ্জন।
প্রাণ পুত্রে বিসর্জ্জিয়া
পিতা মোর সেই ব্রত করিলা পালন॥

আবার সম্প্রতি ভগবান বশিষ্ঠদেবও এইরূপ আদেশ করেছিলেন।

সূর্য্যবংশ-নৃপতিরা যেই কুল করেন উজ্জ্বল
তাঁদের চরিত্র কিবা সাধু শুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল!
জনমিয়া সেই কুলে যদি তাহে কলঙ্ক পরশে
ধিক্ এ জীবনে মোর, ধিক্ মোর কুলমান যশে॥

হা দেবি! যজ্ঞভূমিতে তোমার জন্ম—তোমার জন্মগ্রহণে বসু-

ন্ধরা পবিত্র হয়েছেন। নিমিজনক-কুলের তুমি যে আনন্দদায়িনী, অয়ি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর ন্যায় তুমি যে শুদ্ধশীলা। প্রিয়ে! তুমি যে রামময়-প্রাণ—তুমি যে আমার বনবাসের চিরসহচরী—হা মধুর-মিতভাষিণি! তোমার কি শেষে এই পরিণাম হল?

জগৎ পবিত্র হল তোমারি কারণে
তোমারে-ই অপবিত্র বলে প্রজাজনে!
জগৎ সনাথ হল শুধু তব জন্ম
তুমি-ই অনাথা সম এবে গো বিপন্ন?

(দুর্মুখের প্রতি) লক্ষ্মণকে বলগে, তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ করচেন—(কাণে কাণে) এই···এই···

দুর্মুখ।—দেবীর তো অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে—তাতে আবার তিনি এখন অন্তঃসত্বা—পবিত্র রঘুকুল-সন্তান গর্ভে ধারণ করেচেন—এই অবস্থায় কি প্রকারে তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন মহারাজ?

রাম।—

ক্ষান্ত হও দুরমুখ, ও কথা বোলো না
পৌরজনে বৃথা দোষ দিও না দিও না।
শ্রদ্ধেয় তাদের কাছে ইক্ষাকুর কুল,
অবশ্য আছে গো কিছু বলিবার মূল।
অগ্নি-শুদ্ধি দূরদেশে হয় সংঘটন,
কে তাহা প্রত্যয় যাবে বল তো এখন?

দুর্মুখ।—হা দেবি!

(প্রস্থান)

রাম।—হা! কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের ন্যায় কি ঘৃণিত অসত্ কাজেই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি।

শৈশব হইতে যারে করেছি পোষণ
সৌহার্দ্দ্যে অভিন্ন যার হৃদি প্রাণ মন
সেই সে প্রিয়ারে আমি করিয়া ছলনা
কেমনে মৃত্যুর মুখে পাঠাই বল না।
গৃহেতে পুষিয়া পাখী সৌনিক যেমন
অবশেষে প্রাণ তার করে গো হরণ॥

আমি বিনা কারণে দেবীকে অপরাধিনী করচি—আমার মত অস্পৃশ্য পাতকী আর কে আছে? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক বক্ষস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে!

ত্যজ মোরে, আমি প্রিয়ে চণ্ডাল নির্দ্দয়
চন্দনের ভ্রমে তুমি বিষদ্রুম করেছ আশ্রয়॥ (উঠিয়া)

হায়! এখন জীব-লোক উচ্ছিন্ন হল। রামের জীবনে আর কি প্রয়োজন? জীর্ণ অরণ্যের মত এই জগৎ শূন্যময়—সংসার অসার। শরীর ধারণ করে' কেবলি কষ্ট। হা! আমি নিরাশ্রয়। এখন কি করি? আমার গতি কি হবে? অথবা

দুঃখ ভোগ তরে শুধু
রাম-দেহে হইয়াছে চৈতন্য বিধান।
নতুবা হইবে কেন
বজ্রের বাঁধনে বাঁধা এ কঠিন প্রাণ॥

হা মাতঃ অরুন্ধতি! ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! ভগবন্ অগ্নি! নিখিল-ভূতধাত্রী ভগবতি বসুন্ধরে! হা পিত!—

তাত জনক!—মাতৃগণ! পরমোপকারী লঙ্কাপতি বিভীষণ! প্রিয় বন্ধো সুগ্রীব! সৌম্য হনুমান! সখি ত্রিজটে! আজ হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে! অথবা

কৃতঘ্ন দুরাত্মা আমি, কেমনে এখন
মহাত্মাগণের নাম করি উচ্চারণ?
পাপ মুখে নামগুলি হলে উচ্চারিত
পাপের পরশে তাহা হবে কলঙ্কিত॥

আহা!

বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়া নিদ্রাগতা মম বক্ষোপরে
স্বপ্নাতঙ্কে কাঁপে দেহ—সুমন্থরা পূর্ণ গর্ভ-ভরে।
গৃহলক্ষ্মী, গৃহশোভা—গৃহিণী সঙ্গিনী সুখে দুখে
নিষ্ঠুর হইয়া এঁরে ফেলিতেছি রাক্ষসের মুখে॥

(সীতার পাদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া) দেবি! দবি! রামের মাথায় তোমার পদ-পঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হল। (রোদন)

নেপথ্যে—

ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাম।—কে আছ? জেনে এসো তো কি হয়েছে।

নেপথ্যে পুনর্ব্বার।

যমুনার তীর-বাসী উগ্রতপা মহা ঋষিগণ
লবণ-রাক্ষস-ভয়ে রাজ-দ্বারে লইছে শরণ।

রাম।—আঃ! কি উৎপাৎ! আজও রাক্ষসের ভয়? আচ্ছা, দুরাত্মা কুম্ভীনসী-পুত্র লবণকে বধ করবার জন্য শত্রুঘ্নকে এখনই

পাঠাচ্চি। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)

হা দেবি! এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করবে? ভগবতি বসুন্ধরে! তুমিই তোমার গুণবতী দুহিতার রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

জনক ও রঘুবংশ
উভয় কুলের যিনি কল্যাণদায়িনী
পুণ্যশীলা সে সীতার
—পুণ্য দেব-যজ্ঞভূমে—তুমিই প্রসবিনী॥

(রামের প্রস্থান)

সীতা।—হা সৌম্য! নাথ! কোথায় তুমি? (সহসা উঠিয়া) হা ধিক্! আমি দুঃস্বপ্নে প্রতারিত হয়ে ওঁকে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছিলেম? (অবলোকন করিয়া) একি! উনি আমাকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী রেখে চলে গেছেন? তা, এখন আর কি করব। আচ্ছা, ওঁর উপর রাগ করব। তবে ওঁকে দেখে রাগ করে' থাক্‌তে পারলে হয়। কে আছ ওখানে?

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ।—দেবি! কুমার লক্ষ্মণ বল্‌চেন, রথ সজ্জিত, আপনি এখন আরোহণ করতে পারেন।

।—আচ্ছা এখনি আমি রথে গিয়ে উঠ্‌চি। (উত্থান করিয়া) আমার গর্ভ-ভার যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌চে—একটু আস্তে আস্তে যাই।

দুর্মুখ।—এই দিক্ দিয়ে দেবি এই দিক্ দিয়ে।

সীতা।—তপোধনদের নমস্কার! রঘুকুল-দেবতাদের নমস্কার! আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম! সকল গুরুজনদের নমস্কার!

চিত্রদর্শন নামক প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—জনস্থান-অরণ্য।

(বিষ্কম্ভক)

নেপথ্যে।—স্বাগত তপোধনে!

পথিক-বেশধারিণী তাপসীর প্রবেশ।

তাপসী।—এ যে দেখ্‌ছি বনদেবতা ফল-পুষ্প-পল্লবে আমাকে অর্ঘ্য-উপহার দিতে আস্‌চেন।

বনদেবতার প্রবেশ।

বন।—(অর্ঘ্য বিকীর্ণ করিয়া)

যথেচ্ছা করহ ভোগ
তোমাদেরি তরে এই সমুদায় বন।
সুপ্রভাত মম আজি
সাধুসঙ্গ বহু পুণ্যে হয় সঙ্ঘটন।
তরুচ্ছায়া, জলরাশি,
ফল-মূল যাহা-কিছু তাপসের যোগ্য
আছে খাদ্য উপাদেয়
তোমাদেরি স্বেচ্ছাধীন, তোমাদেরি ভোগ্য॥

তাপসী।—আহা! এঁর কথাগুলি কেমন মধুর!

সাজন ব্যবহার সুমধুর অতি
বাক্য বিনয়-কোমল।

স্বভাবত তাঁদের কল্যাণময়ী মতি
স্নেহ-প্রণয় বিমল।
প্রথমে যে ব্যবহার চরমেও তাই
নাহি ভাব-বিপর্য্যয়।
অলোক-চরিত্র, শুদ্ধ, কপটতা নাই,
লভে সর্ব্বত্র জয় ॥

বন।—আপনি কে, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

তাপসী।—আমি আত্রেয়ী।

বন।—আর্য্যে আত্রেয়ি! কোথা হতে এথানে শুভাগমন হয়েছে?—কি জন্যই বা আপনি দণ্ডকারণ্যে একাকিনী ভ্রমণ কর্‌চেন?

আত্রেয়ী।—শুনিয়াছি সামবেদী অগস্ত্য প্রভৃতি
অনেক মহর্ষি হেথা করেন বসতি।
শিখিতে বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদের ঠাঁই,
বাল্মীকি-আশ্রম হতে আসিয়াছি তাই।

বন।—যথন অপরাপর অসংখ্য মুনি, সমগ্র বেদ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করবার জন্য সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী প্রচেতা-পুত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকটেই উপস্থিত হন, তথন সে স্থান ছেড়ে দীর্ঘকাল এ প্রবাসে থাক্‌বার আপনার প্রয়াস কেন বলুন দিকি?

আত্রেয়ী।—সে স্থানে অধ্যয়নের বড়ই ব্যাঘাত হচ্চে, তাই এই দীর্ঘ প্রবাসে স্বীকৃত হয়েছি।

বন।—কিরূপ ব্যাঘাত?

আত্রেয়ী।—কোন এক দেবতা, মহর্ষির নিকট দুইটি অপূর্ব্ব বালক এনে উপস্থিত করেছেন। তারা এরূপ শিশু যে কেবল মাতৃ-

স্তন্য সদ্য ত্যাগ করেছে মাত্র। তাদের দেখ্‌লে—শুধু ঋষি নয়—সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত-বৃত্তি স্নেহ-রসে আর্দ্র হয়।

বন।—তাদের নাম কি আপনার জানা আছে?

আত্রেয়ী।—সেই দেবতা স্বয়ং তাদের "কুশ" ও "লব" এই নাম রেখেছেন। আর, এর মধ্যেই তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে।

বন।—কিরূপ ক্ষমতা?

আত্রেয়ী।—জন্ম হতেই তারা সমস্ত জৃম্ভক-অস্ত্রে সিদ্ধ-হস্ত।

বন।—তাই তো! ভারি আশ্চর্য্য!

আত্রেয়ী।—আর, ভগবান বাল্মীকি, ধাত্রীকর্ম্ম হতে আরম্ভ করে', তাদের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই নিজ হস্তে সমাধা করেছেন। তাদের চূড়াকরণ হয়ে গেলে, বেদ ব্যতীত আর সমুদয় বিদ্যাই তিনি যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়েছেন। তার পর, গর্ভ হতে গণনা করে' এগারো বৎসর বয়সে তিনটি বেদই তাদের পড়িয়েছেন। আর, তারা এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী যে তাদের সঙ্গে এখন একত্র পাঠ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সুবোধ অবোধ উভয়ে করেন গুরু বিদ্যা দান
ধীশক্তির ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে নহেন ক্ষমবান।
উভয়ের মাঝে শেষে ফলভেদ দেখা দেয় আসি'
স্বচ্ছমণি ছায়া ধরে—নাহি ধরে মৃৎপিণ্ড-রাশি॥

বন।—অধ্যয়নের এইমাত্র বাধা?

আত্রেয়ী।—আরও আছে।

বন।—আর কি বাধা?

আত্রেয়ী।—সেই ব্রহ্মর্ষি একদিন মধ্যাহ্নকালে তমসা নদীতে গিয়ে দেখ্‌লেন যে, একজন ব্যাধ, এক যোড়া বক-মিথুনের মধ্যে একটিকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করেছে। দেখ্‌বামাত্রেই, অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথা এই নির্দ্দোষ শ্লোকটি তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতং" ॥
রে নিষাদ ! পাবি না প্রতিষ্ঠা তুই শাশ্বত বৎসর
কামার্ত্ত মিথুন-ক্রৌঞ্চ—একটিরে বধিলি বর্ব্বর ॥

বন।—কি আশ্চর্য্য ! এই ছন্দটি একেবারে নূতন। বেদের ছন্দ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আত্রেয়ী।—তার পর, ভগবান ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকির মুখ হতে শব্দব্রহ্মের নূতন আবির্ভাব হয়েছে জান্‌তে পেরে, একদিন স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"মহর্ষে ! শব্দ-ব্রহ্ম-বিষয়ে তোমার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। অতএব, তুমি এখন রামচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখ্‌তে আরম্ভ কর। আজ থেকে, তোমার জ্ঞানচক্ষু অলৌকিক প্রতিভা-বলে অব্যাহত-জ্যোতি হবে এবং তুমি জগতে আদি কবি বলে' বিখ্যাত হবে।" এই বলে' তিনি তখনই অন্তর্হিত হলেন। পরে, ভগবান্ বাল্মীকি মানব-মণ্ডলীর মধ্যে শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ অনুষ্টুপছন্দোময় রামায়ণ-ইতিহাসের সেই প্রথম সৃষ্টি করলেন।

বন।—অহো ! সেই অবধিই জগতে পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব।

আত্রেয়ী।—মহর্ষি এখন রামায়ণ-রচনায় নিযুক্ত। সে জন্যও আমাদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়েছে।

বন।—হাঁ, তা হওয়া সম্ভব বটে।

আত্রেয়ী।—আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে, এখন অনুগ্রহ করে' অগস্ত্যাশ্রমে যাবার পথটা আমাকে বলে' দিন।

বন।—এখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করে' তার পর বরাবর এই গোদাবরীর তীর দিয়ে গমন করুন।

আত্রেয়ী।—(সাশ্রুলোচনে) হায়! এই কি সেই তপোবন?—এই কি সেই গোদাবরী নদী? এই কি সেই প্রস্রবণ পর্ব্বত?—আর, আপনিই কি সেই জনস্থানের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বাসন্তী?

বাসন্তী।—হাঁ ভগবতি!

আত্রেয়ী।—বৎসে জানকি!

এই সেই অতি প্রিয় তব বন্ধুগণ,
প্রসঙ্গে যাঁদের নাম করিনু এখন।
যদিও তোমারও এবে নামমাত্র-সার,
তবুও প্রত্যক্ষ যেন হেরি গো আবার॥

বাসন্তী।—(সভয়ে স্বগত)—নামমাত্র-সার বল্লেন কেন? (প্রকাশে) আর্য্যে! সীতার কি কিছু অমঙ্গল ঘটেছে?

আত্রেয়ী।—কেবল অমঙ্গল নয়—অপবাদও হয়েছে। (কাণে কাণে) এই···এই—

বাসন্তী।—ওহো হো! কি দারুণ দৈব-নিগ্রহ! (মূর্চ্ছা)

আত্রেয়ী—ভদ্রে! শান্ত হও! শান্ত হও!

বাসন্তী।—হা প্রিয়সখি! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এই জন্যই কি বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করেছিলেন? রামভদ্র! রামভদ্র!—আর তোমাকে বল্লে কি হবে? আর্য্যে আত্রেয়ি!

লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করে' যাবার পর, তাঁর কি দশা হল, সে সংবাদ কি কেউ জানে?

আত্রেয়ী।—কেউ জানে না—কেউ জানে না।

বাসন্তী।—হা! কি কষ্ট! যে কুলে অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেবের অধিষ্ঠান, সেই রঘুকুলে এরূপ ঘটনা কি প্রকারে হল? বৃদ্ধা রাজমহীষিরা জীবিত থাক্‌তেই বা এই সব কাণ্ড কিরূপে ঘট্‌ল?

আত্রেয়ী।—তখন গুরুজনেরা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ছিলেন। এখন মহর্ষি সেই দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞ সমাপন করে' সমুচিত অভ্যর্থনার পর তাঁদের বিদায় দিয়েছেন। বিদায়ের সময় অরুন্ধতী বল্লেন:—"আমি বধূহীনা হয়ে অযোধ্যায় আর ফিরে যাব না"—রামের মাতৃগণও তাঁর কথায় অনুমোদন করলেন। অবশেষে ভগবান বশিষ্ঠদেব বল্লেন, "এসো আমরা তবে বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে বাস করি।"

বাসন্তী।—রাজা রামচন্দ্র এখন কি করচেন?

আত্রেয়ী।—তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

বাসন্তী।—হা ধিক্! তবে বিবাহও করেছেন দেখ্‌ছি।

আত্রেয়ী।—শিব শিব! তা যেন না ঘটে!

বাসন্তী।—যজ্ঞে তবে সহধর্ম্মিণী কে হল?

আত্রেয়ী।—সীতার স্বর্ণ-প্রতিমা।

বাসন্তী।—কি আশ্চর্য্য!

বজ্র হতে সুকঠোর
পুষ্প হতে আরও সুকুমার
মহাত্মাজনের মন
আমাদের বুঝে ওঠা ভার॥

আত্রেয়ী।—তার পর, কুলপুরোহিত বামদেব, যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে মন্ত্রপূত করে' পৃথিবী পর্য্যটনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন ব্যক্তি তার গতিরোধ করে, এই জন্য শাস্ত্রানুসারে তার রক্ষক সকলও নিযুক্ত হয়েছে। আর, লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাদের অধ্যক্ষ হয়ে চতুরঙ্গিণী সেনা ও নানা প্রকার দিব্য অস্ত্র নিয়ে তাদের রক্ষার জন্য গেছেন।

বাসন্তী।—(সজল নেত্রে, স্নেহ ও কৌতুকের সহিত) কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র! ওমা কি হবে! আশ্চর্য্য, আমি এখনও বেঁচে আছি!

আত্রেয়ী।—ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ তাঁর মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে রেখে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করতে করতে রাজার শরণাপন্ন হলেন। তার পর, দয়াময় রাম "রাজার নিজ দোষ ভিন্ন প্রজার অকাল মৃত্যু হতে পারে না" এই কথা বলে' আপনার দোষের অনুসন্ধান করচেন, এমন সময়ে সহসা এই দৈববাণী হল :—

শম্বূক নামেতে শূদ্র
হেথা তপ করিছে গোপনে।
বধ্য সে, তাহারে বধি'
রাম তুমি বাঁচাও ব্রাহ্মণে॥

এই কথা শোন্‌বামাত্র মহারাজ রামচন্দ্র, শূদ্র মুনিকে বধ করবেন বলে' পুষ্পক রথে চড়ে খড়্গহস্তে সেই অবধি দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করে' বেড়াচ্চেন।

বাসন্তী।—শম্বূক নামে একজন ধূমপায়ী শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করেন বটে। তবে বোধ হয়, রামভদ্রের শুভাগমনে এই বন আবার অলঙ্কৃত হবে।

আত্রেয়ী।—ভদ্রে, এখন তবে বিদায় হই।

বাসন্তী।—আচ্ছা আসুন। কিন্তু এখন মধ্যাহ্নকাল—রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ। এই দেখুন ঃ—

পক্ষীর আবাস-তরু তীরে শত শত
কুক্কুট কপোত নীড়ে কূজিতেছে কত।
তরুকাণ্ডে কণ্ডূবশে করী গণ্ড ঘসে
নাড়া পেয়ে শ্লথবৃন্ত পুষ্পরাশি খসে।
মনে হয় যেন ওই তরু অগণনা
পুষ্প দিয়া নদীটিরে করিছে অর্চ্চনা।
ছায়াতলে অন্য পাখী আহারেতে রত
খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাটি কীট ধরে কত।
লুকাইলে কীট তরু-ত্বকের গভীরে
চঞ্চু দিয়া টানি' পুনঃ আনয়ে বাহিরে॥

ইতি বিষ্কম্ভক।

পুষ্পক-রথে উদ্যত-খড়্গ দয়াময়
রামভদ্রের প্রবেশ।

রাম।— ওরেরে দক্ষিণ বাহু! দ্বিজ-শিশু বাঁচাবার তরে
প্রহার কর্ না খড়্গ শূদ্রমুনি শম্বূকের পরে।
রামের কঠোর দেহে অবস্থিত তুই তো রে অঙ্গ
কেন এ বিলম্ব তবে, এই বেলা কার্য্য কর্ সাঙ্গ।
অক্লেশে পাঠালি বনে গর্ভবতী দুখিনী সীতায়
কোথা তোর দয়ামায়া—বল্ তোর করুণা কোথায়?

(কথঞ্চিৎ খড়্গ প্রহার করিয়া) এইবার রামের মতনই কার্য করলেম। কৈ ?—সেই ব্রাহ্মণ-শিশু কি পুনর্জীবিত হল ?

দিব্যপুরুষের প্রবেশ।

দিব্যপুরুষ।— দেবের জয়জয়কার হোক্ !

যম-হস্ত হতে তুমি করি' পরিত্রাণ
বাঁচাইলে পুন এই শিশুটির প্রাণ।
বধিয়া আমারে শাপ করিলে মোচন
পূর্ব্ব-দেহ তাই আমি করেছি ধারণ।
যমভয়নাশী তুমি, দণ্ডের বিধাতা,
শম্বূক, চরণে তব নত করে মাথা।
শিশুটির প্রাণ দিলে, ঋদ্ধি দিলে মোরে
মরিলেও সাধুহস্তে যায় পাপী তরে' ॥

রাম।—এখন তোমার কঠোর তপস্যার ফলভোগ কর।

যথা রাজে ভূমানন্দ যোগানন্দ পুণ্য-সমুত্থিত
সেই ধ্রুব তেজোময় ব্রহ্মলোকে হও অবস্থিত।

শম্বূক।—আপনার শ্রীচরণ প্রসাদেই আমার এই দিব্য-মহিমা লাভ হয়েছে, আমার তপস্যার গুণে নয়। তবে, তপস্যাতেও বোধ করি কতকটা উপকার হয়ে থাক্‌বে। কেন না

জগতের স্বামী তুমি, সবার শরণ্য
তব অন্বেষণে, দেব ! লোকে হয় ধন্য,
সেই তুমি অতিক্রমি' শতেক যোজন
আসিলে করিতে হেথা মম অন্বেষণ।

তপস্যার ফল যদি ইহা নাহি হবে
দণ্ডকে অযোধ্যা হতে আসা কি সম্ভবে?

রাম।—এই অরণ্যের নাম কি দণ্ডক? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ যে দেখ্‌ছি :—

কোথা-ও বা স্নিগ্ধ শ্যাম কোথা-ও বা রূক্ষ ভয়ঙ্কর
স্থানে স্থানে শৈল হতে ঝর ঝর ঝরিছে নির্ঝর।
অগণন তীর্থাশ্রম, গিরিনদী-কান্তার-সঙ্কুল
পরিচিত স্থান এই, দণ্ডক-অরণ্য, নাহি ভুল॥

শম্বূক।—হাঁ, এ দণ্ডকারণ্যই বটে। আপনি এখানে যখন বাস করেছিলেন তখন আপনি

বধিলা রাক্ষস "খর" "ত্রিশিরা" "দূষণ"
আরো রক্ষ শত শত ভীম-দরশন॥

সেই অবধি তপস্যার সিদ্ধি-ক্ষেত্র এই জনস্থান এরূপ হয়েছে যে আমার মত ভীরু ব্যক্তিরাও এখন এখানে অকুতোভয়ে বিচরণ করে।

রাম।—এ তবে শুধু দণ্ডকারণ্য নয়—এ স্থানটির বিশেষ নাম বুঝি "জনস্থান"?

শম্বূক।—আজ্ঞা হাঁ। প্রাণীমাত্রেরই লোমহর্ষণ, উন্মত্ত-প্রচণ্ড-শ্বাপদকুল-সঙ্কুল, গিরি-গহ্বর-সমন্বিত, এই যে বনগুলি দেখ্‌ছেন, এই গুলি জনস্থানের প্রান্তবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রদেশ—এই স্থান হতে অরণ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এই দেখুন—

নিঃশব্দ নিস্পন্দ হেথা,
হোথা হিংস্র পশুর গর্জ্জন।

ঘোর-শ্বাসী সুপ্তসর্প
শ্বাসে করে অগ্নি উদ্গীরণ।
ভূগর্ত্তে স্বলপ জল,
কৃকলাস তৃষিত পরাণ,
অজাগর-গাত্রস্রাবী
ঘর্ম্মবারি করে সদা পান॥

রাম।—দেখিতেছি জনস্থান—ভূতপূর্ব্ব খরের আলয়,
পূরব-বৃত্তান্ত সব মনে যেন প্রত্যক্ষ উদয়॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়া আমার, বনবাস বড়ই ভাল বাসতেন। তাঁরই এই সাধের অরণ্য। উঃ! এর চেয়ে ভয়ানক আর কি হতে পারে! (সাশ্রুলোচনে)

"মধুগন্ধ-পূর্ণ বনে নাথ সনে করিব বসতি"
এতেই আনন্দ তাঁর—অনুরাগ এত আমাপ্রতি।
কিছু নাহি করিলেও, সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন,
কি সামগ্রী সেই তার যে যাহার নিজ প্রিয়জন॥

শম্বূক।—তবে আর এই দুর্গম দক্ষিণারণ্যের কথায় কাজ নেই। এখন এই মদকল-ময়ুর-কণ্ঠ-সদৃশ কোমল-কান্তি সুনীল-পর্ব্বত-সমাকীর্ণ ঘনঘোর শ্যামলচ্ছায় তরুণ-তরু-মণ্ডিত, মৃগযূথ-সমন্বিত জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী এই গম্ভীর অরণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

বেতসে হরষে হেথা
বসে পক্ষী উড়িয়া উড়িয়া।
নাড়া পেয়ে ঝরে পুষ্প
চারিদিক্ গন্ধে আমোদিয়া।

বিমল শীতল স্বচ্ছ
জলাশয় আছে অধিষ্ঠিত।
শ্যামকুঞ্জে পক্ক জম্বু
টুপুটাপু হতেছে স্খলিত।
গিরিনদী-নির্ঝরিণী
নিনাদিয়া ঝর ঝর ঝরে
অরণ্যের মধ্যদিয়া
বহিতেছে মহাবেগভরে॥

আরও দেখুন ঃ—

গিরিগুহা অভ্যন্তরে
অবস্থিত ভল্লুক তরুণ
তাহাদের থুৎকারেতে
গরজন বাড়িছে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
শাখাগ্রন্থি পড়ি' আছে কত
ক্ষীর ঝরি' গন্ধ তার
বায়ু-ভরে চরে ইতস্তত॥

রাম।—(বাষ্প-স্তম্ভিত স্বরে) ভদ্র! তোমার পথ-সকল নির্ব্বিঘ্ন হোক্। আর তুমি, পুণ্য লোক হতে দেবযান লাভ করে' শীঘ্র তোমার গম্য স্থানে গমন কর।

শম্বুক।—দেব! আমি প্রথমে পুরাতন ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে', পরে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করব। (শম্বুকের প্রস্থান)

রাম।—এই সেই বন যেথা
বহু দিন করি বাস সীতাদেবী সনে,
বানপ্রস্থ গৃহী হয়ে
স্বধর্ম্ম পালিনু দোঁহে থাকিয়া বিজনে।
সংসারীজনের সুখ
সে রসও হেথায় মোরা করিনু সম্ভোগ,
এবে কিনা সীতা বিনা
সেই বনে আসিলাম করিয়া উদ্যোগ॥
এই বটে সেই বন যথা গিরি পরে
ময়ুর ময়ুরী সদা কেকারব করে।
এই সেই বনস্থলী যথা মৃগগণ
মদভরে মত্ত হয়ে করে বিচরণ।
এই সেই অরণ্যের চারু নদীকূল,
নীরন্ধ্র নিবীড় যেথা সুনীল নিচুল।
যেথা শোভে ধারে ধারে তটের উপর,
বেতস-লতিকা-কুঞ্জ অতি মনোহর।
মেঘমালা-সম দূরে
ওই সেই "প্রস্রবণ"-গিরি
ধৌত করি' পাদ যার
গোদাবরী বহে ধীরি ধীরি।
জটায়ু করিত বাস
অতি উচ্চ শিখর-উপরে
নীচেতে কুটীর বাঁধি'
ছিনু মোরা বহুকাল ধরে'॥

রম্য বন-ভূমি-মাঝে
শ্যামকান্তি তরুবর-কায়া,
গোদাবরী-স্বচ্ছ-জলে
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব-ছায়া।
নানা পক্ষী বৃক্ষে বসি'
করিতেছে মধুর কূজন,
তাহাদের কলনাদে
মুখরিত অরণ্য বিজন॥

এইখানেই সেই পঞ্চবটী যেখানে আমরা বহুকাল বাস করেছিলেম। এখানে আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিহার করতেম। এই চির-পরিচিত স্থানগুলি এখনও যেন তার স্বাক্ষী-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। আবার, প্রেয়সীর প্রিয়সখী বাসন্তীও এখানে আছেন। কিন্তু হায় হতভাগ্য রামের আজ কি শোচনীয় অবস্থা! এখন

বহুকাল পরে পুন
তীব্রতর পূর্ব্ব বিষরস
নব বেগে সঞ্চারিয়া
সর্ব্ব অঙ্গ করিছে অবশ।
তীক্ষ্ণধার শল্যখণ্ড
বিদ্ধ করি' এ মোর হৃদয়
সবেগে করিছে যেন
ছুটাছুটি সর্ব্ব দেহময়।
রুদ্ধ-মুখ মর্ম্ম-ব্রণ
আবার দেখা দ্যায়,

ঘনীভূত শোক মোরে
বিমোহিছে নূতনের প্রায়॥

যাহোক্, এখন সেই পূর্ব্ব-পরিচিত চির-সুহৃৎ স্থানগুলিকে ভাল করে' দেখে নি। (নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! ভূমি-সন্নিবেশের কিছুই স্থিরতা নাই! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

পূর্ব্বে যেথা ছিল স্রোত
সেথা শোভে নদী-তট আজি।
বিরল, নিবীড় এবে;
নিবিড়, বিরল তরুরাজি।
বহু দিন পরে হেরি'
অন্য বন বলি' ভ্রম হয়,
শৈলের সংস্থানে শুধু
দূর হয় মনের সংশয়॥

হায়! যাই-যাই মনে করেও, পঞ্চবটীর স্নেহের আকর্ষণে যেতে পারচিনে। (সকরুণভাবে)

যে স্থানে তব সনে
এক সঙ্গে করেছি যাপন,
গৃহে ফিরি' যার কথা
কহিতাম সদা সর্ব্বক্ষণ,
সেই পঞ্চবটী বনে
তোমা-ছাড়া পশিব কেমনে,
কেমনে বা ফিরে যাই
তাহারে না হেরিয়া নয়নে॥

শম্বূকের পুনঃ প্রবেশ।

শম্বূক।—দেবের জয় হোক্। দেব! ভগবান অগস্ত্য আমার প্রমুখাৎ আপনার এস্থানে আগমন হয়েছে শুনে, এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন যে, "স্নেহময়ী লোপামুদ্রা আপনার রথাবতরণ-কালোচিত মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে' আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করচেন। আর, অগস্ত্য-আশ্রমবাসী অপরাপর মুনি-ঋষিরাও আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্য সেই-খানে উপস্থিত। অতএব, প্রথমে এই স্থানে এসে, তাঁদের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর, দ্রুতগামী পুষ্পকরথ আরোহণ করে' যেন অযোধ্যায় গিয়ে অশ্বমেধের আয়োজন করা হয়।"

রাম।—ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য!

শম্বূক।—আচ্ছা তবে, রথের মুখ এই দিকে ফিরিয়ে দিন।

রাম।—ভগবতি পঞ্চবটি! গুরুজনের আজ্ঞা-পালন-অনুরোধে আমি যে আপনার সমুচিত সমাদর না করেই চলে যাচ্ছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

শম্বূক।—দেব! দেখুন দেখুন, ঐ "ক্রৌঞ্চাবত"-পর্ব্বত!

যথা পেচকের ডাকে
কাকগণ তরাসে নীরব,
কীচক-বংশের মাঝে
লুকাইয়া রহিয়াছে সব।
যেথায় ময়ূরগণ
উড়ি-উড়ি কেকারব করে,

পুরাতন বট-স্কন্ধে

অহিকুল সভয়ে বিচরে ॥

আর ঐ দেখুন :—

যে গিরির সুগভীর গহ্বরকুহরে

গোদাবরী প্রবাহিত কলকলস্বরে,

মেঘে অলঙ্কৃত যার সুনীল শিখর,

দক্ষিণ নামেতে খ্যাত সেই গিরিবর।

আবার দেখুন :—

পরস্পর প্রতিঘাতে

উত্তাল-তরঙ্গ-কোলাহল

নদীর সঙ্গম ওই

পুণ্য যার সুগভীর জল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

(বিষ্কম্ভক)

প্রথম দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্য।

তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের প্রবেশ।

তমসা।—সখি, তোমায় এমন ব্যস্তসমস্ত বোধ হচ্চে কেন?

মুরলা।—ভগবতি তমসে! অগস্ত্যের পত্নী ভগবতী লোপামুদ্রা আমাকে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন—"তুমি গিয়ে নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে এই কথা বল্‌বে, সীতাকে পরিত্যাগ করে অবধি

অন্তর্গূঢ় ঘনীভূত রামের সন্তাপ;
অটল গম্ভীর্য্য-হেতু না ফুটে বিলাপ॥
অগ্নি-তাপে রুদ্ধ-পাত্রে রস-পাক যথা,
অন্তরেই জাগে তাঁর অন্তরের ব্যথা॥

সেই জন্য প্রিয়জনের এই কষ্ট ও অনিষ্টপাত দেখে তাঁর শোক-সন্তাপ এতদূর বেড়ে উঠেছে যে তিনি এখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। আজ রামভদ্রকে দেখে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌ল। এখন তিনি পঞ্চবটীতে আস্‌চেন। এখানে এসে সীতার সঙ্গে যেখানে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করতেন, সেই সকল স্থানগুলি যখন নিয়ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে থাক্‌বেন, তখন স্বভাবত ধীরগম্ভীর হলেও গভীর শোক-ক্ষোভের আবেগে, তাঁর পদে পদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌বার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। তাই বল্‌চি, ভগবতি গোদাবরি, তোমাকে একটু সতর্ক হয়ে থাক্‌তে হবে। যখনি তাঁর মোহ উপস্থিত হবে

তথনি শীকরবাহী সুশীতল পদ্মগন্ধী মৃদু সমীরণ
প্রেরণ করিয়া তুমি সযতনে মোহ তাঁর করিবে ভঞ্জন" ॥

তমসা।—এরূপ সময়ে পরিচর্য্যা করা স্নেহেরই কার্য্য বটে। কিন্তু আজ রামভদ্রের জীবন রক্ষার মূল-উপায় যে নিকটেই উপস্থিত।

মুরলা।—কি রূপ উপায় ?

তমসা।—শোনো। পূর্ব্বে, লক্ষ্ণ সীতাকে বাল্মীকির তপোবনের কাছে পরিত্যাগ করে' গেলে, তাঁর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি দুঃখ-যন্ত্রণার আবেগে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, ঝাঁপ দেবামাত্র তিনি সেইখানেই দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে ভগবতী পৃথিবী একটিকে ও ভাগীরথী অপরটিকে গ্রহণ করে' রসাতলে নিয়ে যান। তার পর, তারা স্তনদুগ্ধ ত্যাগ করলে গঙ্গা-দেবী স্বয়ং সেই দুটি বালককে মহর্ষি বাল্মীকির কাছে রেখে আসেন।

মুরলা।—(সবিস্ময়ে)

এইরূপ দেবতারা যাহাদের পরম সহায়,
তাহাদেরি ঘটে হেন অলৌকিক দশা-বিপর্য্যায় ॥

তমসা।—এখন ভগবতী ভাগীরথী, সরযূ-নদীর মুখে শম্বুক-বধের কথা শুনে', জনস্থানে রামের আস্‌বার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন। তাই, লোপামুদ্রা মনে মনে যে আশঙ্কা করে-ছিলেন, তিনিও স্নেহবশত সেই আশঙ্কা করে', গৃহকর্ম্মচ্ছলে সীতাকে সঙ্গে করে' গোদাবরীকে এখানে দেখ্‌তে এসেছেন।

মুরলা।—ভগবতী সেটি ভাল বিবেচনাই করেছেন। কেননা, রাম-ভদ্র যখন রাজধানীতে থাকেন, তখন জগতের মঙ্গলজনক অনেক বিষয় তাঁকে ভাব্‌তে হয়, সুতরাং নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায়

মনের ততটা উদ্বেগ থাকে না। কিন্তু এখন তিনি শুধু শোককে সঙ্গের সাথী করে' পঞ্চবটীতে এসেছেন, সুতরাং এখন মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা। আচ্ছা, কিন্তু রামভদ্রকে সীতা কিরূপে সান্ত্বনা করবেন ?

তমসা।—দেবী ভাগীরথী এই কথা সীতাকে বলেছিলেন যে "শোনো বাছা, আজ লবকুশের দ্বাদশবার্ষিকী জন্মতিথি উপস্থিত, তাই তাদের হাতের বন্ধন-সূত্রে সংখ্যামঙ্গল-গ্রন্থি বাঁধ্‌তে হবে। সেই জন্য, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করে', তোমার শ্বশুর কুলের যিনি আদি-পুরুষ, সমস্ত মনু-বংশের স্রষ্টা, সেই পাপঘ্ন সূর্য্যদেবকে, তোমার আজ পূজা করতে হবে। মর্ত্ত্য মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের প্রভাবে, বনদেবতারাও তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন না।"

আর আমাকেও এই আজ্ঞা করেছেন "তমসে! বাছা জানকী তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তুমিই তাঁর সহচরী হয়ে থেকো।" আমি এখন তবে ভগবতীর সেই আদেশ-অনুসারে কাজ করিগে।

মুরলা।—আমিও ভগবতী লোপামুদ্রাকে এই কথা বলিগে। আর, রামভদ্রও বোধ হয় এতক্ষণে এসেছেন।

তমসা।—এই যে! জানকী গোদাবরী-হ্রদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আস্‌চেন দেখ্‌ছি।

পাণ্ডুবর্ণ মুখকান্তি, বিশীর্ণ কপোল,
মুখটি সুন্দর তবু, কবরী বিলোল,
করুণার মূর্ত্তিখানি, শোক-ম্লান অতি,
সাক্ষাৎ বিরহ-ব্যথা যেন মূর্ত্তিমতী।

মুরলা।—এই যে তিনি। আহা! (উভয়ের পরিক্রমণ ও প্রস্থান)

শরতের তাপে যথা কেতকীর গরভ-গত দল,
চারু-বৃন্ত-ছিন্ন যথা অভিনব পল্লব কোমল,
হৃদয়-কুসুম-শোষী শোকানল দহি' দীর্ঘ দিন,
করিয়াছে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ দেহ অতীব মলিন ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

নেপথ্যে।

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(সকরুণ ঔৎসুক্যের সহিত পুষ্পচয়ন-ব্যগ্রা
সীতার প্রবেশ।)

সীতা।—হাঁ বুঝ্‌তে পেরেছি। এ নিশ্চয়ই প্রিয়সখী বাসন্তীর কথা।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষ হতে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত,
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

সীতা।—কি হয়েছে তার? কি হয়েছে তার?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

বধূর সহিত জলে করিছে বিহার,
নানা রঙ্গে এক সঙ্গে দিতেছে সাঁতার,

হেন কালে অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্প-ভরে করে পরাজয়॥

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কতিপয় পাদ গমন করিয়া) নাথ আমার বাছাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! (স্মরণ করিয়া সখেদে) হা ধিক্! পঞ্চবটী-দর্শনে সেই পূর্ব্বপরিচিত কথাগুলি আবার এ হতভাগিনীর মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। হা নাথ!

(মূর্চ্ছা)

তমসার প্রবেশ।

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও, শান্ত হও।

নেপথ্যে।

বিমান-রাজ! এই খানেই থামো।

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া লজ্জাভয়ে ও উল্লাসে) একি! জল-ভরা জলদের মোতো ঘোর গম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ কোথা থেকে আস্চে? কথাগুলি কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে' আমার ন্যায় হত-ভাগিনীর মনও যে সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

তমসা।—(সস্নেহে ও সাশ্রুলোচনে)

মেঘের গর্জ্জনে যথা সচকিতা ময়ূরী উৎসুক,
কাহার অস্ফুট-স্বরে তুমি বৎসে হলে এইরূপ?

সীতা।—ভগবতি কি বল্‌চেন?—অস্ফুট?—কিন্তু আমি শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি, এ আর্য্যপুত্রের স্বর।

তমসা।—আশ্চর্য্য নয়। শুনলেম, তপোরত শূদ্রককে দণ্ড দেবার জন্যই ইক্ষাকুরাজ নাকি এখানে এসেছেন।

সীতা।—সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মের ত্রুটি নাই।

নেপথ্যে।

কি তরু, কি মৃগ, যেথা সকলেই বান্ধব আমার,
যেই স্থানে প্রিয়া-সনে কত দিন করেছি বিহার,
এই সেই পরিচিত পুরাতন চারু গিরিতট,
নির্ঝর কন্দরে পূর্ণ গোদাবরী-নদী-সন্নিকট।

সীতা।—(দেখিয়া) এ কি! আমার প্রাণনাথ যে! একি হয়েছে! শরীরে যে আর কিছুই নাই। আহা! মুখটি যেন প্রাতঃকালের চন্দ্রের মত ক্ষীণ, পাণ্ডুবর্ণ; আর যেন চেনা যায় না। কেবল গম্ভীর স্বরে ও দেহের তেজেই যা চিন্‌তে পারা যাচ্চে। আমাকে ধর। (তমসাকে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতা)

তমসা।—(ধারণ করিয়া) বৎসে! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

নেপথ্যে।

এই পঞ্চবটী দর্শনে—
অন্তর্লীন দুঃখানল মহাতেজে হবে প্রজ্জ্বলিত
তাই মোরে মোহ-ধূম পূর্ব্ব হতে করিছে আবৃত।

হা প্রিয়ে জানকি!

তমসা।—(স্বগত) গুরুজনেরা তখনই এই আশঙ্কা করেছিলেন।

সীতা।—(আশ্বস্তা হইয়া) আহা! কেন এরূপ হল?

নেপথ্যে।

হা দেবি! দণ্ডকারণ্যের প্রিয় সহচরি! বিদেহ-রাজপুত্রি! (মূর্চ্ছা)

সীতা।—হা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রাণনাথ এই হত-ভাগিনীর নাম করেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! নব প্রস্ফুটিত নীল-পদ্মের মত চক্ষুদুটি একেবারে মুদিত হয়ে গেছে। আহা! কিরূপ হতাশ ও অসহায় ভাবে ভূতলে পড়ে' আছেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও। (পদতলে পতন)

তমসা।—তুমি-ই বাঁচাও ভদ্রে রামেরে এখন,
প্রিয়-স্পর্শ তব কর্‌ই, ধ্রুব সঞ্জীবন॥

সীতা।—যা হবার তা হবে, ভগবতি যা বল্‌চেন আমি এখন তাই করি। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্যের অন্য অংশ।

সজল-নয়না সীতার করস্পর্শে মূর্চ্ছিত রামভদ্রের
চেতনা।

সীতা।—(সহর্ষে স্বগত) এখন বোধ হচ্চে নাথের প্রাণ আবার দেহে ফিরে এসেছে।

রাম।—কি আশ্চর্য্য—একি!

দেবতরু-পত্র-রস পড়ে কি ঝরিয়া দেহ পরে?
সেচন করে কি কেহ নিঙ্গাড়িয়া স্নিগ্ধ ইন্দুকরে?
তাপিত জীবনতরু মোর এই, করি' প্রশমন
কে হৃদে ঢালিল বারি—এ ঔষধি মৃত সঞ্জীবন?
এ যে চির-পরিচিত পরশ তাহার
সঞ্জীবন সম্মোহন উভয়ি আমার।

সন্তাপের মূর্চ্ছা ভাঙ্গি' ও-কর-পরশে
বিহ্বল করে যে মোরে আবার হরষে॥

সীতা।—(ভয় ও কারুণ্য বশতঃ কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) আমার ভাগ্যে এখন এই টুকুই যথেষ্ট।

রাম।—(উপবেশন করিয়া) স্নেহময়ী সীতাদেবী কি অনুগ্রহ করে আমাকে আশ্বস্ত করতে এসেছেন?

সীতা।—হায়! আমার ভাগ্যে এমন কি হবে, উনি আমার অন্বেষণ করবেন?

রাম।—যাই হোক্—একবার অন্বেষণ করে' দেখি।

সীতা।—ভগবতি তমসে! এসো আমরা এখান থেকে সরে' যাই। আমাকে দেখ্‌তে পেলে, ওঁর বিনা অনুমতিতে এসেছি বলে' আমার উপর, আমার মহারাজ রাগ করতে পারেন।

তমসা।—অয়ি বৎসে, ভাগীরথীর বর-প্রভাবে তুমি এখন বনদেবতা-দের নিকটেও অদৃশ্য।

সীতা।—হাঁ, তাও তো বটে।

রাম।—প্রিয়ে জানকি!

সীতা।—(অভিমান-গদ্‌গদ বাক্যে) এত কাণ্ডের পর, তোমার ওরূপ প্রিয় সম্ভাষণ আর সাজে না। কিন্তু আমি কি এমনি বজ্রময়ী পাষাণী যে, যিনি জন্মান্তরেও দুর্লভদর্শন, আমার সেই প্রাণনাথ স্নেহভরে আমার উদ্দেশে এইরূপ ক্রন্দন করচেন—আর, আমি কি না, তাঁর উপর রাগ করে থাক্‌ব! আমি ওঁর হৃদয় বিলক্ষণ জানি। উনি আমারই।

রাম।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া নৈরাশ্যের সহিত) হা! কৈ, এখানে তো কেহই নাই।

সীতা। ভগবতি তমসে! উনি আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেছিলেন, তবু ওঁকে দেখে কেন যে আমার মনের অবস্থা এরূপ হল তা বল্‌তে পারিনে।

তমসা।—জানি বাছা জানি

মিলন আশার আশে হইয়া নিরাশ
হয়েছিল তব মন নিতান্ত উদাস।
অকারণে ত্যাগ উনি করিলে তোমায়,
অভিমানে ছিলে তুমি সেই ঘটনায়;
সহসা হইল হেথা আবার মিলন,
স্তম্ভিত তুমি গো তাই হয়েছ এখন।
দেখিয়া আবার প্রাণনাথের সৌজন্য,
তোমার মনটি এবে হয়েছে প্রসন্ন।
অনুরাগ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার,
গলিয়া গিয়াছে প্রেমে হৃদয় তোমার॥

রাম।—দেবি

স্নেহার্দ্র-পরশ তব সুশীতল অতি
(প্রণয়ের যেন আহা সাক্ষাৎ মূরতি)
করিতেছে আর্দ্র মোর তপ্ত তনুখানি,
কিন্তু তুমি কোথা অয়ি আনন্দদায়িনি!

সীতা।—এই যে, আমি নাথের কথা শুন্‌তে পাচ্চি। আহা! স্নেহপূর্ণ বিলাপ-কথাগুলি থেকে যেন আনন্দ বর্ষণ হচ্চে। যদিও আমাকে পরিত্যাগ করে' উনি আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছিলেন, তবু আমার মনে হচ্চে যেন ওঁকে পেয়েই আমার জন্ম সার্থক।

রাম।—কিন্তু প্রিয়তমা কোথায়? বোধ হয় তাঁকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাতেই আমার এই ভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

নেপথ্যে।

কি সর্ব্বনাশ! কি! সর্ব্বনাশ!

শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষ হ'তে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

রাম।—(ঔৎসুক্যের সহিত সদয় ভাবে) সে শাবকটির কি হয়েছে?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

দেখ দেখ অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্পভরে করে পরাজয়॥

সীতা।—হায় হায়! এখন আমি কার কাছে গিয়ে এই অত্যাচারের কথা জানাই?

রাম।—কৈ? কোথায় সে দুরাত্মা যে বধূসহচর-শাবকটিকে পরাজয় করেছে? (উত্থান)

ভয়ব্যস্ত বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী।—কে, দেব রঘুপতি?

সীতা।—কে, আমার প্রিয়সখি বাসন্তী?

বাসন্তী।—জয় হোক্ দেব!

রাম।—(দেখিয়া) দেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী কি?

বাসন্তী।—দেব! শীঘ্র যান, শীঘ্র যান। এইখান থেকে গিয়ে ঐ

জটায়ুপর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে যে সীতা-তীর্থ আছে সেই তীর্থ দিয়ে, গোদাবরীতে নেমে, দেবীর পুত্রটিকে রক্ষা করুন।

সীতা।—হা তাত জটায়ো! আজ তোমা বিহনে জনস্থান যেন একেবারে শূন্য বোধ হচ্চে।

রাম।—ওহোহো! কথাগুলি কি মর্ম্মভেদী!

বাসন্তী।—এই দিকে দেব, এই দিকে।

সীতা।—ভগবতি, সত্য সত্যই কি বনদেবতারা আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

তমসা।—বাছা! মন্দাকিনী দেবীর প্রভাব সকল-দেবতা অপেক্ষাই অধিক। তবে আর ভয় করচ কেন?

সীতা।—তবে আসুন, ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যাই। (পরিক্রমণ)

তৃতীয় দৃশ্য।—গোদাবরী নদী।

রাম।—(পরিক্রমণ করিয়া) ভগবতি গোদাবরি নমস্কার!

বাসন্তী।—(দেখিয়া) দেব! দেখুন দেখুন, ঐ সেই সীতার পালিত পুত্রটি শত্রুকে পরাজয় করে' আপনার করিণীর সঙ্গে এইদিকে আস্‌চে—এখন ওকে অভিনন্দন করুন।

রাম।—বৎস! বিজয়ী হও।

সীতা।—অ্যাঁ!—বাছা আমার এতবড়টি হয়েছে?

রাম।—দেবি, সে তোমার সৌভাগ্য!

বিস-কিসলয় সম
নবোদ্গত সুচিকণ স্নিগ্ধ দন্ত দিয়া
কর্ণ-ভূষা হতে তব
নবলীর পত্র যে গো নিত আকর্ষিয়া,

সেই তব পুত্র এবে
যূথপতি মদমত্ত বারণ-বিজেতা।
যৌবনে কল্যাণ যাহা,
এ বয়সে অনায়াসে লভিয়াছে সে তা' ॥

সীতা।—এখন করিণীর সহিত বাছার যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয়।

রাম।—সখি বাসন্তি! দেখ দেখ, বৎসটি আবার, নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জনেও কেমন সুপটু হয়েছে।

লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া মৃণালের বৃন্তগুলি
চিবায়ে গ্রাসাংশ তার প্রিয়া-মুখে দেয় তুলি।
পদ্ম-সুবাসিত জল, তাহার গণ্ডূষ করি'
শুণ্ডে ফুৎকারিয়া দেয় প্রেয়সীর গাত্রোপরি।
পরে লয়ে স্নেহভরে সনাল পদ্মের পাতা
করিণীর শির-পরে ধরে আতপত্র-ছাতা ॥

সীতা।—ভগবতি তমসে! এটিকে তো এই রকম দেখছি, এখন লব-কুশ না জানি এত দিনে কি রকম হয়েছে।

তমসা।—সে দুটিও এই রকম হয়েছে।

সীতা।—আমি এমনি হতভাগিনী যে, শুধু স্বামী-বিরহ নয়, পুত্র-বিরহও আমাকে এখন নিরন্তর সহ্য করতে হচ্চে।

তমসা।—কি করবে বল—তোমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে।

সীতা।—আহা, তাদের সেই মুক্তাফলের মত কেমন কচি-কচি সাদা দাঁতগুলি, কেমন উজ্জ্বল গালদুটি, কেমন হাসি-হাসি মুখ-খানি, কেমন মিষ্টি মিষ্টি আধ-আধ কথা, কানের পাশে কেমন সুন্দর চুলের জুল্‌ফি; আহা! এমন দুটি ছেলের মুখপদ্ম উনিই যখন চুম্বন করতে পেলেন না, তখন আমার প্রসব করাই বৃথা হল।

তমসা।—দেখো, দেবতাদের প্রসাদে তোমার ও মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

সীতা।—দেখ, ভগবতি তমসে! লবকুশকে স্মরণ করে' আমার উচ্ছ্বসিত স্তন থেকে দুগ্ধ নিঃসৃত হচ্ছে; আর, ওদের পিতা নিকটে থাকায় আমার মনে হচ্ছে যেন ক্ষণকালের জন্য আমি আবার সংসারী হয়েছি।

তমসা।—তাতো মনে হতেই পারে। সন্তান যে, পিতামাতার প্রণয়ের চরম-সীমা—পরস্পরের চিত্তের পরম-বন্ধন।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের হৃদয়ের
মর্মগত স্নেহের বন্ধনে
অপত্য-আনন্দ-গ্রন্থি বদ্ধ যেন
দম্পতীর মধুর মিলনে॥

বাসন্তী।—রাজন্! এ দিকে আবার দেখুন:—

নবোদ্গত সুচঞ্চল
চারু পুচ্ছ আহা কিবা প্রসারিত করি'
আনন্দে উন্মত্ত শিখী
প্রিয়া-সনে নৃত্যকরে কদম্ব-উপরি।
তাণ্ডব-উৎসব অন্তে
তারস্বরে ডাকে বসি' কদম্ব শাখায়;
ঊর্দ্ধশিখ মণিময়
মুকুট শোভিছে যেন তরুর মাথায়॥

সীতা।—(সাশ্রু লোচনে সকৌতুকে) এই যে আমার সেই ময়ূরটি।

রাম।—আমোদ আহ্লাদ কর বৎস, চিরকাল আমোদ আহ্লাদ কর।

সীতা।—আহা! তাই হোক্।

রাম। —কর পল্লবের তালে

নাচাতেন প্রিয়া তোকে আদরে যতনে,

চতুর ভ্রুভঙ্গ-সঙ্গে

ঘুরিত সে নেত্র কিবা নৃত্য-বিবর্ত্তনে।

প্রিয়ার ছিলিরে তুই

সন্তানের মত, অতি যতনের ধন;

তাই তো আমিও তোরে

পুত্র বলি' স্নেহভরে করেছি স্মরণ।

আশ্চর্য্য! পশু পক্ষী প্রভৃতি নীচজাতীর প্রাণীরাও তাদের আত্মীয় কে তা' অনায়াসে বুঝ্‌তে পারে। ঐ কদম্বের বৃক্ষটিকে প্রিয়-তমা নিজহস্তে বর্দ্ধিত করেছিলেন—এখন ওতে দুই চারটি ফুলও ধরেছে।

সীতা।—(দেখিয়া সাশ্রুলোচনে) উনি তো ঠিক্ চিনেছেন।

রাম।—

গিরি-শিখীটিও এই,

দেবীর বর্দ্ধিত বলি' আত্মীয় ভাবিয়া,

তরুটির কাছে কাছে

সর্ব্বদাই থাকে যেন আনন্দে মাতিয়া।

বাসন্তী।—রাজন্! এইখানে ক্ষণকাল উপবেশন কর।

এই সেই স্থান দেখ—চারিদিকে কদলীর বন,

কান্তাসনে শিলাতলে যেথা তুমি করিতে শয়ন;

মৃগগণে সীতাদেবী খাওয়াতেন বসিয়া হেথায়,
তৃণলোভে তাই তারা এই ঠাঁই ছাড়িতে না চায়।

রাম।—উঃ! এ সকল যে আমি আর দেখ্‌তে পার্‌চিনে।
(রোদন করিতে করিতে অন্যত্র উপবেশন।)

সীতা।—সখি বাসন্তি! এই সমস্ত আমাদের কেন দেখালে? হায়! হায়! সেই উনি, সেই পঞ্চবটী বন, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, এখানে তখন আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়াতেম; তারই সাক্ষীস্বরূপ গোদাবরী-তীরের এই বনস্থলী, সন্তানতুল্য এই সব মৃগপক্ষী তরুলতা এখনও রয়েছে। কিন্তু আমি হতভাগিনী যদিও এই সমস্ত স্বচক্ষে দেখ্‌চি, তবু যেন আমার পক্ষে কিছুই নেই বলে মনে হচ্চে। হায়! সংসারের এইরূপই পরিবর্ত্তন বটে।

বাসন্তী।—সখি সীতে, রামচন্দ্রের কি অবস্থা হয়েছে, তুমি কি তা' দেখ্‌ছ না?

কুবলয়দল-স্নিগ্ধ রামের সে অঙ্গের বরণ
যখনি করিতে ইচ্ছা দেখিতে তা' ভরিয়া নয়ন;
তবু প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে সৌন্দর্য্য ফুটিত নব নব,
অবিরত হত তব নয়নের আনন্দ-উৎসব।
সেই তনু শোকে এবে পাণ্ডুক্ষীণ, বিকল-ইন্দ্রিয়,
কথঞ্চিৎ চেনা যায়,—শুধু মাত্র ভাবে অনুমেয়।
কিন্তু গো যদিও শোকে করেছে সে লাবণ্য হরণ,
তথাপি এখনও উনি আহা কিবা প্রিয়দরশন।

সীতা।—তাই তো দেখ্‌ছি সখি, তাই তো দেখ্‌ছি।

তমসা।—আহা, তোমার প্রাণনাথকে জন্ম জন্ম দেখ।

সীতা।—হা বিধাত! তিনি আমাকে ছেড়ে থাকবেন, আমি তাঁকে ছেড়ে থাকব, এ কে সম্ভব বলে পূর্ব্বে মনে করতে পারতো?—এখন যে ওঁকে দেখ্‌ছি, এ যেন আমার জন্মান্তরের দর্শন লাভ। চোখের জল একটু থেমেচে, এই অবকাশে প্রাণনাথকে একবার ভাল করে দেখেনি। (সতৃষ্ণভাবে দর্শন)

তমসা।—(সাশ্রুলোচনে ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া)

দর্শন-তৃষায়, তব নেত্র দুটি দীর্ঘ-বিস্ফারিত,
শোকে আনন্দেতে আহা দরদর অশ্রু বিগলিত।
ধবল অঞ্জন-বিনা—স্নেহময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
দুগ্ধনদী-জলে যেন করাইছ স্নান প্রাণনাথে।

বাসন্তী।—দাও সবে তরুগণ
সুমধুর ফল-পুষ্পে অর্ঘ্য-উপহার।
যাও বহি' বন-বায়ু
প্রস্ফুটিত কমলের লয়ে' গন্ধভার।
আনন্দে উৎকণ্ঠ হয়ে
পক্ষিগণ হেথা গান গাও অবিরাম।
আবার এ বনমাঝে
দেখ দেখ এসেছেন রঘুপতি রাম॥

রাম।—এস সখি বাসন্তি এইখানে উপবেশন কর।

বাসন্তী।—(উপবেশন করিয়া সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(না শুনিয়া)

নিজ হস্তে পালিতেন যাদের জানকী
সেই তরু মৃগ পক্ষী যখনি নিরখি,
এমনি বিকার মনে হয় গো উদয়,
পাষাণ ভেদিয়া যেন গলে এ হৃদয় ॥

বাসন্তী।—মহারাজ। বলি কি, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(স্বগত) মহারাজ বলে' সম্বোধন করায় আমার প্রতি ওঁর প্রণয়ের অভাব প্রকাশ পাচ্চে। আবার, লক্ষ্মণের নাম করবা-মাত্রই অশ্রুজলে সহসা ওঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—এতে বোধ হচ্চে, উনি সীতার বৃত্তান্তও সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ, তিনি ভাল আছেন! (রোদন)

বাসন্তী।—দেব, এত কঠিন হ'লে কি করে'?

সীতা।—সখি বাসন্তি? কেন তুমি ওঁকে এরূপ কথা বল্‌চ? উনি সকলেরই প্রিয়-সম্ভাষণের যোগ্য। বিশেষতঃ আমার প্রিয়-সখী বাসন্তীর পক্ষে তো বটেই।

বাসন্তী।—

তুমিই জীবন মম, তুমি মম হৃদয় দ্বিতীয়,
নয়ন-জোছনা রাশি, তুমি মম অঙ্গের অমিয়—
এইরূপ প্রিয় বাক্যে তুষিতেন সরলা সীতায়
না না থাক্—কাজ নাই—কাজ নাই সে সব কথায় ॥

(মূর্চ্ছা)

রাম।—ঠিক্ সময়েই ওঁর বাক্‌রোধ হয়ে মূর্চ্ছা হয়েছে। সখি ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্য ধর!

বাসন্তী।—(আশ্বস্তা হইয়া) দেব! তুমি কেমন করে' এ অকার্য্য করলে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

রাম।—লোকে বোঝে না, কি কর্‌ব।

বাসন্তী।—কেন, না বোঝ্‌বার হেতু কি?

রাম।—সে তারাই জানে।

তমসা।—তবে এর জন্য তাদের ভর্ৎসনা করাই উচিত।

বাসন্তী।—নিষ্ঠুর

যশ্‌ই শুধু একমাত্র প্রিয় তব দেখিতেছি এবে,
কিন্তু এ যে ঘোরতর অপযশ দেখনি কি ভেবে?
সীতার কি হল দশা থাকি' ঘোর সুভীষণ বনে
সে বিষয় কিছু মাত্র ভেবেছ কি আপনার মনে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! তুমি দেখছি দারুণ কঠোর। একে তো উনি এমনি আপনার জ্বালায় জ্বল্‌চেন, তার উপর তুমি আবার কেন ওঁকে বাক্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ কচ্চ।

তমসা।—এই কথায় প্রণয় ও শোক উভয়ই প্রকাশ পাচ্চে।

রাম।—সখি! জানকীর কি দশা হল, সে বিষয়ে ভাব্‌বার আর কি আছে?

শিশু-কুরঙ্গিনী সম যার সেই চঞ্চল নয়ন,
বিকম্পিত গর্ভভারে যে মন্থর-অলস-গমন,
তার সেই জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতা মৃণাল-গঞ্জন
নিশ্চয়ই শ্বাপদ-কুল বন-মাঝে করেছে ভক্ষণ।

সীতা।—না প্রাণনাথ! এই যে আমি বেঁচে আছি।

রাম।—হা প্রিয়ে জানকি! তুমি কোথায়?

সীতা।—হায় হায়!—উনি যে মুক্ত কণ্ঠে কাঁদ্‌চেন।

তমসা।—বৎসে! এখন দুঃখ প্রকাশ করেই দুঃখ নির্ব্বাণ করা উচিত। কেন না

জল-বৃদ্ধি-উপদ্রবে উথলিলে জলাশয়-স্থান,
প্রবাহের পথ খোলা একমাত্র উচিত বিধান।
সেইরূপ শোক-ক্ষোভে উথলিয়া উঠিলে হৃদয়,
বিলাপ-ক্রন্দনে তার উপশম জানিবে নিশ্চয়॥

বিশেষত রাজা রামচন্দ্রকে রাজ্যের বিবিধ প্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়।

সমস্ত সাম্রাজ্য ইনি
মনোযোগে বিধিমতে করেন পালন।
উত্তাপে কুসুম যথা,
শুখাইছে প্রিয়া-শোকে ইহার জীবন।
আপনি প্রিয়ারে ত্যজি',
কেবল ক্রন্দনে শোক যাইবে কেমনে?
তবে লাভ এই মাত্র
প্রাণ বেঁচে আছে আজও বিলাপ ক্রন্দনে॥

রাম।—কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দলিত হৃদয় শোকে,
দ্বিধা তবু কাটিয়া না যায়।
মোহে বিকলিত দেহ,
জ্ঞান তবু নাহি গো হারায়।

অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভষ্মসাৎ।
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু না হয় নিপাত॥

সীতা।—হাঁ তাইতো দেখ্‌ছি।

রাম।—পৌরজন ও জনপদবাসি, তোমরা সবাই শ্রবণ কর:—

জানকীর গৃহবাস
তোমাদের সকলের নহে অভিমত
তাই তারে বিনা শোকে
ত্যজিলাম শূন্য বনে তৃণটির মত।
কিন্তু চির-পরিচিত
এই সব দৃশ্য হেরি', নিরাশ্রয় অতি
ভ্রমিতেছি কাঁদি কাঁদি',
তোমরা প্রসন্ন এবে হও আমা প্রতি।

তমসা।—উঃ! দেখ্‌ছি এঁর শোক-সাগরের আবর্ত্তগুলি বড়ই গভীর।

বাসন্তী।—যা হবার তা হয়েছে, এখন দেব ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রাম।—সখি ধৈর্য্যের কথা আর কেন বল্‌চ?

দ্বাদশ বৎসর-কাল আমি আছি দেবী-বিরহিত,
সীতানাম লুপ্তপ্রায়, তবু রাম নহে কি জীবিত?

সীতা।—উঃ! ওঁর এই কথাগুলি শুনে আমার মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হয়ে আস্‌চে।

তমসা।—হাঁ বৎসে তাই বটে।

নিতান্ত নহে গো প্রিয়
স্নেহ-মাখা শোকের ও দারুণ বচন,
তাই তব কর্ণ-মাঝে
বিষময় মধুধারা হতেছে পতন।

রাম।—সখি বাসন্তি!

হৃদয়ে নিহিত যথা
বক্র-মুখ প্রজ্জ্বলন্ত অঙ্গার-শলাকা
কিম্বা হিংস্র জন্তুদের
দন্তের দংশন যথা তীব্র বিষে মাথা,
সেই রূপ শোক-শেল
হৃদে মোর মর্ম্মগ্রন্থি করিছে ছেদন
বিষম যাতনা তার
আমি কি গো সহিছি না সদা-সর্ব্বক্ষণ?

সীতা।—উনি এ হতভাগিনীর জন্য আবার কেন ক্লেশ পাচ্চেন?

রাম।—আমি পূর্ব্বে যদিও বহুকষ্টে মনকে স্থির করেছিলেম, তবু এখন পূর্ব্ব-পরিচিত এই সকল বস্তু আবার দেখে আমার শোকের আবেগ আবার যেন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে।

প্রবল বিকার-গ্রস্ত
ইন্দ্রিয়-আবেগ মম করিতে দমন
বহু কষ্টে বহু যত্নে
কত কি উপায় আমি করি নির্দ্ধারণ।
সে সব করিয়া চূর্ণ
কি-এক বিকার মনে হতেছে বিস্তার

প্রচণ্ড প্রবাহ যেন
ভেদ করে বালুময় সেতুর প্রাকার।

সীতা।—ওঁর এই দুর্নিবার দারুণ দুঃখ আমার নিজ দুঃখের মত তীব্র-রূপে আমি অনুভব করচি; তাই আমার হৃদয় যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে।

বাসন্তী।—(স্বগত) আহা দেব অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চেন—ওঁর মন এখন অন্য কোন দিকে বিক্ষিপ্ত করা যাক্ (প্রকাশ্যে) এখন এই জন-স্থানের চির-পরিচিত প্রদেশগুলি দেখুন।

রাম।—আচ্ছা, চল দেখা যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

সীতা।—হায়, যেগুলি দুঃখের সন্দীপন, তাই এখন প্রিয়সখী বিনোদনের উপায় মনে করচেন।

বাসন্তী।—(সকরুণভাবে) দেব! দেব!

এই লতা গৃহমাঝে
থাকিতে তুমি গো বসি' চাহি' প্রিয়া-পথ,
তিনি গোদাবরীতীরে
হংসসনে থাকিতেন ক্রীড়ারসে রত।
আসি' দেখিতেন যবে
তাঁর পথ চেয়ে তুমি আকুলী ব্যাকুলী,
অমনি কাতরে তিনি
পদ্মহস্তে রচিতেন প্রণাম-অঞ্জলী॥

সীতা।—সখি বাসন্তি! বড় কঠিন তুমি, বড় কঠিন; হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে শেল গূঢ়ভাবে আছে, পুনঃ পুনঃ তাকে নাড়া দিয়ে তুমি আমাদের উভয়কেই কেন যন্ত্রণা দিচ্চ বল দেখি?

রাম।—অভিমানিনি জানকি! তোমাকে যেন আমি ইতস্ততঃ দেখ্‌চি বলে’ আমার মনে হচ্চে, তবু কেন অভাগার প্রতি তোমার দয়া হচ্চে না?

হা দেবি!

ফাটিছে হৃদয় মম, টুটিতেছে দেহের বন্ধন,
শূন্য হেরি এ সংসার, হইতেছে অন্তর দহন,
অন্তরাত্মা শোকাকুল নিমগন গভীর আঁধারে,
অবসন্ন মন মোর, মোহ ঘিরি’ আসে চারি ধারে।
হায় হায় কি করিব, মন্দ-ভাগ্য আমি অতিশয়,
কি করিব, কোথা যাব, নাহি পারি করিতে নিশ্চয়॥

(মূর্চ্ছা)

সীতা।—হায় হায়! উনি যে আবার মূর্চ্ছিত হলেন।

বাসন্তী।—দেব! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—হা নাথ! এই হতভাগিনীর জন্য তোমার বার-বার মূর্চ্ছা হচ্চে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হয়ে পড়েছে। হায়! তোমার উপর-যে সমস্ত জীব-লোকের মঙ্গল নির্ভর করচে—ওঃ! (মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর! তোমার হাতের স্পর্শই এখন ওঁর প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায়।

বাসন্তী।—কি! এখনও নিঃশ্বাসের দেখা নেই? হা প্রিয়সখি সীতে? কোথায় তুমি? তোমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্তভাবে আসিয়া হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করণ)

বাসন্তী।—আ বাঁচা গেল! রামভদ্রের আবার চেতনা হয়েছে।

রাম।—

অস্থিমজ্জা-ধাতুময় এ মোর শরীরে
অমৃত-প্রলেপ কে গো দেয় এবে অন্তর বাহিরে ?
কার করস্পর্শে পুন আকস্মাৎ হইনু জীবিত,
আনন্দে নূতন মোহ এবে যেন হয় উপস্থিত।

(আনন্দে নয়ন নিমীলিত করিয়া)

সখি বাসন্তি! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

বাসন্তী।—প্রসন্ন কিসে দেব ?

রাম।—সখি, আর কি, জানকীকে আবার পেয়েছি।

বাসন্তী।—কৈ দেব রামভদ্র, সীতা কোথায় ?

রাম।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয়) দেখ, এই সম্মুখেই রয়েছেন।

বাসন্তী।—একেতো আমি প্রিয়সখীর দুঃখে দিবানিশি দগ্ধ হচ্চি— আবার তুমি দেব এই মর্ম্মভেদী দারুণ প্রলাপ বলে' কেন আমাকে দগ্ধ করচ ?

সীতা।—ওঁর সুশীতল সন্তাপ-হর কর-স্পর্শে আমার এতদিনকার দারুণ শোক প্রশমিত হল। কিন্তু খুব দৃঢ় করে' হাত বেঁধে রাখ্‌লে যেমন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে হাতটি ক্রমে ক্রমে অবশ হয়ে পড়ে, আমারও হাত যেন সেইরূপ অবশ হয়ে থর্‌থর্ করে' কাঁপ্‌চে। আমি এখান থেকে এই বেলা সরে যাই।

রাম।—সখি! তুমি তখন প্রলাপের কথা বলেছিলে—কিন্তু এ তো আমার প্রলাপ নয়—এ যে সত্য কথা।

পূর্ব্বে সে বিবাহ-কালে প্রিয়া-হস্ত কঙ্কন-ভূষিত
ধারণ করিয়াছিনু—আহা কিবা শীতল অমৃত !

সেই চির-পরিচিত হস্ত আমি করিতেছি স্পর্শ
পূর্ব্বে ইচ্ছামাত্র যাহা পরশিয়া উপজিত হর্ষ ॥

সীতা।—নাথ! এখনও দেখ্‌ছি তুমি তাই আছ।

রাম।—

তাঁরই করস্পর্শ এই, ধরিয়াছি তাঁরই সে কমল-করতল
শীতল তুহিন সম—লবলী-পল্লব-নব-ললিত-কোমল।

সীতা।—হায়! হায়! নাথের স্পর্শে মোহিত হয়ে আমার এ কি প্রমাদ উপস্থিত হল?

রাম।—সখি বাসন্তি! আনন্দে আমার ইন্দ্রিয় সব যেন ক্রমে-ক্রমে অবশ হয়ে আস্‌চে। আর অত্যন্ত হর্ষের দরুন জড়তা এসে আমাকে যেন একেবারে পরবশ করে তুলেছে। আমি আর পারি নে—তুমিই এখন সীতাকে ধর।

বাসন্তী।—হায়! হায়! এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখ্‌চি।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হস্ত আকর্ষণ করিয়া পলায়ন)

রাম।—হায়! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! কেন আমি অনবধান হয়েছিলেম?

আমাদের উভয়েরই পরশে পরস্পর
ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত হাতদুটি!
আমার এই হস্ত হতে তাঁর সে কমল-কর
কখন্ সহসা গেছে ছুটি ॥

সীতা।—হায় হায়! এঁর অস্থির নিষ্পন্দ চোখ্‌-দুটি কেবল যেন ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদেরই যার উনি স্থির করতে পার্‌চেন না, তা আপনাকে প্রকৃতিস্থ করবেন কি করে'?

তমসা।—(স্নেহ হাস্য ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)

স্বেদসিক্ত রোমাঞ্চিত অঙ্গগুলি কাঁপিছে বিবশা,
প্রিয়-স্পর্শ-সুখবশে বাছার হয়েছে এই দশা।
যেন নব-জলসিক্ত মলয়-মারুত-বিকম্পিত
কদম্ব-তরু-শাখায়—নবীন কলিকা বিকসিত।

সীতা।—(স্বগত) হায়! আমার শরীর এইরূপ অবশ হওয়াতে ভগবতী তমসার কাছে বড়ই লজ্জা পেলেম। ইনি কি মনে কর্‌বেন? বল্‌বেন যে, ইনি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেছেন—তবু মনে মনে তাঁর প্রতি তোমার এতটা অনুরাগ।

রাম।—(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ তিনি কি এখানে নাই? হা বৈদেহি, নির্দ্দয়ে!

সীতা।—তোমার এইরূপ অবস্থা দেখে যখন এখনও বেঁচে আছি তখন নির্দ্দয় নয়তো আর কি।

রাম।—দেবি তুমি কোথায়? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করে যাওয়া তোমার কি উচিত?

সীতা।—প্রাণনাথ তুমি যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বল্‌চ।

বাসন্তী।—দেব! কে কারে পরিত্যাগ করলে? তোমার অলৌকিক ধৈর্য্য—সেই ধৈর্য্যের বলে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করে' এই ভয়ানক বিরহ-শোক নিবারণ কর। কৈ, আমার প্রিয়-সখী সীতা এখানে কোথায়? তিনি তো এখানে নেই।

রাম।—বাস্তবিকই নাই বটে। কেননা, তাহলে বাসন্তীও কি তাঁকে দেখ্‌তে পেতেন না? এ কি স্বপ্ন? তাই বা কিরূপে হবে? আমি তো নিদ্রিত নই। রামের আবার নিদ্রা কোথায়?

এ নিশ্চয়ই সেই কল্পনা-নির্ম্মিত প্রতারণা দেবী আমাকে বারম্বার অনুসরণ করচেন।

সীতা।—না, আমিই নিষ্ঠুর হয়ে তোমাকে প্রতারণা করচি।

বাসন্তী।—দেব! দেখ দেখ

জটায়ু ভাঙ্গিল যাহা
এই সেই রাবণের কৃষ্ণলোহ-রথ।
এই দেখ সনমুখে
পিশাচ-বদন-অশ্ব-অস্থি রোধে পথ,
হেথা জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া
তেজোদীপ্তা বিরাকুলা সীতারে লইয়া
উঠিল আকাশ পথে দুষ্ট দশানন
শোভিল' জানকী মেঘে বিজলী যেমন॥

সীতা।—(সভয়ে) পূজ্যতম জটায়ুকে বধ করলে, আবার আমাকেও হরণ করে' নিয়ে যাচ্চে। নাথ! রক্ষা কর - রক্ষা কর!

রাম।—(সবেগে উত্থান করিয়া) পাপাত্মা জটায়ু-হন্তা! সীতা-পহারি! দাঁড়া, কোথায় যাস্?

বাসন্তী।—দেব তুমি রাক্ষসকুলের প্রলয়-ধূম-কেতু! তুমি তো সমস্ত রাক্ষসকুলের ধ্বংস করেছ—আজও কি তোমার ক্রোধের পাত্র কেউ আছে?

সীতা।—ও মা! আমি পাগলের মত কি বকৃচি।

রাম।—

সীতা উদ্ধারের যবে ছিল গো উপায়
শোক-বারণেরও পন্থা ছিল তবু তায়।

তাই বধি' রণে বীর অসংখ্য রাক্ষসে
জগৎ প্লাবিয়াছিনু বিস্ময়ের রসে।
রিপু-বধে হবে জানি' বিরহের শেষ
করিয়াছিলাম আমি এত কষ্ট ক্লেশ।
এবে না বিলাপ করি' সহিব কেমনে
উহা যে অপরিহার্য্য শোক-প্রশমনে॥

সীতা।—কষ্টের কি আর শেষ হবে না? হায়! আমি কি হত-ভাগিনী! (রোদন)

রাম।—

ব্যর্থ যেথা সুগ্রীবের সখ্য—ব্যর্থ কপি-পরাক্রম,
ব্যর্থ জাম্ববান-বুদ্ধি, যেথা হনু প্রবেশে অক্ষম,
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল যার পথ না পায় সন্ধান,
পৌঁছিতে না পারে যেথা মহাবীর লক্ষ্মণের বাণ,
হেন কোন্ দেশে তুমি আমা ছাড়ি আছ গো লুকায়ে?
বল বল শীঘ্র বল, অসহ্য বিরহ তব প্রিয়ে॥

সীতা।—ওঁর কথা শুনে আমি এখন পূর্ব্ব-বিরহও প্রার্থনীয় বলে মনে করচি।

রাম।—সখি বাসন্তি! এখন বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হলে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হন। তা, আর কতক্ষণ তোমাকে আমি কাঁদাব—আমাকে এখন যেতে অনুমতি কর।

সীতা।—(উদ্বেগ ও মোহের সহিত তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া) ভগবতি তমসে! উনি কি চলে যাচ্ছেন?

তমসা।—বৎসে শান্ত হও। এস আমরাও বৎস কুশলবের বয়ঃ-

ক্রম-নির্ণয়-সূত্রে সাম্বৎসরিক শুভ গ্রন্থি বন্ধন করতে ভাগীরথী দেবীর কাছে যাই।

সীতা।—ভগবতি! অনুগ্রহ করে' একটু দাঁড়াও—ক্ষণেকের জন্য আমার দুর্লভ জনকে একবার ভাল করে' দেখে নিই।

রাম।—এখন অশ্বমেধের জন্য আমার সেই সহধর্ম্মিণী—

সীতা।—(সকম্পে) নাথ! কে সে?

রাম।—সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

সীতা।—(সাহ্লাদে ও সজল নয়নে) নাথ! আমার তুমি সেই তুমিই আছ। আগো! এত দিনের পর, পরিত্যাগের লজ্জা-শেল আমার বুক থেকে যেন বেরিয়ে গেল।

রাম।—সেই প্রতিমূর্ত্তিটি দেখেই এখন আমার এই অশ্রুপ্লাবিত নেত্রের কতকটা সান্ত্বনা হয়।

সীতা।—ধন্যা সেই যাকে আর্য্যপুত্র সম্মান করেন, ধন্যা সেই যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদন করে—ধন্যা সেই যে এখন জীবলোকের আশাবন্ধন হয়ে অবস্থিতি করচে।

তমসা।—(সস্মিত—সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা! এমনি করে' আপনাকে আপনি প্রশংসা করতে হয়?

সীতা।—(লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্বগত) ভগবতী আমাকে পরিহাস করচেন।

বাসন্তী।—(রামের প্রতি) আপনার আগমনে আমরা অত্যন্ত অনুগৃহীত হয়েছি। বাবার কথা যে বল্‌ছিলেন—সে বিষয়ে আমরা আর কি বল্‌ব—যাতে কার্য্যের হানি না হয় তাই করবেন।

সীতা।—যেতে বল্লেন? আমার বাসন্তীই যে আমার বাধ সাধছেন দেখ্‌ছি।

তমসা।—এস বৎসে! আমরা যাই।

সীতা।—(কষ্টের সহিত) আচ্ছা যাচ্ছি।

তমসা।—

তৃষ্ণাবিস্ফারিত নেত্রে
নাথপানে চেয়ে আছ কেমনে যাইবে?
মর্ম্মভেদী চেষ্টা-বলে
ফিরাতে পারিলে নেত্র তবেই পারিবে॥

সীতা।—অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁর দর্শন লাভ করেছি সেই আর্য্য-পুত্রের চরণকমলে বার বার নমস্কার।

(মূর্চ্ছা।)

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের ভিতর দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ সম্ভবে?

তমসা।—অহো! কার্য্যকারণ-ভাবের কি বিচিত্র গতি!

একই সে করুণ রস
বিচিত্র কারণে হয় কত রূপান্তর;
সলিল-আবর্ত্তে যথা
বুদ্বুদ, তরঙ্গ;—জল একই নিরন্তর॥

রাম।—বিমান-রাজ! এই দিকে—এই দিকে—

(সকলের উত্থান)

তমসা ও বাসন্তী।—(সীতা ও রামের প্রতি)

পৃথ্বী, সুরনদী গঙ্গা
মিলিয়া তাঁহারা দোঁহে আমাদের সনে

করুন মঙ্গল তব
প্রার্থনা করি গো এই, মোরা কায়মনে।
আর সেই বাল্মীকি
ছন্দের রচনা যিনি করেন প্রথম,
বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী
শুভাশীষ তাঁরাও করুন বিতরণ॥

(সকলের প্রস্থান)

ছায়া নামক তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—বাল্মীকির তপোবন।

(বিষ্কম্ভক)

এক।—সৌধাতকি! দেখ, দেখ! আজ ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রমের কি রমণীয় শোভা! চারিদিকে অতিথিতে পরিপূর্ণ। তাহাদের আহারাদির নিমিত্ত আবার নানাবিধ আয়োজন হচ্চে। আজ

নীবার-ভাতের মণ্ড সুমধুর উষ্ণ
সদ্যঃ প্রসবিতা মৃগী পান করে হয়ে পরিতুষ্ট,
অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাদের দিয়া
তপোবন-মৃগ সবে পান করে উদর ভরিয়া।
কুল-ফল-সুমিশ্রিত শাক-গন্ধ-সঙ্গে
ঘৃতপক্ক অন্নের সৌরভ ছোটে চারিদিকে রঙ্গে॥

সৌধাতকি।—আজ পাকাদেড়ে বুড়োরা বেদপাঠ যে বন্ধ করেছেন, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ থাক্‌বে।

প্রথম।—(হাসিয়া) বিশেষ কারণ আছেই তো। কোন একজন অসাধারণ বহুমানাস্পদ ব্যক্তি আজ এখানে অতিথি হয়েছেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে পাঠ বন্ধ করা হয়েছে।

সৌধাতকি।—অহে ভাণ্ডায়ন! যাঁর কপ্‌নি-পরা, আর যাঁকে বুড়দের পালের গোদা বলে' বোধ হচ্চে, ওঁর নামটা কি বল্‌তে পার?

ভাণ্ডায়ন।—ছিছি উপহাস কোরো না। উনি বশিষ্ঠদেব। ঋষ্য-

শৃঙ্গের আশ্রম হতে অরুন্ধতী দেবীকে এবং মহারাজ দশরথের পরিবারদের সঙ্গে করে' উনি নিয়ে এসেছেন। তুমি এলো-মেলো কি সব বক্‌চ?

সৌধাতকি।—আঁ্যা—বশিষ্ঠ?

ভাণ্ডায়ন।—হাঁ।

সৌধাতকি।—আমি ওঁকে মনে করেছিলেম, হয় বাঘ নয় নেকড়ে।

ভাণ্ডায়ন।—আঃ! কি বক্‌চ তুমি?

সৌধাতকি।—ইনি এসেই আমাদের সেই গরিব বক্‌নাটিকে মড় মড় করে' চিবিয়ে উদরসাৎ করেছেন।

ভাণ্ডায়ন।—বেদে বলে, কোন শ্রোত্রিয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করলে তাঁকে মধুপর্ক মাংসের সহিত মিশ্রিত করে' দিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সেই বেদকে মান্য করেন। সুতরাং তাঁরাও বলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত শ্রোত্রিয় অতিথিকে বড় বড় বাছুর, বড় বড় বৃষভ কিম্বা বড় বড় ছাগ উপহার দেবে।

সৌধাতকি।—না ভাই! ওকথা তো ঠিক নয়। ও নিয়ম সর্ব্ব-স্থলে খাটে না।

ভাণ্ডায়ন।—কেন?

সৌধাতকি।—কেন, বশিষ্ঠ এলে বাছুরটিকে মারা হয়েছিল বটে কিন্তু রাজর্ষি জনক ফিরে এলে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁকে কেবল দধি আর মধুমিশ্রিত মধুপর্ক দিয়েই সেরেছেন। কৈ বাছুর তো দেন নি।

ভাণ্ডায়ন।—তা বটে, যাঁরা মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁদের জন্যই মহর্ষিরা এইরূপ নিয়ম করেছেন। মহাত্মা জনক তো মাংস খান্ না - তিনি যে নিবৃত্ত-মাংস।

সৌধাতকি।—কেন খান্ না?

ভাণ্ডায়ন। - তিনি সীতা দেবীর সেই দৈব দুর্বিপাকের কথা শুনে অবধি বনচারী হয়েছেন। আর, আজ এই বারো বৎসর হল তিনি চন্দ্রদ্বীপের তপোবনে তপস্যা করচেন।

সৌধাতকি। — তবে এখানে এসেছেন কি মনে করে'?

ভাণ্ডায়ন। — অনেক দিনের প্রিয় বন্ধু বাল্মীকিকে দেখতে।

সৌধাতকি। — কৌশল্যা প্রভৃতি কুটুম্ব-পত্নিদের সঙ্গে আজ কি তাঁর দেখা হয়েছে?

ভাণ্ডায়ন। — ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই মাত্র ভগবতী অরুন্ধতীকে এই কথা বলে' কৌশল্যার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন যেন কৌশল্যা স্বয়ং এসে জনকের সঙ্গে দেখা করেন।

সৌধাতকি। - এই সব বৃদ্ধেরা যেমন এক সঙ্গে মিশেছেন, এস আমরাও তেমনি ব্রাহ্মণ-বালকদের সঙ্গে মিলে ছুটির দিনটা খেলা করে' কাটাই।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

ভাণ্ডায়ন। — এই সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক। বাল্মীকি ও বশিষ্ঠ-দেবকে প্রণামাদি করে' আশ্রমের বহির্ভাগে ঐ গাছ-তলায় বসে উনি এখন বিশ্রাম করচেন।

অন্তরে অন্তরে বহ্নি
সঞ্চারিলে যথা তাপে দহে বনস্পতি,
হৃদিস্থিত সীতাশোকে
দিবানিশি জ্বলিছেন ইনিও তেমতি॥

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—আশ্রমের বহির্ভাগে বৃক্ষমূলে জনক আসীন।

জনক।—

তনয়ার ঘটিয়াছে ঘোর দুর্বিপাক,
হৃদয়ের ক্ষত লাগি' সহে তীব্র তাপ।
তাহা হেরি' হৃদে মোর শোকের উদ্ভব,
বহুদিন হয়ে গেল তবু যেন নব।
জ্বলিতেছে অবিচ্ছেদে, না হয় নির্ব্বাণ,
ক্রকচে কাটিছে মর্ম্ম যেন অবিরাম॥

উঃ কি কষ্ট! একেতো এই দুঃসহ সীতা-শোক, তাতে আবার বৃদ্ধাবস্থা, তার সঙ্গে পরাক সান্তপন প্রভৃতি কঠোর তপস্যা, তাতে শরীর একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এ দগ্ধ প্রাণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। আত্মঘাতী যে হব তারও যো নাই। কারণ, ঋষিরা বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত পাপক্ষয় না হয়, ততদিন আত্মঘাতীদের অন্ধ-তমিস্র অসূর্য্য নামক নরকে গিয়ে বাস করতে হয়। যদিও এইরূপে অনেক দিবস গত হল, তথাপি দণ্ডে দণ্ডে ভাবনা উপস্থিত হয়ে শোকটাকে যেন নূতনের ন্যায় কষ্টকর করে' তুল্‌চে। সে কষ্টের আর কিছুতেই নিবৃত্তি হচ্ছে না। (সরোদনে) হা মা সীতে! পবিত্র যজ্ঞভূমি থেকে জন্মগ্রহণ করেও শেষে তোমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটল যে, আমি লজ্জায় মুখ ফুটে একবার কাঁদ্‌তেও পেলেম না? হা পুত্রি! তোর সেই

হাস্য ক্রন্দনের যবে অকারণে হইত উচ্ছ্বাস
কোমল কলিকা-দন্ত আহা কিবা হইত বিকাশ।

বদন-কমল তোর শৈশবের হৃদয়ে স্মরণ,
স্খলিত অসমঞ্জস আহা সেই মধুর বচন।

ভগবতি বসুন্ধরে! সত্য সত্যই তুমি বড় কঠিন।

তুমি, বহ্নি, গঙ্গা, আর বশিষ্ঠ-গৃহিণী,
রঘুকুল-গুরুদেব ভাস্কর আপনি,
তোমরা সকলে যাঁর মাহাত্ম্য জানিতে,
দেবতা বলিয়া যাঁরে তোমরা মানিতে,
সরস্বতী হতে যথা বিদ্যার উদ্ভব,
তুমি যারে ভগবতি করিলে প্রসব
হেন দুহিতারে যবে পাঠাইল বনে
জননী হইয়া তুমি সহিলে কেমনে?

নেপথ্যে।

এই দিকে আসুন ভগবতি! মহাদেবীও এইদিকে আসুন!

জনক।—(দেখিয়া) একি! "গৃষ্টি" কঞ্চুকী যে ভগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌চেন (উঠিয়া) মহাদেবী বলে' সম্বোধন করচেন কাকে? (দেখিয়া) হায় এ কি! মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী প্রিয়সখী কৌশল্যা যে! ইনি যে সেই কৌশল্যা এখন তা' কে বিশ্বাস করবে।

দশরথগৃহে ইনি ছিলেন যে লক্ষ্মীর মতন
অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—উপমার কিবা প্রয়োজন—
কিন্তু এবে দৈববশে দুখে-গড়া যেন ভিন্ন প্রাণী,
একি বিধি-দুর্বিপাক, কোথা সেই পূর্ব্ব-মূর্ত্তিখানি?

অবস্থার আর একটি ক্লেশকর পরিবর্ত্তন এই :—

পূর্ব্বে আছিলেন উনি
সাক্ষাৎ উৎসব যেন আমার নয়নে।
"ক্ষত স্থানে ক্ষার" যথা
অসহ্য যন্ত্রণা এবে হয় দরশনে॥

অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী।—শুনচেন? বলচি, কুলগুরুর এই আদেশ, আপনি স্বয়ং গিয়ে জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আর সেই জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে, পদে পদে এরূপ না-যাবার চেষ্টা কেন?

কঞ্চুকী।—দেবি, আমার এই নিবেদন, মনকে স্থির করে' বশিষ্ঠ দেবের আদেশ আপনি পালন করুন।

কৌশল্যা।—এই দুঃসময়ে আবার মহারাজ জনককে দেখ্‌তে হবে এই কল্পনা-মাত্র আমার সকল দুঃখের কথা একেবারে আমার মনে এসে উদয় হচ্চে—দুঃসহ দুঃখেতে মনের বাঁধন যেন একেবারে ছিঁড়ে যাচ্চে। তাই মনকে আমি কিছুতেই স্থির করতে পারচিনে।

অরুন্ধতী।—এতে আর সন্দেহ কি।

বন্ধুর বিচ্ছেদ-দুখে
ধারাবাহী শোকধারা হয় বিগলিত।
বন্ধুর দর্শনে পুন
সহস্র ধারায় শোক হয় উচ্ছলিত॥

কৌশল্যা।—আহা! বাছা বৌমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে জেনে আমি কি করে' মহারাজের নিকট মুখ দেখাব।

অরুন্ধতী।—

সেই সে রাজর্ষি ইনি

শ্লাঘ্য বৈবাহিক তব, জনককুলের ধুরন্ধর।

বেদ শাস্ত্রে পারগামী

যাঁরে করিলেন নিজে যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনিবর॥

কৌশল্যা।—এই রাজর্ষিই বৌমার পিতা। আহা এঁকে দেখে মহারাজের কি আনন্দই হত। হায়! হায়! সীতার বনবাসে আমাদের উৎসব-আনন্দ সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, এই নিরানন্দ-সময়েই এঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে হচ্চে। হায়! সে সব এখন আর কিছুই নাই।

জনক।—(অগ্রসর হইয়া) ভগবতি অরুন্ধতি! সীরধ্বজ জনক আপনাকে প্রণাম করচে।

পবিত্র তেজের নিধি

পূর্ব্ব-গুরুদেরও সেই গুরু-অগ্রগণ্য

বশিষ্ঠ, তোমার পতি—

পবিত্র সংসর্গে তব হয়েছেন ধন্য।

তুমি সর্ব্ব-শুভঙ্করী

জগত-আরাধ্যা দেবী উষার সমান।

ভূমে শিরো নত করি'

তব পদে ভগবতি করিগো প্রণাম॥

অরুন্ধতী।—আপনার হৃদয়ে সেই পরম-জ্যোতি প্রকাশিত হোক্। আর, যিনি উত্তাপ প্রদান করেন ও যিনি রজোগুণের অতীত, সেই দেবতা আপনাকে পবিত্র করুন।

জনক।—(কঞ্চুকির প্রতি) আর্য্য গৃষ্টে! বলি, প্রজাপালক রাম-চন্দ্রের মাতা ভাল আছেন তো?

কঞ্চুকী।—(স্বগত) ইনি আমাদের বিলক্ষণ উপহাস করচেন দেখ্‌ছি। (প্রকাশে) রাজর্ষে! সেই দুঃখেতেই ইনি রামভদ্রের মুখচন্দ্র পর্য্যন্ত দর্শন করেন না। দেবী এমনিইতো যার পর নাই কষ্ট পাচ্চেন—তার পর আবার কেন ওঁকে কষ্ট দেন? আর, রামভদ্রও যে বিবেচনা না করেই এই কাজ করেছেন তাও তো নয়। লোকে সীতার সেই অগ্নি-পরীক্ষা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না। সর্ব্বত্র কুৎসিত অপবাদ ঘোষণা করছিল। কাজেই রামভদ্রকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

জনক।—কি!—অগ্নির কি ক্ষমতা, আমার কন্যাকে পরিশুদ্ধ করে? রামচন্দ্র লোকের কথায় এইরূপ তো একবার প্রতারিত হয়েছিলেন। আবার আমরাও কি প্রতারিত হব?

অরুন্ধতী।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ তা বটে। পবিত্রতা বিষয়ে অগ্নির সহিত তুলনা করলে, অগ্নিই লঘু হয়ে পড়েন। "সীতা" এই কথা বল্লেই যথেষ্ট—পরিশুদ্ধির আর অন্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন হয় না। হা বৎসে!

শিশু হও, শিষ্যা হও,
যাই হও, নাহি তাহে ক্ষতি,
পবিত্র চরিত্র তব
মম হৃদে জনমে ভকতি।
শিশু হও, স্ত্রীবা হও,
জগতের ভকতি-ভাজন।

গুণীজনে গুণ্‌ই পূজ্য
নহে পূজ্য শিব বয়ঃক্রম ॥

কৌশল্যা।—মা গো! আবার সেই সব কষ্ট মনে জেগে উঠেছে।

(মূর্চ্ছা)

জনক।—হায় হায়! একি হল?

অরুন্ধতী।—রাজর্ষি! অন্য আর কিছুই নয়।

তোমা হেন পুরাতন বন্ধু দরশনে
সে কালের কথা সব পড়িয়াছে মনে।
—মহারাজা, সীতা-রাম, তাদের শৈশব
সুখের সে সব দিন, আনন্দ উৎসব।
ঘোর দুর্বিপাকে তাই সখী অচেতন,
কুসুম-কোমল যেগো গৃহিণীর মন ॥

হা! আমি বড়ই নিষ্ঠুর হয়েছি। বহুকালের পর প্রিয়বন্ধু মহারাজা দশরথের প্রিয়পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হল, অথচ আমি তাঁকে বন্ধুর স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌লেম না।

মহারাজা দশরথ
কুটুম্ব আমার তিনি অতি গৌরবের।
চিরন্তন প্রিয়সখা,
হৃদয়, আনন্দ ময়, ফল জীবনের।
তিনি মম স্নেহপ্রাণ
কিম্বা যদি প্রিয়তর আরো কিছু থাকে
সকলি ছিলেন মোর,
না ছিলেন কি-যে তিনি বল না আমাকে।

হায় ইনিই সেই কৌশল্যা—

পতি পত্নী কারো দোষে
প্রেমের কলহ যদি বাধিত গোপনে,
দিতাম ভঞ্জন করি
ভর্ৎসনার পাত্র হয়ে উভয়-সদনে।
রাগাইতে থামাইতে
পারিতাম আমি, ছিল সে মোর ক্ষমতা।
কি হবে স্মরিয়া তাহা
হৃদয় বিদরে ভাবি' সে সকল কথা॥

অরুন্ধতী।—হায় হায়। কি হবে—ওঁর নিঃশ্বাস পড়চেনা—হৃদয় স্পন্দহীন।

জনক।—হা প্রিয়সখি। (কমণ্ডলু হইতে জল সিঞ্চন)

কঞ্চুকী।—

প্রথমে বন্ধুর সম
বিধাতা হইয়া সুখদায়ী
দেখাইলা প্রসন্নতা
যেন তাহা হবে চিরস্থায়ী।
কিন্তু দেখ পুনর্ব্বার
সহসা ধারণ করি' দারুণ মূরতি
উৎপাদিলা মন-কষ্ট,
চিন্তার অতীত অহো দৈবের এ গতি

কৌশল্যা।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা। বাছা জানকি। কোথায় তুমি।—তোমার সেই বিবাহের সময়কার মুখটি আমার মনে

পড়ে। তখন আমার মনে হ'ত, তোমার মুখের শ্রীটই যেন তোমার একমাত্র অলঙ্কার। মুখটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কেমন একটি নির্ম্মল হাসির বিকাশ ছিল। এস মা, একবার এস! তোমার সেই জ্যোৎস্নার মত অঙ্গগুলি আমার কোলে ঢেলে দিয়ে আবার আমার কোল আলো কর। আহা মহারাজ সর্ব্বদা বলতেন, "ইনি যদিও রঘুকুলের বধূ, তবু জনকের সম্পর্কে আমি ওঁকে ঠিক্ আপনার মেয়ের মত ভাবি।"

কঞ্চুকী।—পঞ্চ পুত্র মাঝে রাম

ছিলেন রাজার বড় প্রিয়—অতি আদরের ধন।

চারিটি বধূর মাঝে

জানকী ছিলেন প্রিয়—স্বতনয়া শান্তার মতন॥

জনক।—মহারাজ দশরথ! প্রিয়বন্ধো! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমার হৃদয় অধিকার করেছিলে—কেমন করে' তোমাকে আমি বিস্মৃত হব?

বধূর জনক যেই,

আর আর যত গুরুজন

জামাতৃ-স্বজনে পূজে

জানি এই রীতি সনাতন।

সে রীতির বিপরীতে

তুমি পূজা করিতে আমার।

এমন সুহৃৎ তুমি

কোথায় গো হারিল তোমায়।

সম্বন্ধের বীজ সীতা

তাহারেও করিল হরণ।

সংসার-নরক-ভোগ
কেন তবে করি গো এখন
কেন তবে মিছে হেথা,
গেছে যবে সখা প্রাণাধিক
কি হবে বাঁচিয়া আর,
এ পাপ-জীবনে শত ধিক্ !

কৌশল্যা।—সীতা, বাছা আমার! এখন কি কার? আমার প্রাণ যে বজ্রের মত কঠিন হয়ে পড়েছে, আর যে আমায় কিছুতেই প্ররিত্যাগ করতে চায় না।

অরুন্ধতী।—রাজপুত্রি! এখন শান্ত হও, সময়-বিশেষে অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব কি বলে দিয়েছিলেন তাকি মনে নাই? এখন তাইতে ঘট্‌ল। এর পরে এ-হতেই ভাল ফল ফল্‌বে।

কৌশল্যা।—আর কেন?—আমার আশা ভরসা সব শেষ হয়ে গেছে।

অরুন্ধতী।—তবে কি তুমি মনে কর, বশিষ্ঠদেবের কথা মিথ্যা হবে? সুক্ষত্রিয়ে! এতে অন্যথা ভেবো না। সেটি নিশ্চয়ই ঘট্‌বে।

ব্রহ্মজ্যোতি যাঁহাদের অন্তরে উদয়
সেই ঋষিগণ-বাক্যে কোরো না সংশয়
তাঁদের বচনে সিদ্ধি সদা অনুগতা,
নিষ্ফল কভু না হয় তাঁহাদের কথা॥

(নেপথ্যে কলরব এবং সকলের শ্রবণ)

জনক।—আজ বাবুদের বেদাধ্যয়ন বন্ধ—তাই এই ছুটির দিনে খেলায় মত্ত হয়ে বালকেরা কলরব করছে।

কৌশল্যা।—আহা! বাল্যকাল কি সুখের কাল। একি! এদের মধ্যে এটি কে? সুশ্রী রামচন্দ্রের মত, কেমন সুন্দর কোমল নধর শরীর—দেখে যেন আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অরুন্ধতী।—(সহর্ষ সাশ্রুলোচনে মুখ ফিরাইয়া) ভাগীরথী দেবী যাদের রহস্য বৃত্তান্ত বলে' আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে-ছিলেন, এটি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু এটি কুশ কি লব তার কিছুই স্থির করতে পারচিনে।

জনক।—তাইতো এই বালকটি না জানি কে:—

পদ্ম-পত্র-স্নিগ্ধ-শ্যাম,
শিরোদেশে শিখণ্ড বিরাজে।
পুণ্যশ্রীতে শোভা পায়
আশ্রমের বালক-সমাজে।
ধরে কি শিশুর রূপ
বৎস মোর রঘুর নন্দন?
যেন ও'রে দৃষ্টিমাত্র
নেত্র ধরে অমৃত-অঞ্জন।

কঞ্চুকী।—বোধ হয় এই বালকটী ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী।

জনক।—তাই বটে, কেন না
পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে
তূণীর রয়েছে বিলম্বিত।

কঙ্কপত্র-বাণপুঙ্খ
ঊর্দ্ধদিকে চূড়ায় চুম্বিত।
ভস্মলিপ্ত বক্ষঃস্থল
রুরু-চর্ম্মে করে আচ্ছাদন।*
করিয়াছে পরিধান
মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন।
মুর্ব্বীলতা-তন্তু দিয়া
কটি-বস্ত্র দৃঢ়-নিয়ন্ত্রিত।
হস্তেতে ধনুক, আর
দণ্ড এক পিপ্পল-নির্ম্মিত।
দুই হাতে আছে দুটি
অক্ষমালা বলয়-আকারে,
এই সব চিহ্ন দেখি
ক্ষত্র বলি' বুঝিনু উহারে।

ভগবতি অরুন্ধতি! আপনি কি জানেন, এটি কোথা থেকে এসেছে—কার সন্তান?

অরুন্ধতী।—আমরা আজই এসেছি।

জনক।—আর্য্যা গৃষ্টে! এটি কে জান্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে। তা আপনি গিয়ে ভগবান বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, আর এই বালকটিকেও বলুন, এই কয়টি প্রাচীন লোক তোমাকে দেখ্‌তে চাচ্চেন।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

কৌশল্যা।—কি বলচ? ও রকম করে' বলে কে আনবে?

অরুন্ধতী।—এইরূপ যার আকৃতি গঠন, সে কি কখন সাধু ব্যবহারের অন্যথা করতে পারে ?

কৌশল্যা।—(দেখিয়া) ঐ যে বাছা আমার, বৃদ্ধের বিনয়-বাক্য শুনে ঋষি-বালকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এই দিকেই আসছেন।

জনক।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

একি দেখি চমৎকার !
কি মহিমা বালকের ! তেজোবীর্য্য বল,
বিনয়, সারল্য, আর
শিশুত্ব মিশিয়া কিবা মসৃণ কোমল !
সূক্ষ্ম দরশন যার
বুঝে ইহা, নাহি বুঝে স্থূলদর্শীজন।
চরিত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব
চখে পড়ে তার, যেগো অতি বিচক্ষণ।
বালকে হেরিয়া আজি
আনন্দে আকৃষ্ট মোর বিরাগী পরাণ,
অয়স্কান্ত মণিখণ্ড
আকর্ষণ করে যথা লৌহ বলবান ॥

লবের প্রবেশ।

লব।—এঁরা সকলেই আমার পূজনীয় হলেও এঁদের আমি নাম জানি না—ফুল-মর্য্যাদার ক্রম-অনুসারে কাকে আগে কাকে পরে প্রণাম করতে হবে তাও জানি না—এখন বিনা উপদেশে প্রণামাদি কি করে করি ? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে, এইরূপে

অভিবাদন করা যাক্। প্রাচীন লোকদের কাছে শুনেছি, এইরূপ অভিবাদনই মর্য্যাদেবতা নির্দ্দোষ। (নিকটে গিয়া সবিনয়ে) আমি লব, আপনাদের সকলকে প্রণাম করি।

অরুন্ধতী ও জনক।—বৎস! প্রভূত কল্যাণ হোক্!

কৌশল্যা।—বাছ আমার, চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী।—এস বাছা (লবকে কোলে লইয়া মুখ ফিরাইয়া) অনেক দিনের পর আজ আমার কোল ভরে' গেল, কেবল তা নয়, মনের আশাও পূর্ণ হল।

কৌশল্যা।—এখানেও একবার এসো জাছু। (ক্রোড়ে করিয়া) কি আশ্চর্য্য! রামের মত নবপ্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত শরীরের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ—শুধু তা নয়, পদ্মের পরাগ খেয়ে হংসের স্বর যেরূপ হয়, সেইরূপ এরও রামচন্দ্রের মত টানা-টানা সুমিষ্ট স্বর। আবার, গায়ে হাত দিলেও রামের মতনই বোধ হয়—সেইরূপ ফুটন্ত পদ্ম-গর্ভের মত কোমল-স্পর্শ। বাছ আমার, বেঁচে থাকো! দেখি, তোমার চাঁদমুখটী একবার দেখি (চিবুক উন্নত করিয়া সহর্ষে ও সজলনেত্রে) রাজর্ষি ভাল করে' ঠাউরে দেখুন দেখি, এর মুখখানি অনেকটা আমার বৌমার মত বলে' মনে হচ্ছে।

জনক।—সেই রকমই দেখ্‌ছি বটে সখি।

কৌশল্যা।—একে দেখে আমার মন যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছে—কত কি ভাবছি, আর ভাবন্‌-ভাবন্ কত কি বক্‌ছি।

জনক।—রাম সীতা উভয়েরি এ শিশুটি যেন প্রতিকৃতি
পূর্ণ প্রতিবিম্ব তার, সেই কান্তি, সেই সে আকৃতি

সহজ বিনয়, বাণী, সেই পুণ্য প্রভাব তেমনি।
কিন্তু হায়! মিথ্যা পথে কেন মন ধাইছে এমনি?

কৌশল্যা।—বাছ, তোমার মা আছেন কি? তোমার বাপকে কি মনে পড়ে?

লব।—না।

কৌশল্যা।—তবে তুমি কাদের?

লব।—ভগবান বাল্মীকির।

কৌশল্যা।—যা জিজ্ঞাসা করচি তারই উত্তর কর না জাদু।

লব।—আমি এইটুকুই জানি।

নেপথ্যে।

ভো ভো সেনাগণ! কুমার চন্দ্রকেতু এই আদেশ কচ্চেন, কেহ যেন আশ্রমের সন্নিহিত ভূমি আক্রমণ না করে।

অরুন্ধতী এবং জনক।—কুমার চন্দ্রকেতু যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে রক্ষা করবার জন্য এই স্থানে এসেছেন দেখছি। তা ভালই হয়েছে, আজ তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। আহা! আজ কি সুখের দিন!

কৌশল্যা।—আহা! বাছা লক্ষণের পুত্র আজ্ঞা করচেন, এই কথাগুলি অমৃত-বিন্দুর মত কি মধুরই শোনাচ্চে!

লব।—আর্য্য! চন্দ্রকেতুটি কে?

জনক।—দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণকে জান কি?

লব।—রামায়ণে যাদের কথা শুনেছিলেম তাঁরাই তো?

জনক।—হাঁ! তবে আর জান্‌বে না কেন? ইনি সেই লক্ষ্মণের পুত্র, নাম চন্দ্রকেতু।

লব।—উর্ম্মিলার পুত্র? তবে ইনি মহারাজ মিথিলাধিপতির দৌহিত্র?

অরুন্ধতী।—(হাসিয়া) কুমার তো কথাবার্ত্তায় খুব প্রবীণ দেখছি।

জনক।—যদি তুমি এত কথাই জান, আচ্ছা তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই দশরথের পুত্রগণের মধ্যে কার কি সন্তান হয়েছে? তাদের নামই বা কি—আর, কার স্ত্রীর কি সন্তান?

লব।—কৈ, এ কথা তো আমরা শুনি নি, কিম্বা অন্য কেহই তো শোনে নি।

জনক।—কেন? কবি সে কথা কি লেখেন নি?

লব।—লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। তারই একটি স্থান তিনি নাটকাকারে রচনা করেছেন। আর সেটি খুব মধুর হয়েছে বলে' অভিনয় করবার জন্য সেই হস্তলিপিখানি তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার ভরতমুনিকে দিয়েছেন।

জনক।—তাঁকে দিয়েছেন কি জন্য?

লব।—তিনি সেইখানি অপ্সরাদের দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে'।

জনক।—এ সমস্ত ব্যাপারই কৌতূহলজনক।

লব।—সেখানিতে ভগবান্ বাল্মীকির বড় যত্ন। গুটিকতক ছাত্রের হাতে দিয়ে তিনি সেইখানি ভরতমুনির আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন বিঘ্ন বিপদ্ হয়, তাই নিবারণ করবার জন্য আমার ভাইকে ধনু হস্তে তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

কৌশল্যা।—তোমার কি আরও ভাই আছে?

লব।—আছেন, তাঁর নাম, আর্য্য কুশ।

কৌশল্যা।—তোমার কথায় বোধ হচ্চে, তিনি তোমার বড়।

লব।—হাঁ, বয়ঃক্রমেতেই তিনি বড়।

জনক।—তবে তোমরা দুটি ভাই কি যমজ?

লব।—আজ্ঞা হাঁ।

জনক।—আচ্ছা, রামচরিতের যে পর্য্যন্ত জান, সব বল দেখি।

লব।—রাজা রামচন্দ্র মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হয়ে সেই দেবভূমি-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করেন। পরে লক্ষ্মণ, পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁকে একাকিনী বনে পরিত্যাগ করে' আসেন।

কৌশল্যা।—হা বৎসে চন্দ্রমুখি, দৈবনিগ্রহে বনে একাকিনী পতিত হয়ে না জানি, তোমার কি দুর্দ্দশাই ঘটেচে।

জনক।—হা বৎসে!

ঘোর অপমান সয়ে'
প্রসব-ব্যথায় যবে হইলে আকুল,
—চারিদিকে মহারণ্যে
ঘেরিয়া তোমায় যত হিংস্র পশুকুল—
তখন নিশ্চয় তুমি
ভয়ত্রাসে হয়ে কম্পান্বিতা
কাতরা হইয়া মোরে
ডেকেছিলে ওরে বাছা সীতা

লব।—(অরুন্ধতীর প্রতি) আর্য্যে! এঁরা দুজন কে

অরুন্ধতী।—ইনি কৌশল্যা—ইনি জনক।

লব।—(সম্মান খেদ ও কৌতুকের সহিত উভয়কে দর্শন)

জনক।—অহো! পুরবাসীদের কি অনধিকারচর্চা—আর রাম-চন্দ্রেরই বা কি ক্ষিপ্রকারিতা।

সীতা-বনবাসরূপ
বজ্রাঘাত সদা মনে করিয়া চিন্তন

জলিয়া উঠেছে মোর
হৃদয়ের ক্রোধানল প্রচণ্ড ভীষণ।
অপরাধীগণ আজি
অচিরে এ ক্রোধানলে হবে ভস্মসাৎ,
হয় শাপে নয় চাপে
আজি আমি তাহাদের করিব নিপাত॥

কৌশল্যা।—ভগবতি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! কুপিত রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন!

অরুন্ধতী।—রাজন্!

মানীদের কোন রূপ হলে' অপমান
এইরূপ উত্তেজিত হয় বটে প্রাণ।
কিন্তু রাম পুত্র তব—পাল্য প্রজাগণ,
তাই বলি শান্ত হও তুমি গো রাজন॥

জনক।—

সত্য বটে রাম মোর নিজ প্রিয় পুত্রের সমান,
কেমনে প্রয়োগ করি তার প্রতি শাপ কিম্বা বাণ
পৌরজনও দেখিতেছি নিতান্তই অবধ্য আমার,
দ্বিজ নারী বাল বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ অধিকাংশ তার।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—কুমার! বইয়ে "অশ্ব" "অশ্ব" বলে' যে এক রকম জন্তুর কথা শোনা যায়, আজ আমরা স্বচক্ষে তা দেখেছি।

লব।—হাঁ পশু-শাস্ত্রে এবং যুদ্ধশাস্ত্রে অশ্বের নাম তো প্রায়ই পড়া যায় বটে। আচ্ছা, দেখতে কেমন ধারা বল দেখি?

বালকগণ।—পশ্চাতে বিপুল পুচ্ছ, নাচে তাহা বার বার,
গ্রীবা তার অতি উচ্চ, পায়ে খুর আছে চার।
কচি কচি ঘাস খায়, নাদে পিণ্ড অভ্র-প্রায়,
থাক্ ব্যাখ্যা, চল ত্বরা, ওই দেখ অশ্ব যায়॥
(লবের মৃগচর্ম্ম ও হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

লব।—(কৌতুক, উপরোধ ও বিনয়ের সহিত) আর্য্যা! দেখুন দেখুন, এরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্চে।

(শীঘ্র শীঘ্র পরিক্রমণ)

অরুন্ধতী ও জনক।—আমাদের কৌতুহল বৎস যেন শীঘ্র চরিতার্থ করে।

কৌশল্যা।—আমি যে ওকে না দেখে আর থাকতে পাচ্চিনে। অন্ত দিক দিয়ে বাছাকে দেখিগে চলুন।

অরুন্ধতী।—সে যে চঞ্চল, এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে—তবে আর কি করে' দেখ্‌বেন বলুন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—ভগবান বাল্মীকি বল্লেন, আপনারা সময়ে এ সকলি জানতে পারবেন।

জনক।—একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড বোধ হয় ঘটিবে। ভগবতি অরুন্ধতি! সখি কৌশল্যে! আর্য্য গৃষ্টে! তবে আসুন, আমরা স্বয়ং গিয়ে বাল্মীকিকে দেখিগে।

(বৃদ্ধবর্গের প্রস্থান)

বালকগণ।—কুমার! এই সেই আশ্চর্য্য অশ্ব দেখ।

লব।—দেখেছি। আর বুঝতে পেরেছি, এটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব।

বালকগণ।—কি করে’ বুঝ্‌লে?

লব।—মূঢ়! অশ্বমেধ-প্রকরণে তোমরা এর সমস্ত বৃত্তান্তই তো পড়েছ। আর দেখ্‌তেও তো পাচ্চ, শত শত বর্ম্মধারী, দণ্ডহস্ত ও তূণীরধারী পুরুষেরা অশ্বকে রক্ষা করচে। সৈন্যদের মধ্যে তো অধিকাংশই এইরূপ দেখ্‌ছি। যদি এতেও বিশ্বাস না হয়, তবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে’ দেখ।

বালকগণ।—ওহে সৈন্যগণ! তোমরা একে বেষ্টন করে’ নিয়ে-বেড়াচ্চ কেন বল দেখি?

লব।—(সস্পৃহ ভাবে স্বগত) দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয়েরা সমুদয় ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করবার পর মহাসমারোহে এইরূপেই আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

নেপথ্যে।

সপ্তলোক-মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় বীর,
দশকণ্ঠ-কুল-ধ্বংসী পতি অবনীর,
এ জয়-পতাকা অশ্ব সকলি তাঁহার,
উদ্দেশ্য কেবল তাঁর বীরত্ব প্রচার॥

লব।—(মহাকষ্টে) কথাগুলো শুন্‌লে যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

বালকগণ।—(পরস্পরের প্রতি) তোমরা কি বল? কুমার বড়ই বিচক্ষণ – ঠিক্ বুঝেছেন।

লব।—ওরে! পৃথিবীতে কি ক্ষত্রিয় নাই যে তোরা এমন কথা বল্‌চিস্।

চতুর্থ অঙ্ক।

নেপথ্যে।

মহারাজের কাছে আবার ক্ষত্রিয় কেরে?

লব।—ধিক্ মূর্খ!

বীর হন্ হোন্ তিনি
দেখাও কিসের বিভীষিকা?
বিতণ্ডায় কাজ নাই
এই দেখ্ কাড়িনু পতাকা॥

(বালকগণের প্রতি) ওহে! অপদার্থটাকে ঢিল মার্‌তে মার্‌তে তোমরা তাড়িয়ে নিয়ে যাও তো। ওটা ঐ রোহিত-মৃগদের মধ্যে গিয়ে চরুক্‌গে।

একজন ক্রুদ্ধ পুরুষের সদর্পে প্রবেশ।

পুরুষ।—আরে চঞ্চল চপল বালক তোরা কি বল্‌ছিলি? জানিস্ নে, সৈনিক পুরুষেরা অত্যন্ত কঠোর, ওরা শিশুদেরও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য কর্‌তে পারে না। শুন্‌চিস?—শত্রুহন্তা রাজপুত্র চন্দ্রকেতু পূর্ব্বদিকের ঐ মনোহর বনটি দেখ্‌তে গিয়েছেন, এই বেলা প্রাণ নিয়ে তোরা এই বনের ভিতর দিয়ে পালা।

বালকগণ।—কুমার! আমাদের এ অশ্বে কি হবে? ঐ দেখ সৈনিক পুরুষেরা তোমাকে কত বক্‌চে। আর দেখ, ওদের অস্ত্রগুলো কেমন ঝক্ ঝক্ কর্‌চে—আবার আমাদের আশ্রমও এখান থেকে অনেক দূর। এসো আমরা এইবেলা হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালাই।

লব।—(হাসিয়া) কি! অস্ত্রগুলা ঝক্‌ঝক্ করচে বটে? (ধনুতে জ্যা আরোপণ)

জগত করিতে গ্রাস, কৃতান্ত যেমন
হাসিয়া ব্যাদান করে প্রকাণ্ড বদন,
তেমনি এ ধনু যেন হোয়ে বিস্ফারিত
বিশাল উদরে শত্রু করে কবলিত।
জ্যা-জিহ্বা বাহির করি' ধনু-প্রান্ত হতে
করুক গর্জ্জন ঘোর মহাশূন্য পথে॥

(যথোচিত পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।)

ইতি কৌশল্যা-জনক-যোগ নামক

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমাঙ্ক ।

নেপথ্যে ।

ওহে সৈন্যগণ ! আর ভয় কি ! আমাদের নেতা এসেছেন ।

ওই দেখ চন্দ্রকেতু
সুমন্ত্র-চালিত রথে আসেন সত্বরে ।
দ্রুতগামী অশ্বগণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে মহাবেগ-ভরে ।
সুবন্ধুর ভূমি বলি'
রথ-প্রতিঘাতে ধ্বজ সঘনে কম্পিত ।
তোমাদের যুদ্ধ শুনি'
চন্দ্রকেতু এই দেখ হেথা উপনীত ॥

সহর্ষ ও বিস্মিত চন্দ্রকেতু ধনু-হস্তে সুমন্ত্র-সারথী-চালিত রথে আরোহণ করিয়া

প্রবেশ ।

চন্দ্রকেতু ।—আর্য্য সুমন্ত্র দেখ দেখ :—
ঈষৎ কোপের বশে
মুখখানি হইয়াছে রক্তিম বরণ,
কার্ম্মুকের প্রান্ত হতে
ঘোরতর ভীম শব্দ ওঠে ঘন ঘন

শরের তুষার বৃষ্টি
করিতেছে সৈন্য পরে সংগ্রামের মাঝে।
কে গো এই বীর-পুত্র ?
—সুচঞ্চল পক্ষচূড়া মস্তকে বিরাজে।
মুনিজন-শিশু এক
রঘুর বংশজ কোন কুমারের মত,
চারিদিকে ব্যূহমাঝে
সহস্র শরের শিখা করে প্রজ্বলিত।
করিয়া টঙ্কার ঘোর
বাণাঘাতে করে ভেদ করি-গণ্ডস্থল,
না জানি এ শিশু কেবা
জানিবারে হয় মোর বড় কৌতূহল॥

সুমন্ত্র।—রাজকুমার!
প্রভাবে যে সুরাসুরে করে অতিক্রম,
সুন্দর সুঠের শোভা তোমার মতন,
দেখিয়া এ শিশুটিরে পড়ে মোর মনে
অস্ত্রধারী শূর সেই রঘুর নন্দনে।
বিশ্বামিত্র যজ্ঞে অস্ত্র করিয়া ধারণ
করিয়াছিলেন যবে রাক্ষস নিধন॥
চন্দ্রকেতু।—কেবল এঁকেই পরাভব করবার জন্য এত আড়ম্বর
—আমার বড় লজ্জা হচ্ছে।
[illegible] তরে
চমকে সহস্র অস্ত্র ঝলসি' নয়নে,

কনক কিঙ্কিনী কত
বাজিছে স্যন্দনে ঘন ঝনঝনঝরে।
অযুত দ্বিরদ মত্ত
দুর্দিন-বারিদ সম ঘেরে চারি ধার
হেন মহা সৈন্যে দেখ
হইয়াছে পরিবৃত একাকী কুমার॥

সুমন্ত্র।—এরা সমস্ত মিলে এঁর কি কর্‌তে পারে?—তাতে তো এখন বিতর্ক।

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য! শীঘ্র চল! শীঘ্র চল!—এঁর হাতে আমাদের সমস্ত আশ্রিত লোক নিহত হচ্চে।

গিরি-কুঞ্জ-কুঞ্জরের
গরজনে কর্ণজ্বর করে উৎপাদন!
দুন্দুভি-নিনাদে ঘোর
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ যেন হতেছে বর্দ্ধন।
কবন্ধের ছিন্ন মুণ্ডে
রণস্থল শিশুবীর করিলা আচ্ছন্ন
করাল কৃতান্ত যেন
অতিতোষে উদ্গারিছে ভুক্ত-শেষ অন্ন।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এইরূপ বীরের সহিত বৎস চন্দ্রকেতু কিরূপে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন? (চিন্তা করিয়া) তবে আমরা ইক্ষ্বাকুর কুলে বর্দ্ধিত, তাদের রীতি নীতি আমরা বিলক্ষণ জানি—উপস্থিত ক্ষেত্রে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় কি?

চন্দ্রকেতু।—(ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত) ধিক্! আমার সৈন্যেরা যে চারিদিকে পালাচ্চে।

সুমন্ত্র।—(রথবেগ অভিনয়) রাজকুমার! যার কথা আমরা বলছিলেম, এই সেই বীর।

চন্দ্রকেতু।—(সবিস্ময়ে) রণভূমে আখ্যায়কেরা এঁর নামটি কি বলে বল দেখি?

সুমন্ত্র।—লব!

চন্দ্রকেতু।—ওহে মহাবাহু লব!

কি করিছ সৈন্যের সহিত?

এই আমি, এসো হেথা,

তেজে তেজ হোক্ প্রশমিত।

সুমন্ত্র।—কুমার! দেখ দেখ!

তোমার আহ্বান শুনি'

সৈন্য বধে ক্ষান্ত হয়ে আসে ত্বরা

দৃপ্ত সিংহ-শিশু যথা

মেঘের গর্জ্জন শুনি' ছেড়ে আসে করী॥

সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে লবের সত্বর প্রবেশ।

লব।—সাধু! রাজপুত্র সাধু! তুমিই যথার্থ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়—এই দেখ, তোমার আহ্বানে আমি এখানে উপস্থিত।

নেপথ্যে মহাকলরব।

লব।—(সবেগে ফিরিয়া) বিপক্ষ সৈন্যেরা একবার রণে ভঙ্গ দিয়ে আবার দেখছি সাহস করে ফিরে এসে "যুদ্ধ দেও যুদ্ধ দেও" বলে আমাকে বিরক্ত কচ্চে। কিন্তু ঐ দুর্ব্বলেরা!

প্রলয়-পবন-বেগে
আস্ফালিত-মহাসিন্ধু-সমান তুমুল এই সেনা-কলরব।
শৈলাঘাত-সংক্ষুভিত
ঝড়ঝাপ্টি-সম মোর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি এবে গ্রাসিবেরে সব ॥
(পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—শোনো কুমার!
অদ্ভুত গুণের বশে
অতিশয় প্রিয় তুমি হয়েছ আমার।
তুমি মোর সখা এবে
যাহা মম দেখ হেথা সকলি তোমার,
তবে কেন নিজ জনে
করিছ নিধন, হেথা এসোগো সত্বর।
এই আমি চন্দ্রকেতু,
বীরত্ব-দর্পের তব নিকষ-প্রস্তর ॥

লব।—(সহর্ষে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া) অহো! মহানুভব সূর্য্যবংশ-তনয়ের কথাগুলি একদিকে সৌজন্য-গুণে যেমন মধুর, আবার অন্যদিকে বীরত্ব-গুণে তেমনি কঠোর। তবে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' আর কি হবে—এখন এঁরই মান রক্ষা করা যাক্।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব।

লব।—(ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত) আঃ! ওই পাপগুলো এই বীর-পুরুষটির সঙ্গে যুদ্ধে বাধা দিয়ে আমাকে বড়ই বিরক্ত করচে। (চন্দ্রকেতুর অভিমুখে পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—(সুমন্ত্রের প্রতি) আর্য্য! দেখ দেখ—এটি দেখ্‌বার বিষয়। বালকটি

আশ্চর্য্য দর্পের ভরে, লক্ষ্যবদ্ধ আমা পরে,
পশ্চাতে আক্রমে ও'রে মম সেনাগণ।
দ্বিধা-বায়ু-সঞ্চালিত, ইন্দ্র-ধনুক-লাঞ্ছিত
এ হেন মেঘের শোভা করে গো ধারণ॥

সুমন্ত্র।—কুমার চন্দ্রকেতুই যথার্থ দেখ্‌তে জানেন। আমরা কেবল বিস্ময়েতেই অভিভূত।

চন্দ্রকেতু।—ভোভো রাজন্যবর্গ.

অগণিত অশ্বগজ-রথে সবে করি' আরোহণ,
সুদৃঢ় কবচে গাত্র সাবধানে করি' আবরণ,
বয়সে হইয়া জ্যেষ্ঠ, সুকুমার শিশুটির সনে
যুঝিছ কোমর বাঁধি—নাহি লজ্জা? ধিক্ সর্ব্বজনে!

লব।—(ক্ষোভের সহিত) কি! ইনি আবার আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচেন যে (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা এক কাজ করা যাক—সৈন্যগুলকে ততক্ষণ জৃম্ভক-অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত করে' রাখি, মিথ্যা কাল হরণ করে' কি হবে। (ধ্যানারম্ভ)

সুমন্ত্র।—একি! অকস্মাৎ আমাদের সৈন্যদের কলরব থেমে গেল কেন?

লব।—এঁকে যে এখন বড় গর্ব্বিত দেখ্‌চি।

সুমন্ত্র।—বৎস! বোধ হয় এ বালকটি জৃম্ভক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে।

চন্দ্রকেতু।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আঁধার বিদ্যুৎ-আলো
ভীষণ এ অস্ত্রটিতে একাধারে যেন সমাবেশ।
উহার প্রভাবে নেত্র
নিমিলিয়া উন্মিলয়ে, দেখিবারে পায় বড় ক্লেশ।
যেন চিত্রটির মত
সমস্ত এ সৈন্য দেখ পড়ে' আছে স্পন্দহীন-মূর্ত্তি।
তাই বলি নিশ্চিত এ
অজেয় জৃম্ভক-অস্ত্র রণস্থলে পাইতেছে স্ফূর্ত্তি॥

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালের লতাকুঞ্জে পুঞ্জিত যে তমোরাশি
কৃষ্ণবর্ণ তাহার মতন।
উত্তপ্ত পিত্তলপিণ্ড উদ্গারে পিঙ্গল জ্যোতি
সেইরূপ দীপ্তি সুভীষণ।
প্রলয়-উদয়ে যেন প্রভঞ্জন ভীম দুর্ণিবার
বিক্ষেপিছে ইতস্তত জৃম্ভক সকল।
মিলিত-বিদ্যুৎ-মেঘে সুপিঙ্গল গহ্বর যার
হেন বিন্ধ্যচূড়া যেন ছায় নভস্তল॥

সুমন্ত্র।—আচ্ছা, ইনি জৃম্ভকাস্ত্র পেলেন কোথা থেকে?

চন্দ্রকেতু।—বোধ হয় ভগবান বাল্মীকির কাছ থেকে।

সুমন্ত্র।—বৎস! কৈ, তিনি তো অস্ত্র ব্যবহার করেন না, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্র তো নয়ই। কেননা এ গুলি
কৃশাশ্ব-উদ্ভব-অস্ত্র, বিশ্বামিত্র পাইলেন পরে।
বিশ্বামিত্র সঁপিলেন শিষ্য বলি' রামচন্দ্র-করে।

চন্দ্রকেতু।—কৃশাশ্ব ব্যতীত, তপোধন যাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে নিজেই মন্ত্রদ্রষ্টা হয়ে ওঠেন, তাঁরাও বিনা উপদেশে কখন কখন এই সকল অস্ত্র লাভ করেন।

সুমন্ত্র।—বৎস সাবধান হও—বীরবর খুব নিকটে এসেছেন।

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি) আহা! কুমারের কি সৌম্য মুখশ্রী! (স্নেহ ও অনুরাগের সহিত নিরীক্ষণ)

সহসা মিলন-বশে,
অথবা প্রবলতর গুণ-আকর্ষণে,
পূর্ব্ব-জন্ম-পরিচয়ে,
কিম্বা কোন অবিদিত আত্মীয়-বন্ধনে,
যে কোন কারণে হোক্, আমার এ সমুৎসুক মন
হয়েছে ইঁহার প্রতি নিতান্তই প্রণয়-প্রবণ॥

সুমন্ত্র।—প্রাণীদের ধর্ম্মই প্রায় এই, একজনের মনে অপরের প্রতি হঠাৎ কেমন একটা প্রণয়ভাবের সঞ্চার হয়, লোকে তাকে "তারা মৈত্রক" কিম্বা "চক্ষুরাগ" বলে' নির্দ্দেশ করে। আবার একে অনির্ব্বচনীয় অহেতুক প্রীতিও বলা যেতে পারে।

অহেতু প্রণয় যার
সে প্রণয় কভু নাহি হয় নিবারণ।
স্নেহময় তন্তু দিয়া
সে যে করে অন্তরের বন্ধন গ্রন্থন॥

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি)
"রাজলক্ষ্মী"-অধিকৃত যাহার শরীর
কেমনে মিলিবে তাহে আমাদের তীর?

আলিঙ্গিতে ওই অঙ্গ আমি যে তৃষিত,
তারি আশে এবে মোর তনু পুলকিত।
কিন্তু দেখিতেছি এঁর রণে দৃঢ় মতি,
অস্ত্র বিনা তবে মোর আছে কিবা গতি ?
হেন বীর-পরে যদি অস্ত্র নাহি তুলি,
বৃথা তবে অস্ত্র মোর, তাও আমি বলি।
অস্ত্রাহত হয়ে যদি ত্যজি আমি রণ,
উনি বা কি বলিবেন বলতো তখন !
বীরের সংগ্রামে এই দারুণ নিয়ম
প্রণয়ের পথে করে বিঘ্ন উৎপাদন ॥

সুমন্ত্র।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া সজল নয়নে স্বগত) হৃদয় ! কেন অন্য প্রকার ভাবচ ?

আশার বীজটি মোর পূর্ব্বেই যে বিদলিত,
লতা ছিন্ন হলে' কোথা পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত ?

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য সুমন্ত্র ! আমি রথ থেকে নেবে যাই।

সুমন্ত্র।—কেন ? কি জন্য ?

চন্দ্রকেতু।—এই পূজনীয় বীর-পুরুষ যে ভূতলে রয়েছেন। তা হলে ক্ষাত্রধর্ম্মও পালন করা হয়, কেন না শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, পাদচারীর সহিত রথারোহিদের কখনও যুদ্ধ করা উচিত নয়।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এ যে বড় বিপদেই পড়লেম দেখছি।

কেমনে নিষেধ করি
নাহি এই অনুষ্ঠান আজাবধি জানে

দুঃসাহসী কাজ এই
কুমারে করিতে আমি বলিব কেমনে ?

চন্দ্রকেতু।—যখন পিত্রাদি গুরুজনেরাও, ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে, পিতার পরম বন্ধু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করে' থাকেন, তখন আপনি কেন এত চিন্তিত হচ্চেন ?

সুমন্ত্র।—আপনার এই জিজ্ঞাসা সঙ্গত বটে।
সংগ্রামেরই এই নীতি, এই ধর্ম্ম সনাতন।
রঘুসিংহদেরই এই, বীর-রীতি-আচরণ ॥

চন্দ্রকেতু।—এ কথা আর্য্যেরই অনুরূপ।
ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবচন
আপনি-ই জানেন সব রঘুকুল-আচরণ ॥

সুমন্ত্র।—(সস্নেহ সজল নয়নে আলিঙ্গন করিয়া)
বৎস লক্ষণের আজি বয়স কতই
এরই মধ্যে হইলেন ইন্দ্রজিৎ-জয়ী।
তার পুত্র তুমি ধরিয়াছ বীর-বৃত্তি,
দশরথ-বংশে আছে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ॥

চন্দ্রকেতু।—(কষ্টে)
রঘু-জ্যেষ্ঠ অপ্রতিষ্ঠ সন্তান-অভাবে,
কুলের প্রতিষ্ঠা তবে কেমনে সম্ভবে।
এই দুঃখে পিতৃব্যেরা সেই তিন জন
অতি কষ্টে দিনরাত করেন যাপন ॥

সুমন্ত্র।—ওহোহো! চন্দ্রকেতুর এই কথাগুলি কি হৃদয়-বিদারক!

লব।—এ কি অদ্ভুত বিপ্রভাব!

চন্দ্রোদয় হলে যথা আনন্দিত হয় কুমুদিনী
ওঁরে হেরি' নেত্র মম প্রফুল্লিত হইল তেমনি ।
কিন্তু এবে বাহু মোর ধরিয়া ভীষণ ধনুর্ব্বাণ,
সুকর্কশ জ্যা-নির্ঘোষে আকাশ করিয়া কম্পমান
ঘোর বীর-রসে মাতি, করি' নিজ বীরত্ব প্রকাশ
প্রবৃত্ত হয়েছে রণে বীরবরে করিতে বিনাশ ॥

চন্দ্রকেতু ।—(নামিয়া) আর্য্য ! আমি সূর্য্য-সন্তান চন্দ্রকেতু, আপনাকে অভিবাদন করি ।

শাশ্বত বরাহদেব বিজয়ার্থ করুন বিধান
অজেয় পবিত্র তেজ তোমা প্রতি করুণ সমান ॥

তা ছাড়া—

তব গোত্র-পিতা দেব সহস্র-কিরণ
রণ-মাঝে প্রফুল্ল রাখুন তব মন ।
তব গুরুজন-গুরু বশিষ্ঠ মহান্
বিজয়-আশ্বাস তোমা করুন প্রদান ।

ইন্দ্র বিষ্ণু অগ্নি বায়ু
গরুড়ের ধর তুমি প্রভাব হুজয় ।
রাম লক্ষ্মণের সেই
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ-মন্ত্রে লভহ বিজয় ॥

লব ।—রথে থেকে আপনার বেশ শোভা হচ্চে—আমায় আর এত আদর করে' কাজ নেই ।

চন্দ্রকেতু ।—তবে আপনিও আর একটি রথে উঠুন ।

লব ।—আর্য্য ! ওঁকে পুনর্ব্বার রথে উঠিয়ে দিন্ ।

সুমন্ত্র।—তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধটি রাখ।

লব।—আপনার বুকের যে কোন উপকরণই থাক্ না কেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা অরণ্যবাসী, আমরা রথের ব্যবহারে অনভ্যস্ত।

সুমন্ত্র।—বৎস, আমি দেখ্‌ছি, দর্প ও সৌজন্যের যথোচিত ব্যবহার তুমি জান। যদি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্র এ সময়ে তোমাকে দেখ্‌তে পেতেন তাহলে স্নেহেতে তাঁর শরীর একেবারে আর্দ্র হয়ে যেত।

লব।—আর্য্য! শোনা যায় সেই রাজর্ষি নাকি অতি সুজন।

(সলজ্জভাবে)

আমরাও নহি জেনো যজ্ঞ-বিঘ্নকারী,
সে রাজার গুণ কে না গায় নর নারী?
অশ্বরক্ষকের সেই দুঃসহ বচন
রোষানল মনে মোর করে উদ্দীপন।
সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলে করে তিরস্কার,
ক্ষত্র হয়ে কে সহিবে সে কথা তাহার?

চন্দ্রকেতু।—(সস্মিত) আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রবল প্রতাপ আপনার অসহ্য হল কেন?

লব।—অসহিষ্ণুতার কারণ থাক্ বা নাই থাক্, আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাজা রাঘব নাকি নিরহঙ্কার—তাঁর প্রজাদের মধ্যেও নাকি কোন অহংকার নেই—তবে তাঁর লোকজনেরা এরূপ অনর্থক রাক্ষসী-বাক্য প্রয়োগ করে কেন বলুন দিকি?

উন্মত্ত গর্ব্বিত বাক্যে ঋষিগণ বলেন "রাক্ষসী"।
সর্ব্ব-শত্রুতার মূল সেই সে অলক্ষ্মী সর্ব্বনাশী।
তাই লোকে সর্ব্বদাই নিন্দা করে এরূপ বচনে,
তেমনি তো অন্য বাক্যে সাধুবাদ করে সর্ব্বজনে।
অলক্ষ্মীরে করে দূর, পূর্ণ করে মন-অভিলাষ,
কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে, দুষ্কৃতিরে করয়ে বিনাশ,
সর্ব্বমঙ্গলের মূল, সুকল্যাণী কামধেনু-প্রায়
সত্যপ্রিয় বাক্য সেই, ধীরেরা সুনৃত বলে যায়॥

সুমন্ত্র।—ইনি মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বভাব। আর যে কথা বল্লেন তাতে এঁকে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

লব।—(চন্দ্রকেতুর প্রতি) আপনি যে জিজ্ঞাসা করচেন, আপনার জ্যেষ্ঠতাতের অপরিসীম প্রতাপে আমার এত অসহিষ্ণুতা কেন?—ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্য-বীর্য্যের কোনরূপ সীমা-নিয়ম আছে কি?

চন্দ্রকেতু।—দেবোপম ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রকে জানেন না তা কি হবে। ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন—অতিপ্রসঙ্গে আর কাজ নাই।

সামান্য সৈন্যেরে বধি'
করিয়াছ তেজ প্রদর্শন।
জামদগ্ন্য-জয়ী রামে
বোলোনাকো উদ্ধত বচন॥

লব।—(সহাস্য) আর্য্য! তিনি জামদগ্ন্যকে জয় করেছেন, এ আর বেশি কথা কি হল?

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, কেনা তাহা জানে?
ক্ষত্রিয়েরই বাহুবল সর্ব্বলোকে মানে।
শস্ত্রগ্রাহী দ্বিজোত্তম জামদগ্ন্যে করিয়া বিজয়
বল দেখি সেই রাজা কিসে হল স্তুতির বিষয়?

চন্দ্রকেতু।—(সরোষে) আর্য্য! আর্য্য! আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কাজ নেই।

কেরে নব অবতার মানবের মাঝে,
জামদগ্ন্য বীর শ্লাঘ্য নহে যার কাছে?
তাতের চরিত পুণ্য যে জন জানে না,
যে তাত দেছেন বিশ্বে অভয়-দক্ষিণা॥

লব।—রঘুপতির চরিত্র ও মহিমা কে না জানে বলুন—যদিও সে বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে—তা থাক্—ও কথায় আর কাজ নেই।

বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা মম, তাঁদের চরিত
আমার বিচার করা নহেক উচিত।
থাকুন আছেন যাহা, কে করে গো মানা?
বর্ণনায় কিবা ফল—ঢের আছে জানা।
তাড়কা বধেও তাঁর
যশকীর্ত্তি লোক-মাঝে অটুট অক্ষয়।
খর-সনে যুদ্ধে তিনি
তিন পা হটেন পিছু—তবু তাঁরি জয়

যে কৌশলে বালিরাজে
গুপ্তবাণে করেন নিধন
কেনা জানে সেই কথা
জানে তাহা জগতের জন ॥

চন্দ্রকেতু।—কি! মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য হয়ে তুমি আমার জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দা কর?—তোমার ভারি অহঙ্কার দেখ্ছি।

লব।—ইস্! আমার উপর যে আবার ভ্রুকুটি করা হচ্চে!

সুমন্ত্র।—এঁদের দুজনের মধ্যে যে ভারি রাগারাগি হতে আরম্ভ হল।

বিপক্ষ দমনে দোঁহে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত,
উভয়েরি শিখাবদ্ধ হয় আন্দোলিত।
কোকনদ-সম নেত্র একেতো লোহিত,
সে বরণ আরো যেন রোষে দ্বিগুণিত।
ভ্রুকুভঙ্গ অকস্মাৎ সুব্যক্ত বদনে,
কলঙ্ক-লাঞ্ছন যেন শশাঙ্ক-আননে।
কিম্বা যেন মনে হয় কমল-উপরি
উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ॥

কুমারদ্বয়।—তবে এখন, এখান থেকে যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্রে নামা যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

কুমার-বিক্রম নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

উজ্জ্বল বিমানারোহণে বিদ্যাধর-মিথুনের প্রবেশ।

বিদ্যাধর।—অহো! সহসা এই দুটি সূর্য্যবংশীয় বালকের মধ্যে কি প্রচণ্ড যুদ্ধই বেধেছে! উভয়-শরীরেই ক্ষত্রতেজ প্রজ্জ্বলিত। প্রিয়ে দেখ দেখ :—

ঝনং ঝনৎ ঝন কঙ্কণের ধ্বনি সম
কিঙ্কিনী বাজিছে সব ধনুকের গায়।
তাহে পুন শিঞ্জিনী ঘোর-শব্দ-নিনাদিনী
ভীম কোলাহলে তার চারিদিক ছায়।
ধনু করি বিস্ফারিত, বীরদ্বয় অবিরত
নিঃক্ষেপিছে চারিদিকে প্রজ্বলন্ত বাণ।
রণোৎসাহে উত্তেজিত, শিখাশিরে আন্দোলিত
ক্রমে বাড়ে লোকত্রাস ভীষণ সংগ্রাম।
দোঁহারি মঙ্গল তরে ওই দেখ স্বর্গপরে
দেব-ভেরী বাজে মেঘ-গর্জ্জন সমান॥

প্রিয়ে তবে, ঐ বীরদ্বয়ের উপর, অবিরল-ললিত-বিকচ কনক কমলে সুশোভিত, মন্দারাদি অমর-তরুগণের তরুণ-মণি-মুকুল-সমন্বিত সুন্দর মকরন্দ-সুরভিত পুষ্পরাশি বর্ষণ করতে আরম্ভ কর।

বিদ্যাধরী।—একি! হঠাৎ আকাশে অমন পিঙ্গল-বর্ণ বিদ্যুচ্ছটার আবির্ভাব হল কেন?

বিদ্যাধর।—তাই তো, একি হল আজ!

বিশ্বকর্ম্মা শানযন্ত্রে শানিলে যেমন
মার্ত্তণ্ড ধরিয়াছিল উজ্জ্বল কিরণ
সেইরূপ এ যে দেখি, কিম্বা ত্রিলোচন
ললাটের নেত্র বুঝি করে উন্মীলন ॥

(চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, বৎস চন্দ্রকেতু যে আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করেছেন এ তারই অগ্নিচ্ছটা। দেখ এখন

বিমান-মণ্ডলগুলি
কোথায় করেছে পলায়ন।
পুড়িয়া চামর, ধ্বজা,
ধরিয়াছে বিচিত্র বরণ।
অনলের শিখা লাগি
ধ্বজাদের পটপ্রান্তভাগ
ক্ষণকাল তরে যেন
ধরিয়াছে কুঙ্কুমের রাগ ॥

আশ্চর্য্য!

কি ভীষণ ভাবেই অগ্নিদেব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করচেন। প্রচণ্ড বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের বিস্ফুলিঙ্গ যেমন মুহুর্ম্মহু নির্গত হয়, এও ঠিক্ সেইরূপ। লেলিহান্ অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী উত্তাল জ্বালা-জিহ্বা নির্গত করে' কি ভীষণ রূপই ধারণ করেছে—উঃ চারিদিকে কি প্রচণ্ড উত্তাপ! এই বেলা প্রিয়াকে আমার অঙ্গের মধ্যে আবৃত করে' একটু দূরে প্রস্থান করি। (তথা করণ)

বিদ্যাধরী।—আহা! নাথের এই বিমল মুক্তামালার মত শীতল

স্নিগ্ধ নধর অঙ্গের সুখ-স্পর্শে আমার চক্ষু ক্রমে মুদিত হয়ে আস্‌চে। এখন যেন উত্তাপ আর কিছুই অনুভব হচ্চে না।

বিদ্যাধর।--প্রিয়ে! আমি তোমাকে কি এমন যত্ন করেছি। তবে কি না—

কিছু নাহি করিলেও
সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন।
কি সামগ্রী সেই তার
যে যাহার নিজ প্রিয়জন॥

বিদ্যাধরী।—একি আবার! ময়ূরকণ্ঠের মত শ্যামল মেঘে সমস্ত আকাশ যে ছেয়ে গেল। আর চকিত বিদ্যুল্লতা চারিদিকে যেন উল্লাসভরে খেলিয়ে বেড়াচ্চে—হঠাৎ এরূপ হল কেন?

বিদ্যাধর।—প্রিয়ে এ কি জান? কুমার লব যে বরুণ-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তারই প্রভাবে এইরূপ হয়েছে। একি! অনবরত বারিধারা বর্ষণে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যে সব নির্ব্বাণ হয়ে গেল!

বিদ্যাধরী।—তা ভালই হয়েছে।

বিদ্যাধর।—হায় হায়! সকল বস্তুরই অতিশয়টা দোষের হয়ে পড়ে। ঘোর-গর্জন ঘন-ঘটার নীরন্ধ্র অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। যেন মহাদেব বিশ্বসংহারকে একেবারেই গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়ে নিজের বিশাল মুখ-গহ্বর উন্মীলিত করেচেন—যেন যুগান্তরীন-যোগনিদ্রা-নিমগ্ন নারায়ণের নিরুদ্ধ উদরে প্রাণীগণ প্রবিষ্ট হয়ে থর-থর কম্পমান। কিন্তু এ কি! আবার বায়ু যে সহসা প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্চে। সাধু! বৎস চন্দ্রকেতু সাধু! উপযুক্ত সময়েই বায়বাস্ত্র প্রয়োগ করেছ।

মায়ার প্রপঞ্চ যথা *

তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মে হ'য়ে যায় লয়

সেইরূপ বায়বাস্ত্রে

উড়াইয়া দিলে তুমি মেঘ-সমুদয় ॥

বিদ্যাধরী।—নাথ! যিনি সবেগে হাত তুলে উত্তরীয়-অঞ্চল ঘোরাতে ঘোরাতে মধুর বাক্যে দূর হতে এঁদের দুজনকেই যুদ্ধ করতে নিষেধ করচেন, আর ক্রমে ওঁদের মাঝখানে এসে রথ নামাচ্চেন, উনি কে বল দিকি?

বিদ্যাধর।—(দেখিয়া) উনি রঘুপতি, শম্বুক বধ করে' ফিরে আস্‌চেন।

মহা পুরুষের বাক্য করিয়া শ্রবণ

সেই অনুরোধে উভে থামাইলা রণ।

লব শান্ত—চন্দ্রকেতু করিল প্রণাম,

পুত্র সম্মিলনে হোক্ রাজার কল্যাণ ॥

এস তবে আমরা এখান থেকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

রাম, লব ও প্রণত চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

রাম।—(পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ করিয়া)

দিনকর-কুলচন্দ্র

চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণ-নন্দন!

হেথা আসি হর্ষ-ভরে

দাও মোরে গাঢ় আলিঙ্গন।

হিমখণ্ড-সম তব
সুশীতল অঙ্গের পরশে
চিত্তের সন্তাপ মম
শীঘ্র আসি' শমিত করসে ॥

(উঠাইয়া সস্নেহে এবং সজল নয়নে আলিঙ্গন) দিব্য অস্ত্র পেয়ে অবধি তুমি তো এখন নিরাপদ?—তোমার তো সমস্ত কুশল?

চন্দ্রকেতু।—আজ্ঞা হাঁ! দেখুন এই প্রিয়-দর্শন লব কি অলোকিক কাণ্ড করেছেন! এঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি পরম সুখী হয়েছি। এখন আমার নিবেদন এই, আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ, তার চেয়েও অধিক স্নেহ-দৃষ্টিতে এই মহাবীরকে আপনি দেখুন।

রাম।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! বৎস চন্দ্রকেতুর বয়স্যের আকৃতিটি কেমন গম্ভীর!

লোক-পরিত্রাণ হেতু
ধনুর্ব্বেদ করে কিগো মূরতি ধারণ?
কিম্বা বেদ রক্ষা তরে
ক্ষাত্রধর্ম্ম করে কি গো শরীর গ্রহণ?
শক্তির সমষ্টি কিম্বা
এক স্থানে পুঞ্জীকৃত গুণ-সমুদয়,
বিশ্ব-পুণ্যরাশি কিম্বা
করিয়াছে কি গো ওই দেহের আশ্রয়?

লব।—অহো! এই মহাপুরুষের দর্শনে আমি যেন অন্তরে কেমন একপ্রকার পুণ্য অনুভব করচি। ইনি যেন

আশ্বাস বাৎসল্য ভক্তি
এ তিনের একাধার, অতীব মহান্।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরমের
সাক্ষাৎ প্রসাদ যেন হেরি মূর্ত্তিমান॥

আশ্চর্য্য!

দেখিয়া ইঁহারে শান্ত বিরোধ-বিদ্বেষ,
গাঢ় ভক্তি হৃদে আসি' করিল প্রবেশ।
ঔদ্ধত্য চলিয়া গেল, আইল বিনয়,
অধীনতা আসি' যেন অন্তরে উদয়।
সহসা এ ভাব কেন, কিছু তো বুঝি না।
তীর্থ-সম মহতের এমনি মহিমা॥

রাম।—কি আশ্চর্য্য! এ বালকটিকে দেখে যে একেবারেই আমার দুঃখের শান্তি হল। অন্তরাত্মাও যেন কোন বিশেষ কারণে আর্দ্র হয়ে গেল। কিন্তু স্নেহ যে কোন কারণের অপেক্ষা করে, এ কথাও অপ্রামাণিক।

অন্তরের মধ্যে কোন আছয়ে কারণ
যাতে হয় পরস্পরে স্নেহের বন্ধন।
স্নেহ বাঁধে গূঢ় সূত্রে হৃদয়ে হৃদয়,
বাহ্য উপাদানে কভু না করে আশ্রয়
উদিলে ভাস্কর, পদ্ম হয় বিকসিত,
শশির উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত॥

লব।—চন্দ্রকেতু! ইনি কে?

চন্দ্রকেতু।—প্রিয় বয়স্য! ইনিই আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—তবে সম্পর্কে আমারও ধর্ম্মতাত। কেন না আপনি আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। কিন্তু রামায়ণে তো চারজন মহাত্মার কথা লেখা আছে—তাঁরা সকলেই তো আপনার তাতশব্দবাচ্য। তবে বিশেষ করে' বলুন দেখি ইনি আপনার কে?

চন্দ্রকেতু।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—(উল্লাসের সহিত) কি! রঘুনাথ? আমার আজ কি সুপ্রভাত, আজ দেবের দর্শন পেলেম। (বিনয় ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)—আমি বাল্মীকি-শিষ্য লব, আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—আয়ুষ্মন্! এসো এসো (সস্নেহে আলিঙ্গন) হয়েছে হয়েছে—অতিরিক্ত বিনয়-সৌজন্যে প্রয়োজন নাই। এসো—তুমি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দেও।

প্রস্ফুটিত পরিপুষ্ট কমলের দলসম
অঙ্গের পরশ তব সরস কোমল।
চন্দ্রমা চন্দন-রস বিগলিত কিম্বা যেন
এমনি সরস আহা স্নিগ্ধ সুশীতল!

লব।—(স্বগত) কোন কারণ নেই তবু আমার প্রতি এঁদের এরূপ স্নেহ। আর এই মূর্খেরা আমার সঙ্গে কিনা শত্রুতাচরণ করে। দেখ না, অনর্থক আমাকে অস্ত্রধারণ করালে, আর এই ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত করলে (প্রকাশে) তাত! এখন লবের এই অজ্ঞতা ক্ষমা করুন।

রাম।—বৎস! তোমার কি অপরাধ?

চন্দ্রকেতু।—অশ্বরক্ষীদের মুখে আপনার অসীম প্রতাপের কথা শুনে' ইনি এই অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেছেন।

রাম।—এইরূপ বীরত্বই তো ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার।

তেজস্বী অন্যের তেজ
কিছুতেই পারে না সহিতে,
ইহা তার স্বাভাবিক,
কৃত্রিমতা নাহি কোন ইথে।
ভাস্কর, কিরণে যদি
অবিরত করয়ে দহন,
পরাভূত সূর্য্যকান্ত
তবু করে অগ্নি উদগীরণ॥

চন্দ্র।—আর ক্রোধও যথার্থ এঁকেই শোভা পায়। (রামের প্রতি) দেখুন তাত, প্রিয় বয়স্য যে জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তাতে সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে একেবারে নিশ্চল ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

রাম।—(দেখিয়া) বৎস লব! তুমি অস্ত্রগুলি সংহরণ করে' লও। আর ঐ সৈন্যেরা নিশ্চেষ্ট হওয়ায় লজ্জিত হয়েছে—চন্দ্রকেতু! তুমি গিয়ে ওদের সান্ত্বনা করে' এসো।

লব।—যে আজ্ঞা (ধ্যানে মগ্ন হইয়া)

চন্দ্রকেতু।—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

লব।—এই দেখুন, অস্ত্রের আর প্রভাব নাই।

রাম।—বৎস! জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার মন্ত্রাধীন এবং গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ।

ব্রহ্মা-আদি পূর্ব্ব-গুরু
বেদ-মন্ত্র রক্ষার উদ্দেশে

সহস্র বৎসর ধরি'
তপস্যা করিয়া অবশেষে
দেখিলেন, অস্ত্রগুলি
সম্মুখে আসিয়া অধিষ্ঠান
—সাক্ষাৎ তপস্যা-ফল,
তপ-তেজ যেন মূর্ত্তিমান ॥

পরে ভগবান্ কৃশাশ্ব সহস্রাধিক বৎসরের শিষ্য, কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্রকে এই মন্ত্রঘটিত সমস্ত রহস্যের উপদেশ দিলেন। পরে বিশ্বামিত্রই আবার এই অস্ত্র আমাকে দেন। এই রূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অস্ত্রগুলি অন্তের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বৎস! তুমি এটি কোন্ সম্প্রদায় থেকে পেলে?

লব।—এ অস্ত্রগুলি আমাদের দুজনের নিকট আপনা হতেই প্রকাশ হয়েছে।

রাম।—(চিন্তা করিয়া) তবে বোধ হয় কোন বিশেষ পুণ্য-ফলে তোমরা এই শক্তি অর্জন করেছ। আচ্ছা "আমাদের দুজনের" এ কথা বল্‌চ কেন?

লব।—আমরা দুই যমজ ভাই।

রাম।—দ্বিতীয়টি কে?

নেপথ্যে।

ভাণ্ডায়ন!
কি বলিছ, কি বলিছ?
লব সনে রাজসৈন্য করিছে সংগ্রাম।
আজ তবে ধরা হতে
লোপ হবে "রাজা" এই নাম

—ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রানল
একেবারে হইবে নির্ব্বাণ॥

রাম।—ইন্দ্রমণি-শ্যামকান্তি
কে গো এ বালক হেথা হয় উপনীত?
শুনি ওর কণ্ঠধ্বনি
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে মোর হয় রোমাঞ্চিত।
নবনীল-জলধর
করিলে গগন-তলে গভীর গর্জ্জন
কদম্ব-মুকুল-গাত্রে
অকস্মাৎ হয় যথা কণ্টক দর্শন॥

লব।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ, আর্য্য কুশ। এখন ইনি ভরত মুনির আশ্রম থেকে ফিরে এলেন।

রাম।—(সকৌতুকে) বৎস! ওঁকে এইদিকে ডাকো।

লব।—যে আজ্ঞা।

(পরিক্রমণ)

কুশের প্রবেশ।

সপ্ত মনু বৈবস্বত
তাঁহা হতে করিয়া গণনা
দিয়াছেন চিরকাল
ইন্দ্রে যাঁরা অভয় দক্ষিণা,
গর্ব্বিতেরে শাসিবারে
ক্ষত্র-তেজ করেন দীপিত

সেই সূর্য্যবংশী-সনে
যদি হয় যুদ্ধ উপস্থিত,
তবেই এ ভীম ধনু
—সুরঞ্জিত-কিরণ-উজ্জ্বল—
সংগ্রামে হইবে ধন্য
—সর্ব্ব অস্ত্র হইবে সফল ॥
(উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)
এ ক্ষত্রিয় শিশুটির
বীর্য্য পৌরুষের কেবা করে পরিমাণ ?
দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় যেন
ত্রিভুবন-বল-রাশি করে তৃণ জ্ঞান।
গতিভঙ্গি এমনি গো গম্ভীর উদ্ধত,
প্রতিপাদক্ষেপে যেন ধরা হয় নত।
বালকটি সারবান পর্ব্বত-সমান,
বীর-রস কিম্বা দর্প যেন মূর্ত্তিমান ॥

লব।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্ আর্য্যের!

কুশ।—কি সংবাদ ভাই—যুদ্ধ নাকি?

লব।—সে অতি সামান্য। যা হোক্, কিন্তু আপনি গর্ব্বিত ভাব পরিত্যাগ করে' এঁর কাছে বিনয় অবলম্বন করুন।

কুশ।—কেন বল দেখি?

লব।—ইনি দেব রঘুপতি। ইনি আমাদের বড়ই স্নেহ করেন আর আপনাকে দেখ্‌বেন বলে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

কুশ।—(চিন্তা করিয়া) কি! যিনি রামায়ণের নায়ক ও বেদের রক্ষকর্ত্তা?

লব।—হাঁ তিনিই।

কুশ।—তিনি যথার্থই পুণ্য-দর্শন। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে কিরূপ ভাবে যাব তাতো কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে।

লব।—লোকে গুরুর কাছে যে ভাবে যায় সেই ভাবে।

কুশ।—অমন করে' যেতে হবে কেন ভাই?

লব।—উর্মিলার পুত্র চন্দ্রকেতু মহাত্মা লোক—অতি সুজন। তিনি অনুগ্রহ করে' আমাকে প্রিয় বয়স্য বল্লেছেন। তাই, সেই সম্বন্ধে রাজর্ষি রামচন্দ্রও আমাদের ধর্ম্মতাত।

কুশ।—ক্ষত্রিয় হলেও সম্প্রতি এঁর কাছে বিনয় কোন দোষের নয়।

লব।—এই দেখুন সেই মহাপুরুষ। এঁর আকার, প্রভাব, গাম্ভীর্য্য দেখ্‌লেই বোধ হয়, এঁর চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ।

কুশ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো!

আকৃতি কি অমায়িক
আরও কিবা প্রভাব পবিত্র!
—বাল্মীকি-ভারতীর
উপযুক্ত নায়ক-চরিত্র॥

(নিকটে আসিয়া) তাত! আমি বাল্মীকির শিষ্য কুশ—আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—এসো বৎস এসো।

সজল-জলদ-স্নিগ্ধ
তব অঙ্গ-আলিঙ্গন তরে
উৎসুক হইয়া আছে
মন মোর বাৎসল্যের ভরে॥

(আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এটি কি আমার পুত্র?

সর্ব্ব অঙ্গ হতে ঝরি'
যেন বয় দেহের সমস্ত স্নেহ-সার
অথবা চৈতন্য মম
বাহিরে আসিয়া যেন ধরেছে আকার।
প্রগাঢ় আনন্দে হৃদি হয়ে বিগলিত
সেই স্নেহ-রসে একি হয়েছে সৃজিত ?
যেন হয় অনুভব ও অঙ্গ-পরশে
গাত্র মোর হয় সিক্ত অমৃতের রসে॥

লব।—তাত! সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে, আপনি এই সাল-গাছের ছায়াতে একটু বসুন।

রাম।—আচ্ছা বৎস! তোমার যা অভিরুচি।

(সকলের পরিক্রমণ ও উপবেশন)

রাম।—(স্বগত) অহো!

অতি নম্র হইলেও
চলা-ফেরা বসার ভঙ্গিমা
সকলি করিয়া দেয়
উহাদের রাজত্ব সূচনা।
রত্ন যথা সমুজ্জ্বল সুচারু আলোকে,
মকরন্দ-বিন্দু যথা পঙ্কজ-কোরকে,
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে কিবা তনু বিভূষিত,
রূপের লাবণ্যে আহা ভুবন মোহিত॥

আর, রঘুবংশীয় বালকদের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলে' বোধ হয়।

পূর্ণকায় কপোতের কণ্ঠের সমান
শ্যামল বরণ
বৃষ-তুল্য স্কন্ধদেশ, সুন্দর সুঠাম
অঙ্গের গঠন।
শান্ত পশুরাজ-সম দৃষ্টি অতি স্থির,
মাঙ্গল্য-মৃদঙ্গ-সম সুস্বর গম্ভীর॥
(আরও সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

শুধু যে আমার শরীরের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে তা নয়—তা ছাড়া

সূক্ষ্মরূপে নেহারিলে হয় অনুভব
জানকীরও সম যেন দেহ-অবয়ব।
আবার করি গো যেন প্রত্যক্ষ দর্শন
সেই নব-পদ্ম-সম প্রিয়ার আনন।
মুক্তাস্বচ্ছ দন্ত সেই,
সেই দেখি কান্তি নিরমল,
সেই ওষ্ঠ-ভঙ্গিমাটি,
সেই চারু শ্রবণ-যুগল।
যদিও গো নেত্র-বর্ণ
রক্ত নীল পুরুষ-সুলভ,
প্রিয়া-নেত্র-সম তবু
সুখপ্রদ নয়ন-বল্লভ॥

আর এই তো সেই বাল্মীকির তপোবন। সীতাকে লক্ষ্মণ এইখানেই পরিত্যাগ করে যান্। এদের আকার-প্রকারও সেইরূপ

দেখ্‌চি। আবার জৃম্ভক অস্ত্রগুলিও এদের স্বতঃসিদ্ধ। কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচিনে। আর শোনা গেছে, এ অস্ত্র-শিক্ষা নাকি গুরুর উপদেশ ভিন্ন কখনই হতে পারে না। তবে আমি চিত্র-দর্শনের সময় যে বলেছিলেম, অস্ত্রগুলি শেষে ওদের গিয়ে বর্ত্তাবে, তাই বা হয়েছে। আর, লব কুশকে দেখবামাত্রই আমার মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়েছিল; এতেও আমার ব্যাকুল আত্মা আশ্বাসিত হচ্চে। আর একটা কথা, তখন দেবীর গর্ভ যে দ্বিধা-বিভক্ত ছিল, তাও আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলেম।

অনেক দিবসাবধি
করি' বাস উভে একত্রিত,
পূর্ব্বজাত অনুরাগ
ক্রমে ক্রমে হয় গো বর্দ্ধিত।
সুবিজনে থাকিয়াও
স্বাভাবিক লাজে প্রিয়া জড়িত-নয়ন।
আমিই জানিনু আগে
করতল ধীরে ধীরে করি সঞ্চালন,
—গর্ভ-গ্রন্থি দ্বিধাভাবে বিভক্ত উদরে।
প্রিয়াও তা জানিলেন কিছু দিন পরে॥

(রোদন করিয়া) এখন এদের কি জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌ব?—কি উপায়েই বা জিজ্ঞাসা করি।

লব।—তাত! একি!

জগত-কল্যাণকর ও তব আনন
শিশিরাক্ত পদ্মসম হল যে এখন।

কুশ।—ভাই লব!

কিনা দুঃখ সহিছেন
রঘুপতি সীতার বিহনে॥
জগত অরণ্য যেন
প্রতিভাত বিরহী-নয়নে॥
অনন্ত সে অনুরাগ
—অনন্ত এ বিরহের ব্যথা॥
সুধাইছ যেন কভু
পড় নাই রামায়ণ-কথা॥

রাম।—(স্বগত) এদের দুজনের আলাপ নিঃসম্পর্কীয় লোকের মত মনে হচ্চে। তবে আর প্রশ্ন করে' কি হবে? রে দগ্ধ হৃদয়! অকস্মাৎ তোর এরূপ অধীরতা-পূর্ণ বিকার কেন উপস্থিত হল? হায়! আমার মনের এই আবেগ দেখে শিশুজনেরাও আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচে। যাহোক্, এখন এই মনের দুঃখ মনেতেই রাখি—আর প্রকাশ করব না। (প্রকাশে) বৎস! শুনেছি ভগবান বাল্মীকি নাকি অমৃত-নিঃস্যন্দিনী কবিতায় সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করেছেন, তার কিঞ্চিৎ শুন্‌তে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

কুশ।—সে সমস্ত রচনাই আমরা পাঠ করেছি। প্রথম কাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে বালকচরিত বর্ণনা-সময়ের এই দুইটি শ্লোক এখন আমার মনে পড়চে—

রাম।—বল বৎস বল।

কুশ।—"স্বাভাবিক গুণে সীতা ছিল প্রিয় রামের সদন,
নিজগুণে সীতা পুন সেই প্রীতি করিলা বর্দ্ধন।

শ্রীরামও ছিলেন প্রিয়-প্রাণাধিক সীতার অন্তরে
এইরূপ প্রীতি-বোধ অনিমেষে ছিল পরস্পরে ॥”

রাম।—কি দারুণ মর্ম্মভেদী কষ্ট! হা দেবি! তখন এইরূপই ছিল বটে। অহো! অকস্মাৎ দৈব দুর্বিপাকে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল—এখন কেবল সংসারের শোক-পর্য্যবসিত কঠোর ঘটনাগুলি আমাকে নিয়ত দগ্ধ করচে।

কোথা সে আনন্দ এবে,
কোথা সে বিশ্বাসপূর্ণ প্রণয়ের সুখ,
কোথা যত্ন পরস্পরে,
কোথা সেই গাঢ়তর আমোদ কৌতুক,
সুখে দুঃখে কোথা সেই
উভয়ের হৃদয়ের একতা-বিধান?
তবু প্রাণ দেহে আছে,
এ পাপের হবে নাকি কভু অবসান?

হায়! কি কষ্ট!—
অগণ্য লাবণ্য তাঁর
বিকসিত ছিল গো যখন
সে দুঃস্মরণীয় কাল
কেন আর করিয়া স্মরণ?
প্রিয়ার সে পয়োধর
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি' হলে অগ্রসর
অল্প দিনেরই মাঝে
ঈষৎ লভিল যবে বাল্যঅবসান,

মনে হল যেন আহা!

যৌবন, বাসনা, প্রেম হয়ে একত্রিত
মূর্ত্তিমান হয়ে হলে আসি সমুদিত!

কুশ।—মন্দাকিনী-তীরে ও চিত্রকূট-বনে বিহারের সময় সীতা-দেবীকে উদ্দেশ করে' রঘুপতি এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

সনমুখে শিলা-মঞ্চ
প্রসারিত আছে তোমা তরে।
বকুল তরুটি কিবা
চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি করে॥

রাম।—(লজ্জা হাস্য স্নেহ করুণার সহিত) শিশুটি দেখ্‌ছি অত্যন্ত সরলস্বভাব, তাতে আবার অরণ্য-বাসী। হা দেবি! সেই সময়ে আমরা কেমন বনে বনে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেম—এই সমস্ত পদার্থই তার সাক্ষী—এদের কি তোমার মনে পড়ে? উঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

হইয়া শীতল সিক্ত শ্রম-ঘর্ম্ম-জলে—
মন্দ মন্দ মন্দাকিনী-মারুত-হিল্লোলে
আকুল অলক তব পড়ে এলাইয়া,
—ললাট-ইন্দুর দ্যুতি যায়রে ঢাকিয়া।
কপোলে কুঙ্কুম নাহি তবুও উজ্জ্বল,
বিনা অলঙ্কারে চারু শ্রবণ-যুগল,
কি সৌম্য সুন্দর সেই চন্দ্রানন খানি।
—সকলি স্মরণ-পটে হেরি যেন আমি।

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সরোদনে)

এক-মনে এক-তানে
অবিরত করিলে গো ধ্যান,
প্রিয়জন চিত্রসম
মনমুখে হয় অধিষ্ঠান।
থাকিলেও চিরদিন সুদূর প্রবাসে
এইরূপে বিরহী জনেরে আশ্বাসে'।
সে ভ্রম ঘুচিলে ধরা জীর্ণারণ্য-সম,
তুষানলে যেন হয় হৃদয় দহন ॥

নেপথ্যে।

বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ঋষি,
কৌশল্যা, জনক, অরুন্ধতী,
শিশুদের যুদ্ধ শুনি'
আসিছেন হয়ে ভীত অতি।
অবিলম্বে আসা হেথা
তাঁহাদের মনোগত বাসনা একান্ত।
হতেছে বিলম্ব তবু,
জরাজীর্ণ বলি', আর, পথশ্রমে ক্লান্ত।

রাম।—কি! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী, আমার মাতৃদেবী, রাজর্ষি জনক এঁরা সবাই আসচেন? উঃ! কি রূপে এঁদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করি? (করুণ ভাবে দেখিয়া) ওহোহো! তাত জনকও এইদিকে আসচেন শুনে এ হতভাগ্যের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হচ্ছে।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ
রহিত হুটুব-সাজে হয়ে হৃষ্ট-চিত্ত

সীতার বিবাহ-কালে
মঙ্গল-উৎসব-সভা করেন স্থাপিত।
সে বিবাহ-সভামাঝে
তাতদ্বয় এক সঙ্গে হয়ে সমাগত
উৎসবে প্রমত্ত হয়ে
আমোদ-প্রমোদ দোঁহে করিলেন কত।
সে সখ্য দেখিয়া চক্ষে
পুন পিতৃ-সখার এ দশা-বিপর্য্যয়
কেন না শতধা হয়ে
বিদীর্ণ হইল মোর এ পাপ-হৃদয়?
অথবা রামের পক্ষে অসাধ্য কি আর
সমস্ত দুষ্কর কার্য্য সম্ভব তাহার॥

নেপথ্যে।

উঃ! কি কষ্ট!
শ্রীটি-মাত্র অনুমেয়, শোকে শীর্ণকায়
সহসা রামেরে হেরি' এরূপ দশায়
জনক মূর্চ্ছিত, পুন জ্ঞান হ'লে তাঁর
মাতৃগণ মূরছিতা হলেন আবার॥

রাম।—হা তাত! হা মাত! হা জনক!
জনক রঘুর কুল
উজলেছি যিনি সর্ব্বমঙ্গল-বিধান
সেই সীতাদেবী-পরে
কতই না অকরুণ হয়েছিল রাম।

সেই পাপী মোর প্রতি কেন গো অধুনা
বৃথা প্রদর্শন কর অযথা করুণা ?

যা হোক্, এখন ওঁদের অভ্যর্থনা করি। (উত্থিত হইয়া)

কুশ লব।—এই দিকে তাত—এই দিকে !

(আকুলভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।

ইতি কুমার-প্রত্যভিজ্ঞান নামক
ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

দৃশ্য—ভাগীরথী-তীরে রঙ্গভূমি

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আজ ভগবান্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পুরবাসী জনপদবাসী প্রভৃতি সমুদয় প্রজাবর্গ এবং আমাদিকেও আহ্বান করে', নিজ প্রভাবে দেবতা অসুর পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী এবং সর্প-জাতির অধিপতিদেরও নিমন্ত্রণ করে', স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আর্য্যও আমাকে এই আদেশ করেছেন যে "বৎস লক্ষ্মণ! ভগবান্ বাল্মীকি অপ্সরাদের দ্বারা স্বকৃত নাটকের অভিনয় করাবেন স্থির করে' আমাদের দেখ্‌বার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন। ভাগীরথী-তীরস্থ একটি মনোহর স্থান রঙ্গভূমির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করে' সভা সজ্জিত কর।" আমিও তাঁর আদেশ মত সমস্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রাণীদের নিমিত্ত যথোপযুক্ত আসন সংগ্রহ করে' এখানে স্থাপন করেছি।

রাজ্যাশ্রমে থাকি' আর্য্য
কষ্ট করি' মুনিব্রত করেন ধারণ।
রাখিতে বাল্মীকি-মান
ওই দেখ করিছেন হেথা আগমন॥

রামের প্রবেশ।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! রঙ্গ-দর্শকদের যথা স্থানে বসানো হয়েছে তো?

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা হাঁ।

রাম।—দেখ, বৎস লবকুশকে চন্দ্রকেতুর মত গৌরবের আসনে বসিয়ে দিও।

লক্ষ্মণ।—তাঁহাদের প্রতি আপনার স্নেহ দেখে আমরা পূর্ব্বেই তা করেছি। আর এই রাজাসন আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট, বসুন আর্য্য।

রাম।—(উপবেশন)

লক্ষ্মণ।—ওহে তোমরা এইবার আরম্ভ কর।

সূত্রধারের প্রবেশ।

"সূত্রধার।—সত্য-ইতিহাস-বক্তা ভগবান বাল্মীকী সমস্ত জগতের স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের এই কথা আদেশ করচেন যে "আমি ঋষি-চক্ষে দর্শন করে' যে অদ্ভুত করুণরসপূর্ণ পবিত্র সন্দর্ভটি রচনা করেছি তার গৌরব রক্ষার্থ আপনারা অবহিত হয়ে শ্রবণ করুন।"

রাম।—এতে এই বলা হচ্চে, যে-সকল মহর্ষিরা আর্ষ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত পদার্থতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁদের অব্যাহত প্রজ্ঞা-শক্তি অমৃতময় এবং রজোগুণের অতীত—কখনই মিথ্যা

হবার নয়। অতএব তোমরা তাঁদের কথা মিথ্যা বলে' সন্দেহ কোরো না।

নেপথ্যে।

"হা! আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! এই ঘোর অরণ্য-মধ্যে এই পূর্ণগর্ভা হতভাগিনীকে নিরাশ্রয় দেখে হিংস্র জন্তুরা ঐ দেখ গ্রাস করতে আসছে। উঃ! এর উপর আবার প্রসব-বেদনা! আর সহ্য হয় না—আমি এখনি ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিই।"

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) না জানি আরও কি কষ্ট আছে।

"সূত্রধার।—

পৃথিবী-তনয়া সীতা
বন-মাঝে পরিত্যক্তা হইয়া তখন
প্রসব-বেদনা-কষ্টে
করিলেন গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন।"

রাম।—হা দেবি! হা দেবি! লক্ষ্মণ! দেখ দেখ কি হল!

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! এ নাটকাভিনয়।

রাম।—হা দেবি! বনবাস-প্রিয়-সহচরি! রাম হতেই তোমার এই দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! সমুদয় অভিনয়টি আগে দেখুন।

রাম।—আচ্ছা এই দেখ, আমি আপনাকে বজ্রময় কঠিন করলেম। এখন আমি সমস্তই শুনতে প্রস্তুত।

এক-একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া
সীতাকে ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী
ভাগীরথীর প্রবেশ।

রাম।—ধর লক্ষ্মণ, আমায় ধর! আমি যেন অকস্মাৎ অননুভূত-পূর্ব্ব ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করচি।

"দেবীদ্বয়।—(সীতার প্রতি)

শান্ত হও সুকল্যাণি!
অদৃষ্ট হয়েছে এবে সুপ্রসন্ন তব
জল-অভ্যন্তরে দেখ
রঘুবংশ-পুত্র দুটি করেছ প্রসব।"

"সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বটে—দুটি পুত্র সন্তান প্রসব হয়েছে। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(রামের পদতলে পতিত হইয়া) আর্য্য! আমাদের পরম সৌভাগ্য! আমার বিশ্বাস, এই দুইটি রঘুবংশেরই মঙ্গল-অঙ্কুর। (অবলোকন করিয়া) একি! আর্য্য যে ব্যাকুল ভাবে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে মূর্চ্ছা গেছেন। (বীজন)

"পৃথিবী।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!"

"সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি! তোমরা দুজন কে গো?"

"পৃথিবী।—ইনি তোমার শ্বশুর-কুলদেবতা ভাগীরথী!"

"সীতা।—ভগবতি, তোমাকে নমস্কার।"

"ভাগীরথী।—বৎসে! চরিত্র-সঞ্চিত কল্যাণ-সম্পদ লাভ কর।"

লক্ষ্মণ।—দেবীর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

"ভাগীরথী।—ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।"

"সীতা।—হা মাত! আমার এই দশা তোমাকে শেষে দেখ্‌তে হল!"

"পৃথিবী।—এসো বাছা—এসো জাদু আমার! (সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(সহর্ষে) আ! বাঁচা গেল! আর্য্যা এখন পৃথিবী ও ভাগীরথীকে নিকটে পেয়েছেন।

রাম।—(দেখিয়া) ওঃ! কি শোচনীয় ব্যাপার!

"ভাগীরথী।—যখন পৃথ্বীদেবীও অপত্য-শোকে ব্যথিতা তখন দেখ্‌ছি পৃথিবীতে অপত্য-স্নেহেরই জয়। অথবা প্রাণী মাত্রই এইরূপ মায়াময় সংসার-পাশে আবদ্ধ। বৎসে সীতা! ভূতধাত্রি দেবি বসুন্ধরা!—শান্ত হও, শান্ত হও।"

"পৃথ্বী।—সীতাকে যখন প্রসব করেছি তখন আর কি করে' শান্ত হব। একে তো অনেক দিন রাক্ষসের মধ্যে বাস, তাতে আবার পতি এঁকে ত্যাগ করেছেন। মায়ের প্রাণে একি সহ্য হয়?"

"ভাগীরথী।—ফলোন্মুখী দৈবের দুয়ার
রুদ্ধ করে সাধ্য আছে কার?"

"পৃথ্বী।—ভাগীরথি! ঠিক্ বলেছ। যাই হোক্, এ রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে।

অগ্নিরে করিয়া সাক্ষী
পরিণয় হয় সীতা সনে,
অগ্নির পরীক্ষা পরে,
—তা কি রাম দেখেনি নয়নে?

না ভাবিল মোর ব্যথা
কিম্বা জনকের কথা
না ভাবিল—সীতা তার বন-সহচরী।
মনে কি ছিল সে কথা
—আসন্ন-প্রসবা সীতা ?
কেমনে ত্যজিল তারে দেহে প্রাণ ধরি' ?"

"সীতা।—হা আর্য্যপুত্র! এঁদের কথাবার্ত্তায় তোমাকে মনে পড়ছে।"

"পৃথ্বী।—আঃ! কে তোমার আর্য্যপুত্র ?"

"সীতা।—(সলজ্জভাবে ও সরোদনে) হা! মা যা বল্‌চেন হয় তো সেই কথাই ঠিক্।"

রাম।—মাত বসুন্ধরে! আমি এইরূপই বটে।

"ভাগীরথী।—ভগবতী বসুন্ধরে প্রসন্ন হও। তুমি তো বিশ্ব-সংসারের শরীর—সংসারের কোন কথাই তোমার কাছে অজ্ঞাত থাক্‌তে পারে না। তবে এখন অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত ব্যক্তির মত কেন বল দেখি তোমার জামাতার উপর রাগ করচ ?

"সীতার কলঙ্ক-কথা
লোকরাষ্ট্র চারিদিকময়,
অগ্নিশুদ্ধি লঙ্কাদ্বীপে
হয়েছিল কে করে প্রত্যয় ?
ইক্ষ্বাকু-কুলের ধর্ম্ম
প্রজাদের করা আরাধনা।
যদিও সে কষ্টসাধ্য
—না করি' কি করেন বল না।"

লক্ষ্মণ।—প্রাণীদের মধ্যে দেবতারাই অন্তর্যামী। বিশেষত গঙ্গাদেবী আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনাকে প্রণাম!

রাম।—মাতঃ! ভাগীরথ-বংশে আপনার অনুগ্রহ চিরকাল প্রবাহিত হচ্চে।

"পৃথ্বী।—তোমাদের প্রতি তো আমি সর্ব্বদাই প্রসন্ন, তবে আপাতত সন্তানের দুঃখে আমার শোকাবেগ দুঃসহ হয়ে উঠেছে—নৈলে কি আমি জানি না সীতার প্রতি রামভদ্রের কতটা অনুরাগ?

দৈববশে জানকীরে করিয়া বর্জ্জন
সতত হৃদয় তাঁর হতেছে দহন।
আছেন জীবিত তিনি শুধু ধৈর্য্য-বলে
কিম্বা তাঁর প্রজাদের বহু পুণ্য-ফলে।"

রাম।—সন্তানের প্রতি গুরুজনের অশেষ স্নেহ।

"সীতা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া সরোদনে) মা গো! তোমার গর্ভে আমাকে আবার স্থান দেও।"

রাম।—এখন এ ছাড়া আর কি বল্‌বার আছে!

"ভাগীরথী।—নানা বাছা! আরও সহস্র বৎসর তোমার পরমায়ু হোক্!"

"পৃথ্বী।—এখনও তোমার পুত্রদুটিকে যে প্রতিপালন করতে হবে।"

"সীতা।—মা! আমি যে অনাথা—এদের নিয়ে আর কি করব বল।"

রাম।—হৃদয়! তুই দেখ্‌ছি বজ্রে গঠিত।

"ভাগীরথী।—সে কি? তুমি সনাথা হয়েও আপনাকে অনাথা ভাব্‌চ কেন বল দেখি?"

"সীতা।—এ হতভাগিনী আবার সনাথা কিসে?"

"দেবীদ্বয়।—

অখিল-কল্যাণ তুমি
কেন তবে হেয় জ্ঞান কর আপনায়?
তব সঙ্গ-গুণে যে গো
আমাদেরো পবিত্রতা কত বৃদ্ধি পায়।"

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! ঐ শুনুন ওঁরা কি বল্‌চেন।

রাম।—লোকে শুনুক্।

নেপথ্যে কলরব।

রাম।—বোধ হয় কোন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

"সীতা।—একি! সমস্ত আকাশ যে একেবারে জ্বলে উঠ্‌ল।"

"দেবীদ্বয়।—বুঝ্‌তে পেরেছি।

কৃশাশ্ব, কৌশিক, রাম—এইরূপ যার গুরুক্রম
সেই সে জৃম্ভক-অস্ত্র আবির্ভূত হইল এখন॥"

নেপথ্যে।

"নমস্কার সীতা দেবি! ওই তব পুত্র দুটি
আজ হতে মোদের আশ্রয়।
চিত্র-দরশনকালে আমাদেরে এইরূপ
আদেশিলা রঘুর তনয়।"

"সীতা।—আমার পরম সৌভাগ্য, আজ এখানে দেবাস্ত্রগুলির আবির্ভাব হল।"

লক্ষ্মণ।—আর্য্য তো এই কথা পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে অস্ত্রগুলি শেষে তোমার পুত্রেতেই এসে বর্ত্তাবে।

রাম।—

জৃম্ভক পরম অস্ত্র
তোমাদের করি গো প্রণাম,
ধ্যানমাত্র বৎসদের
কাছে আসি' হয়ো অধিষ্ঠান।
হউক মঙ্গল তব!
বিস্ময় আনন্দ মিশি' উথলিত-শোক-উর্ম্মি সনে
কি এক নূতনতর
দশা উপস্থিত এবে অকস্মাৎ এ মোর জীবনে॥

"দেবীদ্বয়।—বাছা! তোমার ছেলে দুটি ঠিক্ রামভদ্রের মত হয়েছে—তুমি এখন এদের নিয়ে সুখী হও।"

"সীতা।—ভগবতি! এখন কে এদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করে' দেবে।"

রাম।—

যে কুলে বশিষ্ঠ গুরু, নিজে এই বংশের রক্ষিণী
সংস্কার করিবে কেবা, তাহা কি গো জানেন না ইনি?

"ভাগীরথী।—মা! তোমার এ চিন্তা কেন? স্তন ত্যাগের পরেই এদের মহর্ষি বাল্মীকির কাছে দিয়ে আসব, তা হলেই তিনি এদের ক্ষত্রিয় সংস্কার করবেন। কেন না,

"বশিষ্ঠ, মহর্ষি, আর
আঙ্গিরস শতানন্দ এঁরাও যেমনি
রঘু ও জনকদের
উভয়েরি কুলগুরু বাল্মীকি তেমনি।"

রাম।—ভগবতী ভাল বিবেচনাই করেছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! আমি নিশ্চয় করে' বল্‌চি, এই সব কথার সূচনায় লব কুশকে আপনার পুত্র বলেই মনে হয়। কেন না

জৃম্ভক অস্ত্রেতে সিদ্ধ এরাও আজন্ম
বালমীকি হতে সব সংস্কার-কর্ম্ম
বয়ঃক্রমও ইহাদের দ্বাদশ বৎসর
সত্য কি না মিলাইয়া দেখ একত্তর।

রাম।—এই সব কথা শুনে আমার মন সংশয়-তরঙ্গে এমনি আন্দোলিত হচ্চে যে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

"পৃথ্বী।—এস বাছা! তোমাকে রসাতলে নিয়ে যাই—তোমার পরশে রসাতল পবিত্র হোক্।"

রাম।—হা! প্রিয়ে, তুমি কি তবে লোকান্তরবাসিনী হয়েছ?

"সীতা।—মা! এ অভাগিনীকে আবার তোমার কোলেই স্থান দাও—এ পরিবর্ত্তনময় সংসারের ক্লেশ আর আমার সহ্য হয় না।"

রাম।—না জানি এর কি উত্তর দেন।

"পৃথ্বী।—বাছা! আমার অনুরোধ রাখো, যতদিন না এরা স্তন-ত্যাগ করে, ততদিন তুমি এদের প্রতিপালন কর। তার পর তোমার যা অভিরুচি তাই কোরো।"

"গঙ্গা।—সেই ভাল।"

(বাল্মীকি-কৃত নাটকে গঙ্গা পৃথিবী সীতার প্রস্থান।)"

রাম।—প্রেয়সী কি সত্য সত্যই দেহত্যাগ করেছেন। হা দেবি! দণ্ডকারণ্য-প্রিয় সহচরি! দেবতা-স্বরূপিণি সুচরিত্রে! তুমি কি আমাকে ছেড়ে লোকান্তরে গিয়ে বাস করচ? (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ।—ভগবান বাল্মীকি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! আপনার এ নাটকের উদ্দেশ্য কিছুই যে বুঝ্‌তে পারচি নে।

নেপথ্যে।

ওহে তোমরা এখন অভিনয় বন্ধ কর। ভো ভো স্থাবর জঙ্গম মর্ত্ত্য প্রাণীগণ! ভগবান বাল্মীকির আদেশে এইবার কি পবিত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড উপস্থিত হয় তা তোমরা সকলে প্রত্যক্ষ কর।

লক্ষ্মণ।—(দেখিয়া)

মন্থনের ন্যায় যেন
ভাগীরথী-অম্বুরাশি হইল ক্ষুভিত
দেবঋষিগণ দেখ
অকস্মাৎ অন্তরীক্ষে আসি' সমুদিত।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অহো!
গঙ্গা মহী আর অন্য দেবতা সহিতে
আর্য্যা সীতাদেবী ওই
উত্থিতা হইলা দেখ সলিল হইতে॥

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

জগদ্বন্দ্যে অরুন্ধতি! কর গো শ্রবণ
তব হস্তে জানকীরে করি সমর্পণ।

পুণ্যব্রতা বধূটিরে পতির সহিত
অনুগ্রহ করি' এবে কর গো মিলিত॥

লক্ষ্মণ।—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আর্য্য দেখ দেখ। (অবলোকন করিয়া) হায়! এখনও আর্য্যের জ্ঞান হয় নি?

অরুন্ধতী ও সীতার প্রবেশ।

অরুন্ধতী।—

লজ্জা ত্যাগ করি' বৎসে
ত্বরা করি' কর আগমন।
তব হস্ত-সুখস্পর্শে
বাছাটির বাঁচাও জীবন॥

সীতা।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামকে স্পর্শ করণ) শান্ত হও নাথ শান্ত হও।

রাম।—(চেতনা পাইয়া আনন্দে) ওঃ! এ কি! (দেখিয়া সহর্ষে ও সবিস্ময়ে) এ কি! দেবি অরুন্ধতী যে! আবার এই যে ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তা, সমস্ত গুরুজনেরা হৃষ্টচিত্তে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

অরুন্ধতী।—বাছা! এই দেখ ভগীরথের গৃহ-দেবতা ভগবতী গঙ্গাদেবী। উনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

ভাগীরথী।—শোনো রাজাধিরাজ রামচন্দ্র! চিত্রদর্শনের সময় আমাকে যে বলেছিলে, "মাতঃ! অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার এই পুত্রবধূ সীতার প্রতি কল্যাণ-দায়িনী হোন্—এই দেখ আমি সেই বিষয়ে এখন ঋণ-মুক্ত হলেম।

অরুন্ধতী।—আর এই দেখ তোমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণী বসুন্ধরা।

পৃথ্বী।—বাছা! সীতাকে পরিত্যাগ করবার সময় আমাকে যে বলেছিলে "মাতঃ! আপনার গুণবতী কন্যা সীতাকে আপনিই এখন অবধি রক্ষা করবেন" এই দেখ, সে কথাও আমার প্রতিপালন করা হল।

রাম।—আমি যে মহাপরাধী, আমার উপর আপনারা এত কৃপা বর্ষণ করচেন? (প্রণাম করণ)

অরুন্ধতী।—ও গো পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ তোমরা শোনো! ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গাদেবী যাঁর অলোক-সামান্য পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা করে যাঁকে আমার হস্তে সমর্পণ করেছেন; আর, ভগবান অগ্নি স্বয়ং যাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করেছেন, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতারাও সর্ব্বদা যাঁর স্তুতিবাদ করে' থাকেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভূমি-সম্ভবা সূর্য্যবংশের কুলবধূ সীতাকে যদি রামচন্দ্র এখন পুনর্গ্রহণ করেন তা হলে তোমাদের তাতে মত কি?

লক্ষ্মণ।—প্রজা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীবর্গ আর্য্যা অরুন্ধতী-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ঐ দেখ এখন সকলে সীতাদেবীকে প্রণাম করচে। আর লোকপালগণ ও সপ্তর্ষি-মণ্ডলী চতুর্দ্দিক হতে দেবীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করচেন।

অরুন্ধতী।—রাজাধিরাজ রামচন্দ্র!

স্বর্ণ-প্রতিকৃতি ছাড়ি
সহধরমিনী তব প্রকৃত সীতারে
আজি হতে অশ্বমেধে
নিয়োজিত কর তবে ধর্ম্ম অনুসারে॥

সীতা।—(স্বগত) দুঃখিনী সীতার দুঃখ কেমন করে' নিবারণ করতে হয় তা প্রাণনাথই জানেন।

রাম।—ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য!

লক্ষ্মণ।—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

সীতা।—আজ আমি যেন প্রাণ পেলেম।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এই দেখুন নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আবার প্রণাম করচে।

সীতা।—লক্ষ্মণ! তুমি চিরজীবী হয়ে থাকো।

অরুন্ধতী।—ভগবন্ বাল্মীকি! সীতার পুত্র লব কুশকে রামের কাছে এনে দিন। (প্রস্থান)

রাম লক্ষ্মণ।—আমাদের কি সৌভাগ্য—আমরা যা মনে করেছিলেম তাই তো হল।

সীতা।—(সজল নয়নে ও ঔৎসুক্যের সহিত) কই আমার বাছারা কোথায়?

বাল্মীকি ও কুশলবের প্রবেশ।

বাল্মীকি।—বৎস কুশ! বৎস লব! ইনিই তোমাদের পিতা রঘুপতি রামচন্দ্র, ইনি কনিষ্ঠ তাত লক্ষ্মণ, এই তোমাদের জননী সীতাদেবী। আর ইনি তোমাদের মাতামহ রাজর্ষি জনক।

সীতা।—(হর্ষ করুণা ও বিস্ময়ের সহিত) কি! আমার পিতা এসেছেন?

কুশ লব।—হা তাত—হা মাত—হা মাতামহ!

রাম।—(আহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসগণ! বহু পুণ্যফলে আজ আমি তোমাদের পেয়েছি।

সীতা।—কুশ আয় জাদু—লব আয় জাদু—তোরা আমার গলা জড়িয়ে ধর্। তোদের মার আজ পুনর্জন্ম হল।

লবকুশ।—(তথা করিয়া) আ! আজ আমরাও ধন্য হলেম।

সীতা।—ভগবন্! প্রণাম করি।

বাল্মীকি।—এইরূপ সৌভাগ্যবতী হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকো।

সীতা।—আহা! আজ আমার কি সুখের দিন! আনন্দ আজ আমার হৃদয়ে ধরচে না। পিতা, কুলগুরু বশিষ্ঠ, আর্য্যা গুরুজনেরা, সভর্তৃক আর্য্যা শান্তা, দেবর লক্ষ্মণ, কুশ ও লব আজ সকলকেই এখানে একসঙ্গে দেখ্তে পেলেম—আবার প্রাণনাথও আমার প্রতি এখন প্রসন্ন।

(নেপথ্যে কলরব)

বাল্মীকি।—(উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) লবণকে বধ করে' মধুরারাজ শত্রুঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণ।—এ আর একটি শুভ ঘটনা—আশ্চর্য্য! কল্যাণ কল্যাণেরই অনুসঙ্গী!

রাম।—আজ যে-সব ঘটনা হল, সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারচিনে। কি জানি, হয় তো সৌভাগ্যের প্রকৃতিই এইরূপ।

বাল্মীকি।—রামভদ্র বল, আর তোমার কি প্রিয় অভিলাষ আছে যা আমি পূর্ণ করতে পারি।

রাম।—এর পর কি আর কোন প্রিয় অভিলাষ থাক্তে পারে? এখন আমার এই মাত্র প্রার্থনা :—

করুক পাপের ক্ষয়
পুণ্য-রাশি উপচয়

সুমঙ্গল মনোহর এই উপাখ্যান।
জগত-জননী গঙ্গাদেবীর সমান।

শব্দবেত্তা মহাজ্ঞানী
বাল্মীকি কবির বাণী
অভিনীত হল যাহা নাটক-আকারে,
বুধেরা করুন চিন্তা চিত্তের মাঝারে॥

ইতি সম্মিলন নামক সপ্তম অঙ্ক।

ভট্ট শ্রীভবভূতি বিরচিত
উত্তর-চরিত সমাপ্ত।